ভারতবর্ষের ভূগোল বৃত্তান্ত।

বাঙ্গালা পাঠশালার ছাত্রগণের অধ্যয়নার্থে

বরিশাল জেলার বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর

শ্রীশ্যামাচরণ বসু

কর্ত্তৃক
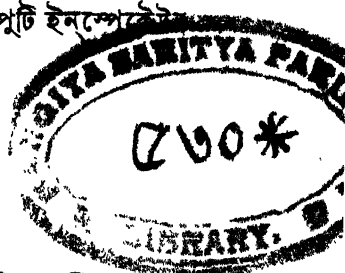
কলিকাতা কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকারের প্রণীত ইংরাজি ভারতবর্ষীয় ভূগোল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া

কলিকতা।

নিমতলাস্থ ৩২ সংখ্যক ভবনে সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে প্রথমবার মুদ্রিত হইল।

ইং ১৮৬২ সাল।

অজ্ঞান তিমিরাপহারক বিজ্ঞান মিহির প্রচারক পূর্ব্ব দক্ষিণ বাঙ্গালার বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত আর, এল, মার্টিন এম, এ, সাহেব মহোদয় সমীপেষু।

সম্মানাতিশয় সহযোগে নিবেদন মিদং।

এই গ্রন্থ খানির মঙ্গলাচরণে মহাশয়ের পবিত্র নামাশ্রয় করণে আমার ক্ষুদ্রান্তঃকরণে যে প্রকার প্রগাঢ় প্রবৃত্তির আবির্ভাব হইল তদনুসরণে বাধিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না, অতএব এই উপলক্ষে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, নিজ মহত্ত্বতার মহাত্ম্যগুণে অনুকম্পা প্রদর্শন পুরঃসর ক্ষমা করিবেন।

প্রকৃত বিদ্যাচর্চ্চার অসদ্ভাব জন্য এই পূর্ব্ব দক্ষিণ বাঙ্গলার প্রায়সঃ লোকের অন্তঃকরণ অবিদ্যা নিবন্ধন অজ্ঞানারসে ও কুসংস্কারবশে এরূপ মলিন হইয়া রহিয়াছে যে তাহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি স্বভাব প্রকৃতি প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মনুষ্য নাম রূপ নির্ম্মল চন্দ্র অগাধ কলঙ্ককূপে নিমগ্ন বোধ হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত এচ, উড্রো এম, এ মহোদয় এবং তৎপরে আপনি এই গৌরবিতপদের গুরুভার গ্রহণ পূর্ব্বক কায়িক, বাচিক ও মানসিক যত্নের আনুকূল্যে স্থানে২ নবীন২ বিদ্যালয় স্থাপনা এবং শিক্ষা প্রণালীর সুধারা যোজনা করিয়া অতি অল্প কালের মধ্যেই বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানালোচনার এতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি সাধন করিয়া তুলিয়াছেন যে সকল ভদ্রলোকেরা চিত্রকরের ন্যায় কেবল অক্ষর বিন্যাস (তাহা শুদ্ধই হউক বা অশুদ্ধই হউক) ব্যতীত বিদ্যা কাহাকে বলে তাহার নাম গন্ধমাত্রও জানিত না, এক্ষণে তাহাদিগের সন্তানেরাই ব্যাকরণ, সাহিত্য, ভূগোল, ক্ষেত্রতত্ত্ব, পাটিগণিত, ইতিহাস, প্রাকৃতিকভূগোল, বস্তু বিচার, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বীজগণিত, মানব দেহতত্ত্ব, এবং বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার প্রভৃতি নানা সদ্বিদ্যার সমালোচনা করত দেশের মুখোজ্জ্বল এবং অস্মদাদির মনোনয়নের আনন্দ বিধান করিতেছে। আপনি পরিশ্রম স্বীকার কল্পে বিকারবিহীন হইয়া দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে এই অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন পূর্ব্বদক্ষিণ বাঙ্গালা আকাশে বিদ্যাপ্রভাকরের উদয় করিয়া জ্ঞান

রশ্মি বিকীর্ণ করণে যদ্রূপ উদ্যোগী, মনোযোগী, ও উৎসাহী হইয়াছেন, তদ্দৃষ্টে স্পষ্টই অনুভব হইতেছে যে, আপনি কিছুকাল এই পদে অবস্থিতি করত এতদ্রূপ চেষ্টা করিলে অবিদ্যাজনিত ঘোরতর অজ্ঞান তিমির-রাশি অপসৃত হইয়া এদেশের সভ্যতা ও অপার ভব্যতা সুখ স্বচ্ছন্দতা অগৌণেই সম্বর্দ্ধিত হইবেক, যৎকরণক আপনার বিমল সুখ্যাতি-পতাকা সর্ব্বত্র সকল লোকের বদন গগণে জল্পনা পবনে চির উড্ডীয়মানা রহিবেক তাহার সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয় বালকবর্গের প্রথমতঃ প্রথামত ভারতবর্ষের ভূগোল বৃত্তান্ত পাঠে যে প্রকার মহোপকার দর্শিবার সম্ভাবনা ইউরোপাদি ভিন্নদেশ বৃত্তান্ত শিক্ষায় তদ্রূপ নহে, কেননা স্বদেশ-বৃত্তান্ত-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া পরকীয় দেশ-বৃত্তান্ত-জ্ঞান-নৈপুণ্য হইলে তাদৃশ বিজ্ঞতাও বহুদর্শিতা জন্মে যেমন স্বহস্তের অঙ্গুলী গণিতে না জানিয়া পরকীয় মস্তকের কেশ গণনা করিতে পটুতম হয়। কিন্তু তাদৃশ অনুত্তম পুস্তকের অসদ্ভাব প্রযুক্ত এতাবৎ কালাবধি মনোনীত ফললাভে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছে। সংপ্রতি কলিকাতা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুবিজ্ঞোত্তম শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকারের প্রণীত ইংরাজি ভাষায় ভারতবর্ষের ভূগোল বিবরণ ইংরাজি পাঠালয় মাত্রেরই পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরিগৃহীত হওয়াতে আমি বহুতর যত্নযোগে বাঙ্গালাভাষায় তাহার অনুবাদ ও স্থানে২ নূতন২ কয়েক বিষয় সংযুক্ত করিয়া বাঙ্গালা পাঠশালা সমূহের ছাত্রগণের অধ্যয়নার্থ ভারতবর্ষের ভূগোল বৃত্তান্ত নাম দিয়া এই পুস্তক খানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এক্ষণ মহাশয় সাহস প্রদান করিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব ইতি।

বরিশাল। }
আগষ্ট ১৮৬২। }

আপনার একান্ত বশম্বদ
শ্রীশ্যামাচরণ বসু।
বরিশাল জেলার বিদ্যালয় সমূহের
ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর।

ভূমিকা।

এতদ্দেশীয় পাঠশালা সমূহের ছাত্রগণের ইউরোপাদি অভি-দেশীয় ভুগোল বিবরণ পাঠ করণের প্রাক্কালেই স্বদেশের ভূগোল বৃত্তান্ত শিক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য, ইহা কেনা স্বীকার করিবেন। ভারতবর্ষ ঘটিত একখানি স্বতন্ত্র ভূগোলগ্রন্থ প্রকটিত হইলেই এ আশার সুসার হইতে পারে। ভাবিয়াছিলাম কোন সুহৃদয় মহোদয় এই অসদ্ভাবের নিরাকরণ করিবেন, কিন্তু সেই সঞ্চিত আশার বাঞ্ছিত ফললাভে এতাবৎকালপর্য্যন্ত বঞ্চিত থাকাতে এক্ষণে আর কাল বিলম্বের প্রতি প্রতীক্ষা করা অবিহিত বিবেচনায় কলিকাতাস্থ কলু-টোলা ব্রাঞ্চস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সর-কার ইংরাজি ভাষায় ভারতবর্ষের যে ভূগোল বিবরণ প্রণয়ন পূর্ব্বক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাহা গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রায়সঃ ইংরাজি পাঠা-লয়ের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরিগৃহীত হওয়াতে আমি নিজেই পরিশ্রম স্বীকার পুরঃসর বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ ও স্থানে স্থানে কয়েকটী নূতন বিষয় সংযুক্ত করিয়া "ভারতবর্ষের ভূগোল বৃত্তান্ত" নাম দিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়ব্যূহের ছাত্র সমূহের অধ্যয়নার্থে এই পুস্তক খানি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম। ভারতবর্ষের এতাদৃশ বিস্তীর্ণ ভূগোল বৃত্তান্ত ঘটিত পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাবধি আর প্রকাশিত হয় নাই। হিন্দুস্থানের প্রধান প্রধান পর্ব্বত, নদী ও তাহাদের পরি-মাণ, দ্বীপ, নগর, মৃত্তিকার গুণাগুণ, প্রকৃতির প্রভাব, ঋতুভেদ, উৎ-পন্ন দ্রব্য, প্রজা সংখ্যা, ও তাহাদিগের স্বভাব, প্রকৃতি, আকৃতি, জাতিভেদ, ভাষা এবং ধর্ম্ম, পশ্বাদি জীবজন্তু, ভিন্ন দেশ হইতে

আনীত এবং এদেশ হইতে প্রেরিত পণ্যদ্রব্য, আকর সম্ভূত ও শিল্পজাত বস্তু, এবং ভুত সহযোগে বর্ত্তমানের সংক্ষেপ ইতিবৃত্ত, বিশেষতঃ এতদ্দেশে বৃটিস পরাক্রমের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও রাজ্য প্রাপ্তি, রাজশাসনের নিয়ম প্রণালী, রাজকর্ম্মচারী, এদেশের নানা রাজগণের দত্ত সৈন্য ও ধনসাহায্য সংখ্যা, আয় ব্যয়, নিয়মিত সেনা সামন্ত, যুদ্ধজাহাজ, সাধারণ বিদ্যাধ্যাপন সংক্রান্ত বৃত্তান্ত, বিদ্যালয় ও ছাত্রসঙ্খ্যা, ডাকের এবং তড়িৎবার্ত্তাবহের কার্য্যালয় সমূহ অর্থাৎ আড্ডা ইত্যাদি ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নিতান্ত প্রয়োজনোপযোগী যে সমস্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য-বিষয়-জ্ঞান লাভের অত্যন্ত আবশ্যকতা এই পুস্তকে তত্তাবতই বিন্যস্ত করা গিয়াছে। অধিকন্তু ভূগোল বৃত্তান্ত জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই রচনা-প্রণালী-কৌশল-জ্ঞান উপার্জ্জন করা এই পুস্তক পাঠাধিকারী উচ্চশ্রেণীভুক্ত ছাত্রবর্গের পক্ষে বিলক্ষণ বৈধবোধে আমি অতি সরল সহজভাষা ব্যবহার না করিয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছি এই বিবেচনায় যদি আমার ভ্রম হইয়া থাকে গুণজ্ঞ মহাশয়েরা সদ্বর্ত্ম প্রদর্শন পূর্ব্বক এ অকিঞ্চনের সেই ভ্রম সংস্কার সংশোধন জন্য সদুপদেশ প্রদান দ্বারা কৃতার্থ করিবেন, কিন্তু ভ্রমভঞ্জনোপলক্ষে ভ্রমভঞ্জনের পথাবলম্বন কদাচই করিবেন না।

পরন্তু নদী এবং পর্ব্বতাদির পরিমাণ স্থলে অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় ক্রোশ এবং হস্ত গ্রহণ না করিয়া ইংরাজি প্রথানুসারে মাইল এবং ফিট গৃহীত হইয়াছে। সাধারণ বোধ সৌকার্য্যার্থে দুই মাইলে এক ক্রোশ, ও দেড় ফিটে এক হস্ত ধরা গিয়া থাকে। অবশ্য কর্ত্তব্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে কৃতঘ্নতা দোষে দূষিত হইতে হয়,

এই আশঙ্কায় মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি, আমার পরিদর্শনের অধীন বাসণ্ডা গ্রামস্থ সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরাজি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রকুমার ধর এই পুস্তকের অনুবাদ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। এবং তত্রত্য গবর্ণমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক পরম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন ঠাকুর, তথা সাহায্যপ্রাপ্ত বাঙ্গালা পাঠশালার প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ইহার আদ্যোপান্ত সন্দর্শন করত মুদ্রাঙ্কিত করিতে পরামর্শ দেওয়াতেই আমি সাহসী হইয়া প্রকাশ করিতে বাধিত হইলাম।

অপিচ শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় স্বপ্রণীত বাঙ্গালা ভাষার ভূগোল বিবরণে কতিপয় দেশের নাম, বোধ করি তত্তদ্দেশীয় লোকের উচ্চারণ অনুক্রমে তদনুরূপ, লিপিবদ্ধ করাতে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীযুক্ত ইন্‌স্পেক্টর সাহেবেরা কিম্বা অন্য কোন ইউরোপীয় দর্শকেরা অথবা ইংরাজি বিদ্যায় কৃতবিদ্য এতদ্দেশীয় যুবকেরা (যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার ভূগোল কখন চক্ষেও দেখেন নাই) বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ইংরাজি পুস্তকের লিখনানুসারে ঐ সকল দেশের নাম উল্লেখ করাতে ছাত্রেরা জানিয়া শুনিয়াও উচ্চারণ বৈলক্ষণ্য জন্য অশ্রুত-পূর্ব্বের ন্যায় নিরুত্তর হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহারাও বিবেচনা করেন শিক্ষা ভাল হয় নাই। অতএব এই মহদ্দোষ পরিহারার্থে ঐ সমস্ত দেশের নাম ইংরাজি পুস্তকের নিয়মানুসারে নিম্নভাগের বাম পার্শ্বে এবং বাঙ্গালা ভূগোলে যেমত লিখিত হইয়াছে তাহা দক্ষিণ অংশে লিখিত হইল। শিক্ষক মহাশয়েরা উভয় মত শিক্ষা দিলেই ছাত্রগণকে অপ্রতীভ হইতে হইবেক না, এবং তাঁহারাও অকারণে নিন্দা ভাজন হইবেন না।

ইংরাজী পুস্তকের মত।	বাঙ্গালা ভূগোলের মত।
আরকট্	আর্কাড়ু
নেল্লোর	নেল্লরু
ব্রোচ	ভড়ৌচ
পণ্ডিচেরী	পটুঞ্চেরী
ট্রিচিনাপলি	ত্রিরুঞ্চিনাপল্লী
টিন্নিভেলি	তেরুনেল্লু বলী
গণ্টুর	গণ্ডুর
চিঙ্গল্পট্	চেঙ্গলপট্টু
সালেম্	সেলঙ
বেলারি	বল্লারী
কুইলোন্	কোল্লম
কোচিন্	কোঞ্চী
কন্কন্	কোকন
কালিকট্	কল্লিকট্ট
ট্রিঙ্কমালী	তিরকম্বাড়ী
কানারা	কানড়া
ভাগুলপুর	বুহাবলপুর

শ্রীশ্যামাচরণ বসু।
বরিশাল বিদ্যালয় সমূহের
ডেপুটী ইন্স্পেক্টর।

বরিশাল।
আগষ্ট ১৮৬২।

ভারতবর্ষের ভূগোল বৃত্তান্ত।
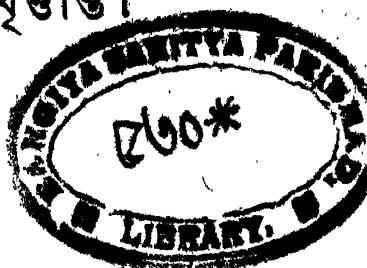
প্রথম অধ্যায়।

প্রকৃত ভারতবর্ষ অথবা হিন্দুস্থানের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী; যৎকরণক এই ভারতভূমি তির্ব্বতদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বদিগে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর; এবং পশ্চিমে আরব সমুদ্র ও হালা এবং সলিমান্ পর্ব্বত; যদ্দ্বারা আফ্গানস্থানের অধিত্যকা পৃথক্-কৃত হইয়াছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘতার পরিমাণ দক্ষিণে কন্যাকুমারী অন্তরীপ হইতে উত্তরে পঞ্জাবের সীমান্ত পর্য্যন্ত ১৮৩০ মাইল; এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততা পশ্চিমে করাচিবন্দর হইতে পূর্ব্বদিগে আসামের সীমান্ত পর্য্যন্ত ১৮৩০ মাইল। ইহার পরিমাণ ফল ১৫ লক্ষ বর্গ মাইল, এবং অধিবাসিদের সংখ্যা ১৮ কোটি।

ভারতবর্ষের উপকুলভাগ দৈর্ঘে ৩৬০০ মাইল, তাহার একাংশে বঙ্গোপসাগরের তীর, অন্যাংশে আরব সমুদ্রের তট।

স্বভাবসিদ্ধ বিভাগ।

ভারতবর্ষকে নিম্নলিখিত স্বভাব-বশতঃ কতিপয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম দক্ষিণ অঞ্চল, যাহা দক্ষিণ

সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে কৈমবাটুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত; দ্বিতীয় ডেকান অথবা দক্ষিণ, যাহা দক্ষিণে কৈমবাটুরের উত্তর সীমান্ত হইতে পরিগণিত হইয়া উত্তরে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। তৃতীয় মধ্য-হিন্দুস্থান, তন্মধ্যে নর্ম্মদা নদীর উত্তর পারস্থিত সমুদায় ভুমি-ভাগ ও গুজরাট এবং কচ্ছ উপদ্বীপ; চতুর্থ গঙ্গার পার্শ্ববর্ত্তি সমতল ক্ষেত্র; পঞ্চম সিন্ধু নদীর পার্শ্ববর্ত্তি সমতল ক্ষেত্র; এবং ষষ্ঠমে হিমালয় মধ্যগত পার্ব্বত্য প্রদেশ।

টীকা।

এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বসুমতীর স্বাভাবিক নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দেখা যায়। হিম-মণ্ডিত গিরি, গভীর দরি, নতোন্নত পর্ব্বত, মহোচ্চ অধিত্যকা, সমতল ক্ষেত্র, বালুকাময় মরুভুমি, উষর ভুমির মধ্যে মধ্যে শস্য পূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র, বেগবতী শ্রোতস্বতী, এবং উর্ব্বর ক্ষেত্র সমূহ এদেশের ধরা-পৃষ্ঠকে নানাপ্রকারে বিচিত্র করিয়া রাখিয়াছে। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, ভুমণ্ডল মধ্যবর্ত্তি অন্যান্য সমুদায় পর্ব্বতাপেক্ষা উচ্চতম ও প্রকাণ্ড। যুগল ঘাট পর্ব্বত পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় উপকূলে সুদীর্ঘ উচ্চ প্রাচীরবৎ সমান্তরাল ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মধ্যভাগে বিন্ধ্য পর্ব্বত নর্ম্মদা নদীর অনুগামী হইয়াছে। এক শৈল পুঁক্তি মুলতানের সীমা স্পর্শ করিয়া টট্টা দেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, এবং বালুকাময় পর্ব্বত শ্রেণী কচ্ছ দেশ হইতে শতদ্রু নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। সিন্ধু দেশ বালুকাময় মরু-ভূমিতে সমাকীর্ণ, তাহাতে দক্ষিণদিগের উষ্ণবায়ু প্রবাহিত হইলে, তত্রত্য বালুকারাশি উড্ডীয়মান হইয়া নিকটস্থিত শস্য ক্ষেত্র এবং লোকালয় প্রভৃতি সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। দিল্লী প্রদেশে রুদ্রপুর ও আলমোরার মধ্যে দৈর্ঘে ২০ মাইল পরিমিত এক বালুকা ক্ষেত্র কণ্টকী বৃক্ষে এবং কদর্য্য গুল্মাদিতে পরিবৃত রহিয়াছে। তরুলতাদি বিহীন বহুতর প্রান্তর উত্তর অঞ্চলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। নদী মুখের এবং তাহাদিগের তট অভ্যন্তর-বর্ত্তি বহুলাংশ ভুমি সজল অথবা

পড়িল, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই সুদৃশ্য সমতল ভূমি, অপর্য্যাপ্ত শস্য পূর্ণ ক্ষেত্র, এবং মনোহর উর্ব্বরা উপত্যকা, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য শোভায় ও বিবিধ সতেজ বৃক্ষ লতিকায় পরিভূষিত হইয়া রহিয়াছে।

ভারতবর্ষকে সমুদায় পৃথিবীর অনুকৃতি বলা যাইতে পারে। ইহার কোন কোন অঞ্চলে উষ্ণ কটি-বন্ধের ন্যায় প্রখর কর সূর্য্য-রশ্মি তাপে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়া থাকে, এবং কোন কোন প্রদেশ এমত শীতল যে কেন্দ্র নিকটস্থ গম্ভীর শীত-প্রতাপ ও ভয়ানক বোধ হয় না। ধরা-পৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন স্থান সমূহের দূরবর্ত্তিতা প্রযুক্ত শীতাতপের যেরূপ বৈলক্ষণ্য অনুভব হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের প্রদেশ বিশেষের উচ্চতা পরিমাণের ন্যূনাতিরিক্ততা অনুসারে অবিকল সেই সকল প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এদেশের সমতল ক্ষেত্র সকল বৎসরের মধ্যে দুইবার করিয়া শস্য প্রসূত সুরম্য তরু গুল্মাদিতে সুশোভিত, অথচ স্থানে স্থানে উষ্ণ কটি-বন্ধের ন্যায় দগ্ধ মরু-ভূমিতে পরিণত পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহার নাভি উচ্চ ভূভাগ সমকটি-বন্ধ জাত শস্য ও ফল ফুলে খচিত, উন্নত প্রদেশ উত্তরীয় দেবদারু বৃক্ষবনে আচ্ছাদিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত উচ্চতম স্থান সুমেরু কটি-বন্ধের ন্যায় চিরনীহারে বিমণ্ডিত। আমরা এখানকার প্রকৃতির আকৃতি আফ্রিকা ও মেরু দেশের ন্যায় সর্ব্বদা সমভাব বিশিষ্ট দেখিতে পাই না, কিন্তু ধরণীমণ্ডলের উভয় সীমান্তরালবর্ত্তি ভূভাগের স্বভাবের যত দূর পরিবর্ত্তন সম্ভাবনা, ভারতবর্ষে কিছুরই অভাব বোধ হয় না।

নিম্নলিখিত মুখ্য রাজ্য-সমূহ, ও তদন্তর্গত প্রধান প্রধান নগর সকল, পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক ছয় ভাগে সন্নিবেশিত আছে। যথা

ভাগ	রাজ্য	প্রধান নগর
১ম, দক্ষিণ হিন্দুস্থান	ত্রিবাঙ্কোড়	ত্রিবন্দ্রম, অঞ্জনগো, কোল্লম।
	কোচিন	কোচিন।
	কর্ণাটের কিয়দংশ	তিন্নিবলী, রামনাথ, মাদুরা, দিন্দীগল, ত্রিচিন্নাপল্লী, তাঞ্জোর।

৫ম, ডেকান অথবা দক্ষিণ রাজ্য

কর্ণাট	কৈম্বাটুর, সালেম, তৈলঙ্গবাড়, কদ্‌লুর, পণ্ডিচরী, সাদ্রাস, আর্কাট, মান্দ্রাজ, নেল্লুর, গন্তুর।
উত্তর সর্‌কার	মছলিপাটন, করিঙ্গা, রাজমহেন্দ্র, বিশখাপাটন, শিকাকোল, গাঞ্জাম।
দানপ্রাপ্ত দেশ ... অথবা বালাঘাট	বল্লারী, কর্ণৌল, কডাপা।
মহীশুর	মহীশুর, শ্রীরঙ্গপাটন, বঙ্গলুর, বিদ্‌নুর।
নিজামের রাজ্য ... কিম্বা হায়দ্রাবাদ	হায়দ্রাবাদ, গোলকণ্ডা, বীদর, আওরঙ্গাবাদ, দৌলতাবাদ, এলোরা।
বেরার অথবা ... নাগপুর	নাগপুর, ইলীচপুর, বস্তার।
সেতারা	সেতারা, বিজয়পুর।
কোলাপুর	কোলাপুর।
ধারওয়ার	ধারওয়ার।
পূণা	পুণা।
অহম্মদ্‌নগর	অহম্মদ্‌নগর।
খান্দেশ	ধূলিয়া, মালীগাম।
কঙ্কণ	দামান, বাসীন, রত্নগিরি, সামন্তবাড়ী, গোয়া, বোম্বাই।
কানারা	মঙ্গলুর।
মলয়াবর বা ..... মলবার	কানানুর, তেল্লিচরী, মাহী, কালিকট্‌।

	তপতী নদীর উপত্যকা ...	বুরহানপুর।
	নর্ম্মদা নদীর উপত্যকা ...	মাণ্ডলা, জব্বলপুর, হোসঙ্গাবাদ, হিণ্ডীয়া, মণ্ডলেশ্বর, বরওয়ানী।
৩য়, মধ্য-হিন্দুস্থান	মালওয়া কিম্বা মালব ...	ইন্দোর, উজ্জয়িনী, ভূপাল, ধার, ভামপুর।
	গুজরাট	অহম্মদাবাদ, বরুচ, বরদা, সুরট বা সৌরাষ্ট্র।
	রাজপুতনা	আজমীর, যোধপুর, নাগর, জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর, বিকানীয়র, বুন্দী, জসলমীয়র, টঙ্ক, কৃষ্ণগড়, বাঁস-ওয়ারা, কোটা, আলবর, প্রতাপ-গড়, ঝালওয়ার, ডোঙ্গরপুর, সি-রুহী, কেরৌলী, ভুজ।
	বন্দেলখণ্ড	ছত্রপুর।
	পান্না	পান্না, বান্দা, গোয়ালিয়র, পাটন।
	রেবা	রেবা।
৪র্থ, গঙ্গা প্রদেশ	উড়িষ্যা	কটক, জগন্নাথ।
	বঙ্গ	কলিকাতা, মুরশিদাবাদ, ঢাকা।
	বেহার	বেহার, পাটনা, বারাণসী।
	দোয়াব	দিল্লী, মিরট, আগ্রা, কাল্‌পী, কাণপুর, এলাহাবাদ বা প্রয়াগ।
	অযোধ্যা	অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ।
	রোহিলখণ্ড	মুরাদাবাদ, বরেলী।

৩য়, পার্ব্বত্য দেশ ও সিন্ধুপ্রদেশ

পঞ্জাব .... লাহোর, অমৃতসর, মুল্‌তান, ভাওলপুর, আটক।

জলন্দর দোয়াব ... জলন্দর।

সিন্ধু .... হয়দরাবাদ, টট্টা, করাচি, অমরকোঠ, শিকারপুর, সাহান, খয়েরপুর, রোড়ী।

কাশ্মীর .... কাশ্মীর।

কামাউন .... আলমোরা।

নেপাল .... কাটমণ্ডু।

শিকীম .... শিকীম।

ভুটান .... তাসিস্থদন।

রাজকীয় বিভাগ।

ভারতবর্ষ রাজকীয় প্রধান চারিভাগে বিভক্ত, প্রথমতঃ বৃটিস রাজ্য, যাহা বৃটিস রাজ-নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন; দ্বিতীয়তঃ করদ কিম্বা আশ্রিত রাজ্য, যাহাতে সেই সমস্ত দেশের নিয়ম প্রচলিত, তৃতীয়তঃ স্বাধীন রাজ্য, এবং চতুর্থতঃ ইউরোপীয় রাজাধীন রাজ্য।

টীকা।

বৃটিস রাজ-পরাক্রম সমুদায় ভারতখণ্ডের উপরে সর্ব্ব প্রাধান্যরূপে পরিব্যাপিত, কেবল নেপাল এবং দুই একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত, এতদ্দেশীয় সমস্ত রাজারাই বৃটিস গবর্ণমেন্টের নিকট সন্ধি ও প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইয়া, দেশ সমরক্ষণের ভার প্রধান রাজশক্তির উপরে অর্পণ করিয়া, অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে কেহ কেহ কর প্রদান করিয়া থাকেন, অন্যেরা করেন্ না, কিন্তু তাবতেই আত্মরক্ষার স্বত্ব পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের রাজ্য সংগ্রহে পরস্পর ত্যক্ত-সম্পর্ক হইয়াছেন, এবং বৃটিস গবর্ণমেন্ট তাঁহা-

দিগের বহিঃরক্ষণের ও আন্তরিক শান্তি সংস্থাপনের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মধ্যে পরস্পর-ঘটিত বিবাদের মধ্যস্থ স্বরূপ বিরাজমান আছেন। ভারতবর্ষে ফরাসিদিগের শক্তি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে পূর্ব্বরাজ্যের নিমিত্তে ইংরাজদিগের সহিত আর তাঁহারা কোন বিবাদ বিসম্বাদ করেন না। পোর্ত্তগীজদিগের যৎকিঞ্চিৎ অধিকার আছে বটে, কিন্তু তাহার বহির্ভাগে তাঁহাদিগের কোন কর্ত্তৃত্ব অথবা ক্ষমতা মাত্রই নাই।

বৃটিস বিভাগ।

রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত বৃটিস অধিকার নিম্নলিখিত তিন প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ রাজধানীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমতঃ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সী তন্মধ্যে সমুদায় উত্তরপশ্চিম প্রদেশ এবং পঞ্জাব রাজ্য। দ্বিতীয়তঃ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী। তৃতীয়তঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সী। এই সমস্ত প্রেসিডেন্সী নানা ক্ষুদ্র২ অংশে অথবা প্রদেশে পুনর্ব্বিভাগীকৃত হইয়াছে।

পরিমাণ ফল ও লোকসংখ্যার সংক্ষিপ্ত সার।

রাজ্য	কর্ত্তৃত্বাধীন	পরিমাণ ফল যত বর্গ মাইল	প্রজা সংখ্যা
ইংরাজাধীন রাজ্য।	গবর্ণর জেনরলের এজেন্ট এবং কমিস্যনরের অধীন।	১৭২৫১৬	১২৮২০২৬২
	বঙ্গদেশের লেফ্‌টনেন্ট-গবর্ণরের অধীন	২২১৯৬৯	৪০৮৫২৩৯৭
	উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌ট-নেন্ট গবর্ণরের অধীন।	১০৫৭৫৯	৩৩৬৫৫১৯৩
	পঞ্জাবের লেফ্‌টেনেন্ট-গবর্ণরের অধীন।	৭৩৫৩৪	১০৪৩৫৭১০
	মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীন	১৩২০৯০	২২৪৩৭২৯৭
	বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন	১৩১৫৪৪	১১৭৯০০৪২
	সমুদায়ে	৮৩৭৪১২	১৩১৯৯০৯০১

স্বরাজাধীন রাজ্য।	বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অধীন	৫১৫৫৩৩	৩৮৭০২২০৬
	মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীন	৫১৮০২	৫২১৩৬৭১
	বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধীন	৬০৫৭৫	৪৪৬০৩৭০
	সমুদায়ে	৬২৭৯১০	৪৮৩৭৬২৪৭
ভিন্নদেশীয়দিগের অধিকার।	ফরাসির অধীন	১৮৮	২০৩৮৮৭
	পোর্ত্তুগিসের অধীন	১০৬৬	৩১৩২৬২
	সাকল্যে	১২৫৪	৫১৭১৪৯
	সর্ব্ব-সাকল্যে	১৪৬৬৫৭৬	১৮০৮৮৪৪৯৭

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পর্ব্বত।

হিন্দুস্থানে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান পর্ব্বত শ্রেণী আছে।

১ ম। হিমালয় পর্ব্বত, প্রধানতঃ পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত, এবং দীর্ঘে ১৫০০ মাইল ও প্রস্থে ২০০ অবধি ২৫০ মাইল।—ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ চূড়া, ইভেরেষ্ট পর্ব্বত, বোধ হয় পৃথিবী-স্থিত সমুদায় পর্ব্বতাপেক্ষা উন্নত, এবং সমুদ্রের জলসীমা হইতে ২৯০০০ ফিট উচ্চ, অন্যান্য শৃঙ্গের মধ্যে কাঞ্চন-ঝিঙ্গা ২৮১৫৬ ফিট, ধবলগিরি ২৬৮৬২ ফিট, জওয়াহর ২৫৬৭০ ফিট, চিমুলারি ২৩৯৪৬ ফিট উন্নত, ফলতঃ হিমালয় পর্ব্বত গড়ে ১৫০০০ হইতে ১৮০০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ।

২ য়। সলিমান পর্ব্বত, উত্তর হইতে দক্ষিণদিগে ৩৫০ মাইল দীর্ঘ।—ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ তখত্-ই-সলিমান, সমুদ্রের জলসীমা হইতে ১২০০০ ফিট ঊর্দ্ধ।

৩ য়। হালা পর্ব্বত, বিলুচিস্থানের অধিত্যকা ভূমির পূর্ব্ব-পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছে।

৪ র্থ। বিন্ধ্য পর্ব্বত, গুজরাট হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গঙ্গা-তীর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, এবং ইহার অন্তভাগের সহিত পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের উত্তর সীমা সম্মিলিত হইয়াছে।—ইহার উচ্চতা ২৫০০ হইতে ৩০০০ ফিট।

৫ ম। পশ্চিম হিন্দুস্থান-স্থিত আরাবলী পর্ব্বত, উত্তর-পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছে, এবং বিন্ধ্য পর্ব্বতের পশ্চিম সীমার

সহিত ইহার সংযোগ আছে।—ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আবু পর্ব্বত ৫০০০ ফিট ঊর্দ্ধ্ব।—চিতোর পর্ব্বত শ্রেণী আরাবলী পর্ব্বতের নির্গত শাখা, চম্বল নদীর পশ্চিমতীর ব্যাপিয়া গমন করিয়াছে।

৬ ষ্ঠ। সাতপুরা পর্ব্বত, পূর্ব্ব পশ্চিমে গমন করিয়া নর্ম্ম-দার উপত্যকা হইতে তপতীর উপত্যকাকে পৃথক্ করিয়াছে। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ ২৫০০ ফিট ঊর্দ্ধ্ব।

৭ ম। পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত, তপতী নদীমুখ হইতে ভারত-বর্ষীয় প্রায়দ্বীপের পশ্চিম উপকূল ব্যাপিয়া, কৈমবাটুরের উপত্যকা পর্য্যন্ত গমন করিয়া, নীলগিরির সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।—ইহার প্রধান চূড়া ৮০০০ ফিট উচ্চ, এবং এই পর্ব্বত শ্রেণী দীর্ঘে ৮০০ মাইল।

৮ ম। পূর্ব্ব ঘাট পর্ব্বত, নিম্ন কর্ণাটের পার্শ্ব ব্যাপিয়া উত্তর সরকার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।—মান্দ্রাজের প্রায় সম অক্ষাংশে এই পর্ব্বত শ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ ঊর্দ্ধে ৮০০০ ফিট।

৯ ম। নীলগিরি পর্ব্বত, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উভয় ঘাট পর্ব্বতের মূল সীমায় সংলগ্ন হইয়া, অসমকোন ত্রিভুজের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে।—ইহার উচ্চতম শৃঙ্গ দোদাবেতা ৮৭৬০ ফিট, এবং উতকামুণ্ড ৭৩৬১ ফিট।

উপরোক্ত গিরি শ্রেণী ব্যতীত আর কতকগুলিন পাহাড় আছে, তাহার মধ্যে নেপালের, ত্রিপুরার, রাজমহলের, এবং বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম সীমাবর্ত্তি পাহাড় সকল অন্যান্য সমুদয় পাহাড়াপেক্ষা প্রধান।

নদী।

হিন্দুস্থানের প্রধান নদী।

১ ম। সিন্ধু, ইহা ক্ষুদ্র তির্ব্বতে সায়ক এবং শিঙ্খাবাব নামা দুই স্রোতস্বতী সংযোগে উদ্ভব হইয়া, প্রায় ১৭০০ মাইল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আরব সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।—ইহার প্রধান প্রধান উপনদীর মধ্যে কাবুল, লন্দাই এবং কমা অথবা কনার, এই তিনটি দক্ষিণ পার হইতে আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং পঞ্চ নদীতে বিরচিত পঞ্জাবের ঝিলম (পুর্ব্বতন হাইডাস্পিস্), চিনাব (পুর্ব্বতন এসেসিনিস), রাবি (পুর্ব্বতন হাইড্রাটস), ঘারা কিম্বা ব্যাস (পুর্ব্বতন হাইফসিস), সতলজ অথবা শতদ্রু (পুর্ব্বতন হিসুড্রাস) বাম ভাগে মিলিয়াছে।

২ য়। গঙ্গা, হিমালয় পর্ব্বতালি মধ্যে ভাগীরথী, জাহ্নবী এবং অলকনন্দা, সঙ্গমে উৎপন্ন হইয়া, ১৫০০ মাইলেরও অধিক ভ্রমণ করিয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।—ইহার প্রধান প্রধান উপনদী রামগঙ্গা, কালিনদী, ইসন্‌নদী, যমুনা, গোমতী, কর্ম্মনাশা, ঘর্ঘরা, শোণ, গণ্ডক, বাঘমতী এবং কুশী। গঙ্গার মুখ্য প্রবাহ হইতে ভাগীরথী এবং জলঙ্গী নামা দুই বৃহৎ শাখা-নদী নির্গত হইয়া, পুনশ্চ উভয়ে একত্র মিলিয়া হুগলীনদী নাম ধারণ পুর্ব্বক বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাগীরথী এবং জলঙ্গী নির্গমনের অব্যবহিত নিম্ন ভাগের প্রধান স্রোত পদ্মা নাম গ্রহণ পুর্ব্বক ক্রমান্বয়ে মাতাভাঙ্গা, খোড়ে এবং চন্দনা, নামা শাখা বিস্তার করিয়া, তৎপরে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা কোনাই অথবা যমুনার এক

প্রশাখাকে গ্রহণ করত,ঐ মিলিত প্রবাহ কীর্ত্তিনাশা আখ্যানে বিখ্যাত এক বৃহৎ শাখা বিস্তার পুরঃসর মেঘনার সহিত সংযুক্ত হইয়া, পরিশেষে বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

৩য়। যমুনানদী; হিমালয় পর্ব্বতের যমুনোত্রী নামা শৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া, ৭০০ মাইল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এলাহাবাদের নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।— ইহার প্রধান উপনদী বিরাইগঙ্গা, বদীয়ার, বনাল, কমলদ, রেক্না, খুট্নী, আগলার, তনসা বা তুন্সী, গিরী, আসন, বাণ, চম্বল, সিন্ধ, বেতুয়া, কান, হিন্দন, সিঙ্গন এবং হুন্দ।

৪র্থ। ব্রহ্মপুত্র, তির্ব্বত রাজ্যে হিমালয়ের নীহার মণ্ডিত পূর্ব্ব সীমায় উদ্ভব হইয়া, ১০০০ মাইল ভ্রমণ করিয়া বঙ্গোপ-সাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।—ইহার প্রধান উপনদী উপর আসাম হইতে সমাগত দিবং, দিহং, দিক্ষুং, লিসং, বুড়িদিহং, নওয়াদেহিং,দেবুরু, ও ভুটান হইতে আসিয়া মিলিত বনাশ, চম্পানতী, গদাদা, তুরীশা এবং মানসী, তদ্ভিন্ন গঙ্গা অথবা পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্র এতদুভয়ের মধ্যে তিস্টা কিম্বা ত্রিস্রোতা, অত্রী, লোব্নী এবং অন্যান্য কতিপয় উপনদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

৫ম। লুনী, আজ্মীর প্রদেশে পুষ্কর নামক পবিত্র জলাশয় হইতে উদ্ভব হইয়া,দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ৩০০ মাই-লের অধিক গমন করিয়া কচ্ছ দেশ-স্থিত রন্ন নামক হ্রদে মিলিয়াছে।

৬ষ্ঠ। সাবরমতী, রাজপুত্না হইতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে মোহানার শিরোভাগে পতিত হইয়াছে।

৭ম। মাহী কিম্বা মাহী, মালব দেশে উদ্ভব হইয়া কাম্বে

মোহানার শিরোভাগে মিলিয়াছে।—লুনী, সাবরমতী এবং মাহী, এই তিনটিকে নদী অপেক্ষা বরং সোঁতা বলা যাইতে পারে, যেহেতু কেবল বর্ষাকালের তিন চারি মাস তাহাতে জল থাকে মাত্র, অন্যান্য সময়ে এককালে শুকাইয়া যায়।

৮ ম। নর্ম্মদা, গোন্দওয়ানা প্রদেশে অমরকণ্টকের নিকটে উৎপন্ন হইয়া, ৭৫০ মাইল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক কাম্বে মোহানায় প্রবিষ্ট হইয়াছে।—ভারতবর্ষের অধিকাংশ নদী অপেক্ষা ইহার পুটভেদ অতি অল্প।—মাণ্ডলার নিকটে ইহার এক বৃহৎ জলপ্রপাত আছে।

৯ ম। তপতী অথবা তপ্তী, বৈতালের সন্নিকটে ইঞ্জা-রূডী পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া, পশ্চিমাভিমুখে ঘুরিয়া ফিরিয়া ৫০০ মাইল গমন করত সৌরাষ্ট্রের নিম্নভাগে কাম্বে মোহা-নায় প্রবেশ করিয়াছে।—ইহার প্রধান উপনদী পূর্ণা এবং গীর্ণা।

১০ ম। কারাবতী, গোয়ার পূর্ব্বাংশে ডেকানের অধি-ত্যকা হইতে উদ্ভব হইয়া,ঘুরিয়া ফিরিয়া গমন করত সদাশিব-গড় এবং কারওয়ারের মধ্যদিয়া পশ্চিম উপকুলে সমুদ্র-সঙ্গম করিয়াছে।—ইহার উন্নতদেশ পরিত্যাগ করণ স্থলে এক ভয়ানক উচ্চ জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে।

১১ শ। কাবেরী, মলয়াবর তটনিকটবর্ত্তি কুর্গ রাজ্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক কুটিল গতিতে ৪৫০ মাইল গমন করিয়া, তাঞ্জোরের নিম্নভাগে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।—ইহার প্রধান উপনদী হীনাবতী, সিন্সা এবং অরাবতী, ইহারা মহীশুর দেশ হইতেএবং নৌএল কৈমবাটুর হইতে আসিয়া ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। ত্রিচিনা-

পল্লীর অগ্রভাগে কাবেরী নদী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তরের শাখা কোলেরুণ নাম ধারণ পূর্ব্বক সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে।

১২ শ। পেনার, মহীশুর প্রদেশে উদ্ভব হইয়া নেলু-রের নিম্নভাগে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

১৩ শ। পালার, কর্ণাট দেশে উৎপন্ন হইয়া মান্দ্রাজের দক্ষিণে সমুদ্র-সঙ্গম করিয়াছে।

১৪ শ। পুণাইর, মহীশুর দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কদ-লুরের সন্নিকট সমুদ্রে মিলিয়াছে।

১৫ শ। ভিলার, আতুর দেশ দিয়া গমন করিয়া পোর্ট-নভোর নিকটে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছে।

১৬ শ। কৃষ্ণা, মহাবলেশ্বরের অধিত্যকায় পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, ৬৫০ মাইল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বঙ্গ উপসাগরে পতিত হইয়াছে।—ইহার প্রধান উপনদী তুঙ্গ-ভদ্রা, যাহা তুঙ্গ, ভদ্রা, বরদা, হগ্রা এবং বেদবতী, এই কয়েকটি নদীর মিলনে উৎপন্ন, বরুণা, গঙ্গা, ঘাটপর্ব্ব, মূলপর্ব্ব, এবং বিজয়পুর হইতে আসিয়া মিলিত ধোন নামা লোণা নদী, ভীমা, দিন্দী, পেদাওয়াগ বাংপদবাগ এবং মসী।

১৭ শ। গোদাবরী, পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতে ত্র্যম্বকের মূল সন্নিধানে উদ্ভব হইয়া, ৮৫০ মাইল ভ্রমণ করিয়া বঙ্গোপ-সাগরে মিলিত হইয়াছে।—ইহার প্রধান উপনদী পারা, সিন্ধানা, মানহাট, মঞ্জীরা, দুদনা, ঘর্কপূর্ণা প্রাণহিতা এবং মোলাইর।

১৮ শ। মহানদী, বেরার রাজ্যে কঙ্কায়ের নিকট উৎপন্ন হইয়া, ৫২০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া কটকের নিকটে বঙ্গোপসাগরে মিলিয়াছে।

১৯ শ। বর্ব্বরা, ব্রাহ্মণী এবং সোয়াঙ্ক এই দুই নদী সংযোগে উদ্ভব হইয়া, মাঙ্গপুরা নাম গ্রহণ পূর্ব্বক পালমাইরাস টেঁকের উত্তরাংশে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

২০ শ। ডোমড়া, বৈতরণী ও অন্যান্য নদী সংযোগে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরের উত্তরাংশে মিলিত হইয়াছে।

২১ শ। সুবর্ণরেখা, বেহার রাজ্যে ছোটনাগপুর প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া বালেশ্বর এবং হিজ্‌লির মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিয়াছে।

হ্রদ।

ভারতবর্ষে অতি অল্প সংখ্যক হ্রদ দেখা যায়, এবং তাহারদিগের পরিমাণও বৃহৎ নহে। তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েকটি প্রধান, যথা।—উড়িষ্যা দেশের সমুদ্র-তটে চিল্কা হ্রদ, উত্তর সর্‌কারে কোলাইর হ্রদ, মান্দ্রাজের উত্তরে কর্ণাটের সমুদ্র-তটে পুলিকট্টু হ্রদ, রাজপুত্‌না প্রদেশে সাম্বর, দীঁদওয়ানা এবং শীর হ্রদ, তদ্ভিন্ন সাল্‌না হইতে ৪০ মাইল ব্যবধানে নির্ম্মল পর্ব্বতে লূনার হ্রদ। কচ্ছ দেশের রণ্ণ নামক হ্রদ ভারতবর্ষের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য-পদার্থ মধ্যে পরিগণিত। ইহা দৈর্ঘে ১৯০ মাইল এবং ইহার পরিমাণ ফল ৬৫০৯ বর্গ মাইল। শুষ্ককালে ইহাকে অগভীর ক্ষুদ্র জলাশয় বিশিষ্ট এক মরুভূমির ন্যায় দেখায়, মধ্যে মধ্যে বৃহদ্বৃহৎ অফলা ঢিবী, পশ্বাদি চরণের শ্যামল গোষ্ঠ, এবং কর্ষণের উপযুক্ত কতিপয় ক্ষেত্রও আছে। কিন্তু মৌসুমের সময়ে এমত জলা-

কীর্ণ হইয়া থাকে, যে ইহার কোন কোন স্থানে উষ্ট্রের পেটি-তেও জল স্পর্শ করে।

প্রণালী।

ভারতবর্ষ এবং লঙ্কা দ্বীপের মধ্যস্থিত পাম্বেন প্রণালী, কালিমীর টেঁকের এবং লঙ্কা দ্বীপের উত্তর সীমার মধ্যে পালকের প্রণালী।

উপসাগর।

কচ্ছ উপসাগর, কাম্বে উপসাগর, মান্নার উপসাগর, (ফাল্স বে) অর্থাৎ কৃত্রিম উপসাগর, বালেশ্বর বর্ত্ম, তদ্ভিন্ন পশ্চিমে বাম্বে ও সাল্সেট দ্বীপ এবং পূর্ব্বভাগে কঙ্কণ উপ-কুল, ইহার মধ্যে বোম্বাই উপসাগর।

দ্বীপ।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপ, গুজরাটের উত্তর-পশ্চিমে বিউট দ্বীপ ও দক্ষিণে ডিউ দ্বীপ, নর্ম্মদা নদী-মুখ সম্মুখে পেরিম দ্বীপ, বোম্বাই কোল স্থিত বোম্বাই, সাল্সেট, ইলিফেণ্টা এবং করিঞ্জা দ্বীপ, কঙ্কণের নিকটবর্ত্তি সাবেনদুর্গ এবং সন্ধিদুর্গ। মলায়াবর এবং কানারা সমুদ্র তীরে বিঙ্গোলা শৈল অথবা দগ্ধ-দ্বীপ, অঞ্জনদ্বীপ, গড়বন্দি দ্বীপ এবং অন্যান্য কতিপয় শৈল দ্বীপ, মান্নার মোহানায় রামেশ্বর ও মান্নার দ্বীপ, বিশখাপাটনের অথবা বিজিগা-পাটনের নিকট কপোত দ্বীপ, মেঘনা নদীর প্রবেশ মুখে সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ সাহাবাজপুর, হাতিয়া, মনকুরা, সন্দীপ এবং অন্যান্য কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। চট্টগ্রামের নিকট মাস্কাল, কুতুবদিয়া, লোহিত-কর্কট এবং অন্যান্য কতিপয়

দ্বীপ। দম্বাক নদী-মুখে সেইণ্ট মার্টিন্‌স্‌ দ্বীপ, আরাকান নদী-মুখে কস্তুরিকা, বালজ এবং প্রশস্ত দ্বীপ সংঘ। আরা-কান উপকূলে ভীষণ শৈলদ্বীপ, রাম্‌রী এবং চিদুবা দ্বীপ। কন্যাকুমারী অন্তরীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে মালদ্বীপ অর্থাৎ প্রবাল দ্বীপ পুঞ্জ। মলয়াবরের পশ্চিমে লক্কাদ্বীপ সংঘ। মালদ্বীপের দক্ষিণে চাগস্‌ দ্বীপ পুঞ্জ। শ্যাম রাজ্যের পশ্চিমে নিকোবার ও আণ্ডাম্যান দ্বীপ। মালাই উপদ্বীপের প্রত্যন্তে পিনাং অথবা প্রিন্‌স অব ওয়েল্‌স্‌ দ্বীপ এবং তাহার দক্ষিণ সীমায় সিঙ্গাপুর দ্বীপ।

জল-বায়ু।

এতাদৃশ বৃহৎ রাজ্যে ভূপৃষ্ঠস্থ উচ্চতা পরিমাণের তারতম্য অনুসারে (সমুদ্রের জলসীমা সমোচ্চভাবে সংস্থিত নিম্ন বাঙ্গালার ভূমি অবধি হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ পর্য্যন্ত, নানাপ্রকার ভূমি ভেদে) জল-বায়ুর ও বিবিধ প্রকার ভেদ অবশ্য সম্ভবে। এল্‌ফিনিষ্টন সাহেব কহেন "এ দেশের অনেক স্থানে বৎসরের মধ্যে তিন মাস সূর্য্য অত্যন্ত প্রখর কিরণ পাত করিয়া থাকেন, বায়ুও অতিশয় উষ্ণ হয়, ভূমি সকল বিজাতীয় পিঙ্গল বর্ণ হইয়া খরিয়া যায়, ঘুর্ণা-বাতাসে রাশি রাশি ধুলি উড্ডীয়মান হয়, সমুদায় জলাশয় শুকাইয়া যায়, ছোট ছোট নদী প্রায় স্রোত বিহীনা হয়, এবং বড় বড় নদী সকল অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার হইয়া বৃহৎ বালুকা শয্যার মধ্যস্থলে সঙ্কীর্ণ সোঁতার ন্যায় দেখায়। শীতকালে সূর্য্য উদয়ের দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে অত্যল্প মাত্র হিমানী কখন কখন দৃষ্ট হইয়া থাকে, এখানে নাভী-মণ্ডল প্রদেশের প্রচণ্ড

গ্রীষ্ম এবং শীত কটি-বন্ধের দুরন্ত শীত উভয়ই পর্য্যায় ক্রমে অনুভূত হইয়া থাকে। নিম্ন দেশ-সমূহে গ্রীষ্ম-মণ্ডল সম্বন্ধীয় জল-বায়ুর গুণাগুণ সর্ব্বত্রই অনুভব হয়, এবং তথায় বর্ষা ও অনাবৃষ্টি এই দুই ঋতু ক্রমান্বয়ে গতায়াত করে। সমতল ক্ষেত্র সকল অসহ্য তপন-তাপে দগ্ধ প্রায় হইয়া যায়, কিন্তু তাহার অনতিদূর দৃষ্ট কতকগুলিন পর্ব্বত চিরনীহারে বিমণ্ডিত থাকে। থর এবং অন্যান্য বালুকাময় মরু-ভূমি, যাহা সমুদ্র পৃষ্ঠের সহিত সমোচ্চভাবে সন্নিকটে সংস্থিত, সেই সমস্ত স্থানে উত্তর সর্কার এবং নিম্ন কর্ণাটের ন্যায় (শীতাতপের অত্যন্ত প্রখরতা) প্রকৃতির প্রভাব অতিশয় প্রখর, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা তথাকার জল-বায়ু অত্যন্ত উত্তপ্ত। কর্ণাটের মধ্যে নীলগিরির উপরিভাগে তুষার স্পর্শ অনুভূত হইয়া থাকে, এবং হায়দ্রাবাদে কখন কখন বিলক্ষণ শীত বোধ হয়। মালব দেশের অধিত্যকাতে অথবা মধ্য হিন্দুস্থানে শীতাতপের মৃদু প্রভাব, কিন্তু উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব দিগের নিম্ন প্রদেশের বায়ু কর্ণাটের অপেক্ষা ন্যূন প্রতপ্ত নহে। সমুদ্রের জলসীমা হইতে ৮০০ ফিট ঊর্দ্ধ দিল্লীর প্রান্তর সকল গ্রীষ্মকালে একেবারে নীরস হইয়া খরিয়া যায়, এবং তথায় উষ্ণতারও অত্যন্ত প্রভাব, কিন্তু বালুকাবৃত ভূমি-পৃষ্ঠ হইতে অপর্য্যাপ্ত অংশু নির্গত হওয়াতে, শীতকালে ভয়ানক শীতেরও অনুভব হইয়া থাকে।

উপর হিন্দুস্থানের সচরাচর পরিশুষ্ক প্রকৃতি, কিন্তু পর্য্যায় ক্রমে শীতাতপের ও বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হয়, যেমন প্রজ্বলিত চুল্লুক হইতে অগ্নিবৎ বায়ু নির্গত হইয়া থাকে, তদ্রূপ উষ্ণ-বায়ু স্রোত প্রবাহের ন্যায় তিন মাস ব্যাপিয়া প্রবহমান

থাকে, অথচ শীতের সময়ে দুরন্ত শীতও অনুভূত হয়। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে শীত গ্রীষ্মের যে প্রকার বিজাতীয় পরিবর্ত্তন হয়, বঙ্গ দেশে সে রূপ হয় না, এখানে শীতল-বায়ু প্রায় সর্ব্বদাই বহে, উত্তপ্ত-বায়ু কখনই অনুভব হয় না, এবং শীতকালে শীতেরও মৃদুভাব, কিন্তু উষ্ণতা ও সজলতা দ্বারা প্রকৃতির বায়ুগতব্যবস্থা কয়েক মাস পর্য্যন্ত অতিশয় ক্লেশকর বোধ হয়। হিন্দুস্থানে সামান্যতঃ তিন ঋতুর প্রাধান্য দেখা যায়, চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম, জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বর্ষা, এবং কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত শীত।

গঙ্গার বকারদ্বীপের কোন কোন প্রদেশে, এবং হিমালয়ের সমুদায় দক্ষিণ মুল-দেশ ব্যাপিয়া শাল বন এবং অনুচ্চ অরণ্য বিশিষ্ট তরাই নামে বিখ্যাত অপ্রশস্ত কালি ভুখণ্ড, যাহাকে মহামারী ভয়ের নিমিত্তে মৃত্যুর কটি-বন্ধ বলা যায়, তাহা ব্যতিরেকে এখানকার জল-বাতাস প্রায় সর্ব্বত্রই স্বাস্থ্য কর।

মৌসুম।

বায়ুর সাময়িক পরিবর্ত্তন ভারতবর্ষের একটি বিশেষ প্রকৃতি বলা যাইতে পারে, তথায় একাদিক্রমে বৎসরের প্রায় অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত বিপরীতদিগেই বায়ু প্রবাহিত থাকে। এইরূপ প্রবহমান বায়ু-প্রবাহের নাম মৌসুম, তাহা ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব এই দুই দিগ হইতেই বহিতে থাকে, কিন্তু দক্ষিণে অথবা হিন্দুস্থানের প্রায়দ্বীপ ভাগে ইহার ফল বিশেষ রূপে অনুভূত হয়। মলয়াবর উপকুলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুম বায়ু বৈশাখ মাসের শেষার্দ্ধ হইতে বহিতে আরম্ভ

করিয়া, ক্রমাগত ভাদ্র কিম্বা আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রবল থাকে, তদন্তে হীনবল হইলে লঘু পরিবর্ত্তনীয় বায়ু তদনুগামী হয়, এবং উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুম বায়ু কার্ত্তিক মাসে আরব্ধ হইয়া বৈশাখ পর্য্যন্ত থাকে। পূর্ব্ব উপকূলে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুম বায়ু চৈত্রের শেষ অথবা বৈশাখের প্রথম হইতে বহিতে আরম্ভ করে, কিন্তু আষাঢ়ের শেষ পর্য্যন্ত তাদৃশ প্রবল প্রতাপ প্রকাশ করিতে পারেনা, যেহেতু ভৌমিক ও সামুদ্রিক বায়ু চৈত্র, বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসেও অনুভূত হয়না, অথচ পশ্চাদ্বর্ত্তি তিন মাস যখন এই মৌসুম বায়ু বিলক্ষণ স্থিরতর থাকে, তখনও এক প্রকার ভৌমিক বায়ু সমুদ্র-কুল হইতে ক্রমাগত ২৪ অথবা ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবিরত প্রবাহিত হয়। আশ্বিন মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুম ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, কার্ত্তি-কের মধ্যভাগ হইতে উত্তর-পশ্চিম মৌসুম বহিতে আরম্ভ করে, এই সময় হইতে পৌষের প্রথম পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরে ভয়া-নক তরঙ্গ উৎপন্ন হওয়াতে, জাহাজ গমনাগমনের অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুম বায়ু প্রবহন কালে তৎকর্তৃক আনীত মেঘমালা, পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের মহোচ্চ শ্রেণী দ্বারা গতি-রোধ হওয়াতে, ডেকানের অধিত্যকাতে এবং কর্ণাট প্রদেশে বিক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া, মলয়াবর তটে নিরাধারা নীর ধারা বর্ষণ করিয়া, তদঞ্চলকে এক কালে প্লাবিত করে। মহীশুরে কেবল শস্য পরিপোষণের উপযুক্ত ব্যতীত অধিক বৃষ্টি হয় না। মহারাষ্ট্র দেশে বর্ষা ঋতু সমা-গমেও বহুক্ষণ স্থায়ি গুরু বৃষ্টি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না, তজ্জন্য উক্ত প্রদেশে অতিশয় জলকষ্ট হইয়া থাকে, এই মৌসুমের [illegible] পরাক্রম সমুদায় পশ্চিম উপকূলে এবং সিন্ধুনদীমাতৃক

দেশে বিশিষ্টরূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু পূর্ব্ব অঞ্চলে হত বিলোকিত হয়। কন্যাকুমারী অন্তরীপের দক্ষিণে গমন-শীল "জলদজাল,, অর্থাৎ জলধর, বঙ্গোপসাগর পারে নীত হইয়া, ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমা সন্নিহিত পর্ব্বত শ্রেণী সংস্পর্শ পূর্ব্বক উত্তর-পূর্ব্ব হইতে ফিরিয়া;হিমালয়ের উপর দিয়া উত্তর-পশ্চিম মুখে আফগানস্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়, তজ্জন্য বাঙ্গালা এবং তন্নিকটস্থ অন্যান্য অঞ্চলে বারিবর্ষণ হইয়া থাকে, তদবধি এই মৌসুম বায়ুর পরাক্রম ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়ে, তখন মধ্যে মধ্যে ক্ষণিক বৃষ্টি ব্যতীত ঘন বর্ষণ হইতে প্রায় দেখা যায় না। করমণ্ডল তটে, কিম্বা নিম্ন কর্ণাট হইতে গোদাবরী নদীর মুখ পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগে, উপরোক্ত ক্রম বিপর্য্যয়ে উত্তর-পূর্ব্বীয় বায়ু সহকারে প্রায় কার্ত্তিকের মধ্য হইতে বর্ষা সমাগম হয়, কিন্তু পশ্চিম উপকুলের ন্যায় তাদৃশ প্রচুর বৃষ্টিপাত কদাচই হয়না, তথায় বর্ষা ঋতুর পরমায়ু দুই মাস কাল মাত্র লক্ষিত হয়, কিন্তু মলয়াবর তটে প্রাবৃট্-কালের প্রাদুর্ভাব ৮ মাসকাল অনুভূত হইয়া থাকে। উত্তর সরকার প্রদেশে ঋতু ভেদের কিঞ্চিৎ অসাধারণ ভাব জানা যায়। গোদাবরী নদীর উত্তরে প্রায় আষাঢ়ের মধ্য হইতে পরিমিত বারিবর্ষণ সহযোগে পাশ্চাত্ত্য বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু ভাদ্রের মধ্য অথবা শেষ হইতে নৈরন্তরিক প্রবল বর্ষা উদ্ভাবিত হইয়া, পৌষের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তখন উত্তর-পূর্ব্বীয় বায়ু প্রবহমান হইয়া প্রচণ্ড ঝটিকা উৎপাদন করিয়া থাকে। তদবধি চৈত্রার্দ্ধ পর্য্যন্ত পরম রমণীয়কাল, তৎপরে গ্রীষ্ম ঋতুর আবির্ভাব হয়, কিন্তু গোদাবরীর দক্ষিণে ঋতুর কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। মাঘ এবং ফাল্গুন মাস ব্যাপিয়া

দক্ষিণ হইতে এক প্রবল বায়ু তীরাভিমুখে প্রবহমান হইতে থাকে, এবং যেমন সেই সামুদ্রিক বায়ুর দিন দিন হ্রাসতা হয়, তদনুসারে কালেরও মৃদুতা জন্মে। চৈত্রমাসে উত্তপ্ত ভূমির উপর দিয়া দগ্ধ প্রায় পাশ্চাত্য বায়ু বহিয়া অত্যন্ত ক্লেশ-জনক প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উদ্ভাবন করে, উভয় উপকূলে মৌসুম বায়ুর অন্ত হওন সময়ে সচরাচর অত্যন্ত ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হয়, কিন্তু পশ্চিম উপকূলে অতিবাত ও হঠাৎ বৃষ্টি পাতের প্রবল প্রভাব সামান্যতঃ প্রায় সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয়, তথায় পরিশ্রমোপ-জীবী কৃষকেরা উচ্ছিন্নকারী বন্যা, অথবা দীর্ঘ অনাবৃষ্টি, এই দুই বিপরীত ঘটনাতেই বিলক্ষণ বিপদগ্রস্থ হয়, পক্ষান্তরে পূর্ব্ব উপকূল-বাসিরাও প্রচণ্ড গ্রীষ্ম এবং বহুকাল স্থায়ি অনা-বৃষ্টির নিমিত্তে অসহ্য কষ্ট ভোগ করে।

ভূমি।

মৃত্তিকার আকৃতি ভেদেই ভূমির প্রকৃতি ভেদ হইয়া থাকে, নদীর বকারদ্বীপ সমূহ উর্ব্বর পলিতে বিমণ্ডিত, এবং যে সকল দেশ অত্যন্ত কঙ্করস্তরে বিরচিত ও যাহার পৃষ্ঠ দেশ কঠিন এবং আটান মৃত্তিকায় পরিবৃত, জল সেচনের দ্বারা তাহাও বিলক্ষণ উর্ব্বরতর প্রাপ্ত হয়। গঙ্গামাতৃক প্রদেশ-সমূহ অত্যুর্ব্বর কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার পলি বিভূষিত। পঞ্জাবের মৃত্তিকা আকৃতিতে এবং উর্ব্বরতায় বঙ্গদেশের সমতুল্য। গুজরাট ও সিন্ধু দেশের শৈকত মৃত্তিকা, মালব রাজ্যের মৃত্তিকা, গভীর, কৃষ্ণবর্ণ অথচ উর্ব্বরা। গোন্দওয়ানা এবং উড়িষ্যার মৃত্তিকা অতিশয় নিস্তেজ ও অত্যন্ত অনুর্ব্বর। মলয়াবর এবং কর-

মণ্ডল উপকূল সন্নিহিত প্রদেশের মৃত্তিকা বালুকাময় ও সামান্যতঃ অফলা, দক্ষিণাংশের সর্ব্বান্তিক অধিত্যকাটি বিলক্ষণ উর্ব্বর।

আকরিক বস্তু।

হিমালয় পর্ব্বতের দক্ষিণে, পশ্চিম-বর্দ্ধমানে, রাণীগঞ্জে, রাজমহলে, পালামো এবং রীজঘরে, নর্ম্মদা প্রদেশে, কটকে, শ্রীহট্টের অন্তর্গত চরাপুঞ্জিতে, আসামে, কচ্ছের কোন কোন স্থানে, হরিদ্বারে, আটকে এবং চুনারের অথবা চণ্ডালগড়ের কতিপয় ক্রোশ অন্তরে, প্রচুর পরিমাণে পাতরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। চুনারের বা চণ্ডালগড়ের সন্নিকটে মার্ব্বল প্রস্তরের অনেক গুলিন খনি দৃষ্ট হয়। পঞ্জাবের লাবণিক পর্ব্বত শ্রেণীতে প্রভূত আকরিক লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজপুতনা প্রদেশে, সাম্বর এবং অন্যান্য হ্রদের এবং সুন্দরবনের জল বাষ্পীভূত হইয়া প্রচুর লবণ জন্মে। কর্ণাট, পোর্টনভো এবং নাগরের, আকর হইতে বহু পরিমাণে লৌহ উত্তোলিত হয়। মহীশুরের এবং দক্ষিণ মলয়াবরের নদীগর্ভে স্বুবর্ণ রেণ পাওয়া গিয়া থাকে, রাঙ্গ; তামা এবং শীসা, অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়, বন্দেলখণ্ডের পান্না প্রদেশে, এবং সম্বলপুরের ৮ মাইল পূর্ব্ব হিরাকুণ্ড নামক স্থানে, হীরকের অনেক খনি আছে, পূর্ব্বে গোলকোণ্ডাতেও অনেক হীরা পাওয়া যাইত, পদ্মরাগমণি, সূর্য্যকান্তমণি, নীলকান্তমণি, বৈদুর্য্যমণি, মরকতমণি, গোমেদক, লশুনীয়মণি, মাণিক্য প্রভৃতি নানাপ্রকার বহুমূল্য মণি রত্নাদি এবং স্ফটিক, অভ্র, সৈন্ধব লবণ, ইত্যাদি নানা স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে।

উদ্ভিজ্জ।

ভারতবর্ষের উদ্ভিদ পদার্থ অতিশয় বিচিত্র। নিম্ন বাঙ্গালা নিবাসিদিগের প্রধান খাদ্যদ্রব্য তণ্ডুল, তথায় তণ্ডুল এত অধিক উৎপন্ন হয় যে তাহা ভিন্ন দেশে প্রভূত পরিমাণে প্রেরিত হইয়া থাকে, অথচ হিন্দুস্থানের অধিকাংশ লোক গোধুম আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। ভুট্টা, যব, জোয়ারা এবং বাজরাও উৎপন্ন হয়, কিন্তু অধিক নহে। নীল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ফসল, তাহা নিম্ন বাঙ্গালা প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বেহার, বারাণসী এবং মালব দেশোদ্ভব প্রভূত অহিফেণ গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইক্ষু, কার্পাস, শণ, পাট, মসিনা, নানাপ্রকার কলাই, চুপড়িআলু, গোলআলু, শর্করকন্দআলু, পলাণ্ডু, লশুন, তামাকু, সরিষা, গোলমরিচ, এলা, আর্দ্রক, কুঙ্কুম, হরিদ্রা, ধন্যাক, জীরা, মেথী, কুন্দুরু, কর্পূর, সালসা, নানা জাতীয় সিম, লাউ, কুষ্মাণ্ড, লঙ্কা মরিচ, বহুতর সুখাদ্য মুল, নানাপ্রকার শাক, বিবিধ তরিতরকারি অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। নানা জাতীয় ভৈষজ্য গুল্মলতা, এবং বহুতর সুখাদ্য ফল যথা, আম্র, পনশ, আতা, নোনা, নানা জাতীয় রম্ভা, দাড়িম্ব, আনারস, তরমুজ, ফুটী, শশা, পেয়ারা, শ্রীফল, কপিত্থ, জাম, তাল, খর্জ্জুর, নারীকেল, দ্রাক্ষা; এবং কলম্বু, কমলা, নারাঙ্গী, বাতাবী, জম্বীর প্রভৃতি নানাজাতি লেবু, তিন্তিড়ী, বদরী, আম্রাতক, বাদাম ইত্যাদি এ রাজ্যের নানা প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। মলয়াবর এবং তিন্নিবলী অঞ্চলে অত্যুত্তম কাফি উৎপন্ন হয়, আসাম এবং অন্যান্য প্রদেশে উত্তম চা জন্মিতেছে। সুরম্য ও সুগন্ধ নানা পুষ্প দ্বারা বন উপবন উদ্যান

এবং প্রান্তর বিভূষিত হইয়া থাকে, এবং ঝীল ও সরোবরের উপরিভাগেও নানাজাতীয় ফুল ফুটে। গাজিপুরের গোলাপ পুষ্প ও আতর এবং গোলাপ-জল সর্ব্বত্রই সুপ্রসিদ্ধ। পশ্চিম ঘাটে এবং সমুদ্র-তটস্থ অন্যান্য বহুতর পার্ব্বত্য প্রদেশে যথেষ্ট সেগুণ কাষ্ঠ পাওয়া গিয়া থাকে, তন্মাবতের মধ্যে মৌলমীনের সেগুণ কাষ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শাল, শিশু, বাবল, টুন, আবলুশ, দেবদারু এবং নানাজাতীয় বন্য বৃক্ষ ভারতখণ্ডের অধিকাংশ স্থান আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশীয় দুঃখী লোকেরা গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণ কারণ অপর্য্যাপ্ত বংশ ব্যবহার করে। বটবিটপী শাখা প্রশাখার দ্বারা বিশেষতঃ, তাহা হইতে নাম্‌না নামিয়া মৃত্তিকা অভ্যন্তরে প্রবেশ করত কালে প্রকাণ্ড কাণ্ড রূপে পরিণত হওয়াতে, অনেক স্থানব্যাপী হয়। তদ্ভিন্ন চন্দন এবং অন্যান্য নানা জাতীয় আশ্চর্য্য শোভনীয় এবং ব্যবহার্য্য বৃক্ষ, বিবিধ প্রকার তৃণ ও বহুতর লতা উৎপন্ন হইয়া, এই ধরা ভাগের উদ্ভিদ সৃষ্টিকে বিজাতীয় মনোহারিণী করিয়াছে।

পশুপক্ষ্যাদি।

উত্তর অঞ্চলে বিশেষতঃ রাজপুতনা প্রদেশে সিংহ দৃষ্ট হয়। দক্ষিণে অধিকন্তু গঙ্গার নিম্ন প্রদেশে অনেক ব্যাঘ্র বাস করে, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলের কান্তারে ও বিজন বনে আরণ্য হস্তী সকল দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়, এবং দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পরিপালিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার নিবিড় বনে খড়্গী, উত্তর-পশ্চিমের বালুকাময় প্রদেশে যথেষ্ট উষ্ট্র, এবং পর্ব্বতের অরণ্যানিতে অপর্য্যাপ্ত ভল্লুক দেখা যায়।

হিন্দুস্থানের বৃহৎ মরুভূমিতে বন্য গর্দ্দভের পাল পর্য্যটন করে, এবং নানা জাতীয় নানাপ্রকার মৃগ পর্ব্বতে এবং অরণ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন দ্বীপী, তরক্ষু বনবরাহ, শৃগাল, উল্কামুখী, শশক, কাঠবিড়াল, শল্লকী, বনবিড়াল, এবং নানা জাতীয় বানর যথেষ্ট আছে। চতুষ্পদের মধ্যে বন্য ও পালিত মহিষ চমরী-গো, বৃষ, গাভী, টাটুঘোড়া; শাল-লোমদ ছাগ, মেষ এবং অজা ইহারাই প্রধান। নানা জাতীয় শুক, উৎক্রোশ, শ্যেন, সচান, শকুন্ত, গৃধ্র, সারস, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ময়ূর, নানা জাতীয় কপোত, রাজহংস, পাতিহাঁস, কলহংস, চাতক, দধিয়াল, নীলকণ্ঠ, ঘুঘু, মৎস্যবঙ্ক ইত্যাদি বহুতর সুন্দর ও সুদৃশ্য পক্ষবিশিষ্ট এবং মনোহর গানকারী বিবিধ প্রকার পক্ষী বিলোকন করা যায়। নানাপ্রকার উরগ এবং নানা জাতীয় সর্প, তন্মধ্যে কতকগুলিন অতি বৃহৎ আকারবিশিষ্ট এবং কতকগুলিন ভয়ানক বিষাল, সামান্যত সর্ব্বত্র দেখা গিয়া থাকে। নদীর মোহানায় ঝাঁকে ঝাঁকে কুম্ভীর ভ্রমণ করে। চট্টগ্রামের সমুদ্রকুলে অনেক কস্তূরা পাওয়া যায়। নদীমুখে এবং সমুদ্রকুলে বিস্তর হাঙ্গার উৎপাত জন্মায়, এবং নদ-নদী ও সরোবর ইত্যাদি জলাশয় সকল নানা জাতীয় মৎস্যে পরিপূর্ণ, কীট জাতিও অগণ্য দেখা যায়।

শিল্প-জাত।

কাশ্মীর দেশ-জাত শাল অতি সুদৃশ্য এবং বহুমূল্য। অল্প কাল হইল ঢাকাই মল্‌মল্ এ জগতের মধ্যে পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য ছিল। হস্তিদন্ত এবং ধাতু-নির্ম্মিত সুচিক্কণ

কর্ম্মে পার্সী এবং হিন্দুরা অদ্যাবধি অদ্বিতীয়। সুতার এবং রেশমের উত্তম উত্তম বুটাদার বস্ত্র, গালিচা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য সুত্রের কারচুবী কর্ম্মে, মনোহর রূপে বিমণ্ডিত এক-পাটা, এবং হাতরুমাল, এতদ্দেশীয় শিল্পকরদিগের শিল্প নৈপুণ্যের, এবং নির্ম্মাণ কৌশলের বিলক্ষণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। অপরাপর শিল্প-জাত মোটা পশমী কাপড়, কম্বল, লুই, কেম্বিস, রজ্জু, কাছি, চামড়ার দ্রব্য, ছুরী, কাঁচি ইত্যাদি নানাপ্রকার লৌহ সামগ্রী, তৈজস, পলিতার বন্দুক, কাষ্ঠ নির্ম্মিত গৃহ সজ্জা, বিবিধ প্রকার গাছড়া তৈল সোরা ইত্যাদি।

বিদেশে প্রেরিত দ্রব্য।

ভারতবর্ষ হইতে প্রেরিত দ্রব্য প্রায়ই বৃটিস দ্বীপে এবং ইউরোপের কোন কোন দেশে চালান হইয়া থাকে, যথ নীল, পাট, তামাকুপাতা, তুলা, তণ্ডুল, গোধূম, ওট, সোর কাফি, চিনি রেসম, গজদন্ত, ঊর্ণা, নানাপ্রকার ভৈষজ্য সৌগং দ্রব্য, মসলা, বহুমূল্য মণিরত্ন, মলমল, জামদানি কাপড় এরণ্ড তৈল, নানাপ্রকার তৈলবীজ, জতু এবং লাক্ষা। আমেরি-কাতে চট, থলিয়া, শুণ্ঠী, মসিনা, সোরা, জতু, লাক্ষা এবং অপকৃষ্ট নীল প্রেরিত হইয়া থাকে। বহু পরিমাণে অহি-ফেণ চীন দেশে ও সিঙ্গাপুরে, এবং কলের-চিনি আষ্ট্রে-লিয়াতে চালান হয়।

বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্য।

বৃটিস দ্বীপ হইতে প্রায়ই মদিরা, কাচ-নির্ম্মিত দ্রব্য, চিনার বাসন, পরিচ্ছদ, নানাপ্রকার লৌহজাত সামগ্রী,

নানা ধাতু, সুগন্ধি দ্রব্য, পুস্তক, লিখিবার সজ্জা, মলম্বাকরা দ্রব্য, রত্নমণ্ডিত আভরণ, তৈলিক দ্রব্য, জাহাজ সজ্জা, ছবি, আল্‌কাত্‌রা, উর্ণাবস্ত্র, কার্পাস সুত্র, এবং নানাপ্রকার বস্ত্র ইত্যাদি আসিয়া থাকে। আমেরিকা হইতে সচরাচর তুলা, এবং থান কাপড়, চীন দেশ হইতে চা এবং বিচিত্র সিন্দুক, আরব, উত্তম আশা অন্তরীপ, আষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড এবং আমেরিকা হইতে ঘোটক আনীত হয়।

বাণিজ্য।

ভারতবর্ষের বাণিজ্য অতি বিস্তীর্ণ। এখানকার অধিকাংশ বৈদেশিক ব্যবসা বৃটন দ্বীপের সহিত নির্ব্বাহিত হয়; তদ্ভিন্ন আমেরিকা, চীন, ভারতবর্ষীয় পূর্ব্ব দ্বীপ-সমূহ, আরব, আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ, পারস্য মোহানা-স্থিত দেশ-নিকর এবং সাংযাত্রিক বণিকদলের দ্বারা আফগানস্থান, পারস, তুর্কস্থান এবং হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বস্থ দেশ সকলের সহিত বাণিজ্য চলিয়া থাকে। দেশীয় বাণিজ্য অধিকাংশ জল পথে নৌকাযোগে ও স্থল পথে বলদ, মহিষ, উট এবং কদাচিৎ ঘোটকের দ্বারা সম্পাদিত হয়। সঙ্কল্পিত লৌহবর্ত্ম সাঙ্গোপাঙ্গ রূপে প্রস্তুত হইলে এ দেশে বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব এবং ধনের আবির্ভাব বিলক্ষণ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। সপ্তাহের মধ্যে একবার কিম্বা দুইবার করিয়া হাট, তদ্ভিন্ন প্রধান প্রধান নগরে বাজার কি বাঙ্গালা কি উপর হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়; বহুতর দিবসের পর নানা স্থানে মেলা হইয়া থাকে, তাহা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের পক্ষে মহোপকারী, তন্মধ্যে হরিদ্বারের বার্ষিক মেলা অত্যন্ত

প্রসিদ্ধ, তদ্ব্যতীত উড়িষ্যাতে কুলুর মেলা, এবং ঢাকা প্রদেশে নিলখীর হাট ও কার্ত্তিক বারুণীর মেলা অগ্রগণ্য হয়।

কৃষিকর্ম্ম।

ভারতবর্ষের কৃষিকর্ম্ম অতিশয় কুৎসিত পদ্ধতিতে ও অপরিপক্ রূপে নির্ব্বাহিত হয়, এবং দৈবায়ত্ত অনাবৃষ্টি হইলে দুর্ভিক্ষ ঘটনা হইয়া থাকে। নদীর বার্ষিকী বন্যাই ভূমি আর্দ্র করণের প্রধান উপায়, এবং ঐ জল কৃত্রিম জলাশয়ে অথবা খাতে সংরক্ষিত হয়। উন্নত প্রদেশে গভীরকূপ হইতে জল উত্তোলন দ্বারা ভূমি সিঞ্চন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ভূমি চাস করাই অধিকাংশ হিন্দুগণের প্রধান ব্যবসা। লাঙ্গল ও মই দেওয়া পশুর দ্বারাই নির্ব্বাহিত হয়, এ দেশের লাঙ্গল অতি অপকৃষ্ট যন্ত্র, কেবল ভূমি আঁচড়িয়া যায় মাত্র, কোন কোন স্থানের যথা গঙ্গার বদ্বীপের ভূমিতে লাঙ্গল দেওনের প্রয়োজন হয়না, বপন ও কাটিয়া সংগ্রহ করণ ব্যতীত অন্য কোন পরিশ্রম না করিলেও প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

—⊰❀⊱—

তৃতীয় অধ্যায়।

নিবাসী লোক।

ভারতবর্ষ নিবাসী জনগণের মধ্যে পরস্পরা স্বভাব, চরিত্র, ভাষা, মুখভঙ্গী, রীতিনীতি এবং ব্যবসায়ের বিস্তর বিভিন্নতা আছে। ইহারা তাবতেই ককসীয় শ্রেণীভুক্ত, অথচ ইহার-দিগের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় স্বাভাবিক গুণের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। রাজপুতেরা এবং উত্তরের পর্ব্বতনিবাসিরা বিলক্ষণ দীর্ঘকায় ও সবল, কিন্তু সমতল ভূমি বাসিরা প্রায়ই খর্ব্বাকৃতি এবং দুর্ব্বল। উত্তর হিন্দুস্থানের লোকেরা সুশ্রী, কিন্তু বাঙ্গালা ও ডেকানের লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমোক্তেরা সাহসী এবং রণ বিশারদ, কিন্তু শেষোক্তেরা ভীরু ও অবৈধ ধর্ম্মাক্রান্ত। গুজরাট দেশীয় বণিকেরা হিন্দুস্থানের মধ্যে অত্যন্ত সুরূপ বলিয়া পরিগণিত। সকল জাতীয় লোকেরাই সরল, উদ্যোগী, সুন্দরাকৃতি এবং বিলক্ষণ ক্লেশ সহিষ্ণু। যাহারা অতিশয় কঠিন পরিশ্রম করে এবং শীতাতপে অনাবৃত থাকে তাহারা ভিন্ন, সমুদায় স্ত্রীলোকেরাই প্রিয়দর্শনা, কোমলাঙ্গী, মনোহরাকৃতি, সুচারু উজ্জ্বল কৃষ্ণ নয়না, সুচিক্কণ কালিম কুন্তলা, এবং প্রদীপ্ত লাবণ্যবতী। মানসিক জ্ঞান ও চরিত্র সম্বন্ধেও এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে পরস্পর বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ প্সায়। বাঙ্গালিরা দুর্ব্বল এবং ভীরু স্বভাব, কিন্তু মানসিক ব্যুৎপত্তি সাধনে অসাধারণ পটুতম, অথচ দুর্ভাগ্যবশতঃ

নীতি বিষয়ে সাহস বিহীন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সাহসী, তেজস্বী এবং পরিশ্রমী। উপর অঞ্চলের হিন্দুস্থানীরা শূর, বদান্য, দয়ালু এবং নিষ্ঠতার নিমিত্তে বিশেষ খ্যাতাপন্ন। গোন্দওয়ানা নিবাসী গোঁড়, উত্তর ঘাট ও বিন্ধ্য পর্ব্বত শ্রেণী নিবাসী ভীল, ও ভীলদিগের দক্ষিণে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত নিবাসী কুলী, রাজমহলের পর্ব্বত নিবাসী পাহাড়ী অথবা ধাঙ্গড়, এবং নীলগিরি নিবাসী এরুলার, কড়ম্বার, গোহাটা, বদ্দাগার এবং তুদা, ইহারা ভারতখণ্ডের আদি নিবাসী জাতি, এবং তাবতেই নিতান্ত মূর্খ ও অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে।

টীকা।

নিম্নলিখিত ভারতবর্ষ নিবাসী জাতিরাই প্রধান।

আরমাণী, ইহারদিগকে প্রধান প্রধান রাজধানীতে এবং নগরে দৃষ্ট হয়। ইহারা আপনাদিগের চিরপ্রচলিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিবিষ্ট।

বাণিয়া, ইহারা গুজরাট অধিবাসী হিন্দু। ইহারদিগের সংখ্যা অধিক, সকলেই মহাজনী এবং বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া থাকে। ইহারা অতিশয় শান্ত প্রকৃতি ও সচ্চরিত্র।

ভট্টী, সিন্ধু দেশ এবং রাজপুতনার মধ্যবর্ত্তি মরুভূমি নিবাসী লুণ্ঠক জাতি। ইহারা পদব্রজে বহুদূরে গমন পূর্ব্বক দেশ লুণ্ঠনে বিলক্ষণ নিপুণ।

ভীল, গুজরাটের এবং মালবের পার্ব্বত্য অংশে, এবং নর্ম্মদা ও তপতী নদীর নিকটবর্ত্তি অঞ্চলে ও পর্ব্বতপ্রদেশে অধিবাস করে। ইহারা নিতান্ত অসভ্য, তীর ক্ষেপণে সুনিপুণ, ইহারদিগের মৃত শরীর ভূগর্ভে নিহিত করিয়া থাকে।

ভানরা, ইহারা নেপাল নিবাসী নেওয়ারদিগের হইতে এক প্রকার স্বতন্ত্র লোক, কিন্তু ভুটীয়াদিগের অনেক রীতিনীতির অনুগামী।

বোহারা, এক প্রকার মুসলমান শ্রেণী, সমুদায় ডেকান অঞ্চল ব্যাপিয়া বসতি করে এবং প্রভূত বাণিজ্য কার্য্যে অভিনিবিষ্ট।

ভুটীয়া, তাতার বংশ প্রসূত, ভুটান অধিকারী লোক এবং ইহারদিগকে কমাউন পর্য্যন্ত সমুদায় পর্ব্বত ব্যাপিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহারা খর্ব্বাকৃতি ও অত্যন্ত অপরিষ্কৃত, কিন্তু নির্ব্বিরোধী এবং বিলক্ষণ পরিশ্রমী

বঞ্জার অথবা লুদানা, ইহারা এক প্রকার ভ্রমণকারী বণিক, তাম্বুতে বাস করিয়া শস্যাদির ব্যবসা করে, এবং তাহা সঙ্গে লইয়া এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে যায়, কিম্বা সৈন্যদলের অনুগমন করে।

বধক্, পুরুষানুক্রমে চৌর্য্য ব্যবসায়ী ইহারা বহু সংখ্যা বিশিষ্ট সম্প্রদায়, অযোধ্যার উত্তরে অরণ্যানীতে এবং চম্বল নদীর তীরে অচিরস্থায়ী কুটীরে অধিবাস করে, এবং এতাদৃশ সত্ত্বরতার সহিত বাস পরিবর্ত্তন করে যে তাহা অবিশ্বাস জ্ঞান হয়।

চিরণ, হিন্দুজাতীয় এক শ্রেণী বিশেষ, গুরুভার দ্রব্যজাত অর্থাৎ শস্যাদি বহন করে, এবং তাহার বাণিজ্যও করিয়া থাকে। ভার বহনের নিমিত্তে ইহারদিগের বিস্তর পশুপাল আছে, ইহারা কখন কখন বন-ভূমিতে যাত্রি-দিগকে আশ্রয় দিয়া থাকে।

কুলি, কুলিরা পশ্চিম ঘাটপর্ব্বতে বসতি করে, ইহারা বিলক্ষণ সাহসী এবং বলবান, কিন্তু নিতান্ত নিষ্ঠুর।

খাসিয়া, বাঙ্গালার পূর্ব্বদিগে খাসিয়া নামক পর্ব্বতে বাস করে, ইহারা কৃষ্ণবর্ণ এবং কাঙ্গাল, কিন্তু বলবান, সুগঠন এবং অধিকাংশ পর্ব্বত নিবাসি-গণ অপেক্ষা বৃহৎ আকৃতি, অথচ নির্ব্বিরোধী, নিষ্কপট ও পরিশ্রমী।

দাউদপুত্র, মুসলমানদিগের এক শাখা বিশেষ, ইহারা গৌরবর্ণ ও সুশ্রী আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য সময়ে সিন্ধুনদী পার হইয়া আসিয়া, সিন্ধিয়ান-দিগের নিকট হইতে তদ্দেশ অধিকার করিয়া, তাহা এখন পর্য্যন্ত ভোগ করিতেছে।

ধেনওয়ার, নেপাল রাজ্যের পশ্চিমাংশে বাস করিয়া চাসবৃত্তি ও মৎস্য ব্যবসায় করে।

গারো, ইহারা বন্য লোক এবং বাঙ্গালার পূর্ব্বদিগের পর্ব্বত শ্রেণীতে বসতি করে। গারোরা সবল শরীর, উত্তমাকৃতি, সাহসিক এবং অতিশয় ক্লেশ সহিষ্ণু, অথচ মৃদু স্বভাব, সরল, প্রতিশ্রুত প্রতিপালক এবং খাসিয়া-দিগের অপেক্ষা সমধিক চাসব্রতী ও পরিশ্রমী।

গোন্দ বা গোঁড়, গোন্দওয়ানা প্রদেশে বাস করে, এবং আফ্রিকার

কাফ্রিদিগের ন্যায় অসভ্য ও বর্ব্বর, অথচ হত্যাকারী নির্দ্দয়, জিঘাংসক এবং নরবলি প্রদানে অনুরাগী। ইহারা ধনুর্ব্বাণ ও রণ-কুঠার ধারী।

গিপ্সী বা জিপ্সী, ইহারা বাজিকর আখ্যানে বিখ্যাত অর্থাৎ ক্রীড়ক। ইহারদিগকে প্রায়ই উপর অঞ্চলে দেখা যায়।

গোর্খা, নেপাল রাজ্যের অধিকারী, কিন্তু পশ্চিমের পার্ব্বত্য প্রদেশেও ইহারদিগকে দৃষ্ট হয়। ইহারা সাহসী, বীর্য্যবান, উদ্যোগী পুরুষ এবং বিলক্ষণ যোদ্ধা।

গরঙ্গ, নেপালনিবাসী রাখাল জাতি, শীত এবং গ্রীষ্মকালে বাসস্থানের পরিবর্ত্তন করিয়া কখন পর্ব্বতোপরি কখন উপত্যকায় বসতি করে এবং লামাকে মহা যাজক বলিয়া মান্য করে। ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিষ্ঠ, মৃত্তিকা খননে এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ে বিলক্ষণ নিপুণ।

জারজা, কচ্ছের রাজ শ্রেণী এবং রাও বংশ সংস্পৃষ্ট। ইহারা বলবান, রণপ্রিয়, লম্পট, অহঙ্কারী এবং নির্দ্দয়।

জারিয়া, কালী নদী এবং নেপাল উপত্যকার মধ্যস্থিত নিম্ন পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। ইহারদিগের প্রায় তাবতেই হিন্দুধর্ম্মাক্রান্ত।

জাঠ, ইহারা বহু সংখ্যক, স্বভাবতঃ কলহপ্রিয়, এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বহুলাংশ ব্যাপিয়া বসতি করে, বোধ হয় জাঠেরা তুর্কিস্থান হইতে আসিয়া থাকিবেক। ইহারদিগকে অদ্যাবধি তদ্দেশীয় লোকের ন্যায় গোয়ার এবং যুদ্ধপ্রিয় দৃষ্ট হইতেছে।

য়িহুদী, পশ্চিম ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক দৃষ্ট হয়। ইহারদিগের অনেকেই বোম্বাই সেনাদলভুক্ত হইয়াছে। কোচিনে শ্বেত এবং কৃষ্ণ বর্ণের দুই য়িহুদী শ্রেণী বাস করে। শেষোক্তেরা মলয়াবর দেশে আপনাদিগের একবাক্যতায় য়িহুদী আখ্যানে পরিচয় দেয়, এবং প্রথমোক্তগণের দাস বলিয়া স্বীকার করে। বোম্বাই নিবাসী য়িহুদিরা ভারতবর্ষ-স্থিত সমুদায় য়িহুদীয় লোক অপেক্ষা মহামান্য, এবং আপনাদিগকে বেনিইস্রায়েল বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

কাট্‌কারী বা কাটোদী, উত্তর কঙ্কণ দেশে জাতিভ্রষ্ট লোকের সদৃশ গ্রামের প্রান্তভাগে বসতি করে। ইহারা দেশীয় লোক বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমূহ সমীপে বিজাতীয় ঘৃণাস্পদ।

কাটী, গুজরাট প্রায়দ্বীপাংশে কাটীওয়ার প্রদেশে বাস করে এবং ভারত

বর্গীয় কোন এক রাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা অর্দ্ধ সভ্য, জল ও স্থল-পথে ডাকাইতী করণ ইহারদিগের পূর্ব্বতন প্রধান ব্যবসা ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহারদিগের শক্তি হ্রাস এবং অধ্যক্ষেরা দৈন্যদশাগ্রস্ত হইয়াছে।

কুকী কিম্বা লেঙ্গটা, চট্টগ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব পর্ব্বত নিবাসিদিগকে কুকী বলে। ইহারা পূর্ব্ব অঞ্চলের সমুদায় বন্য জাতীয় মনুষ্য অপেক্ষা অত্যন্ত অসভ্য।

মহারাষ্ট্র বা মার্হাট্টা, প্রথমতঃ ডেক্কানের উত্তর-পশ্চিম ভাগ ব্যাপিয়া অধিবাস করিত। ইহারা বহু সংখ্যক ও পরাক্রান্ত জাতি। ইহারদিগের বর্ত্তমান প্রধান প্রধানঅধ্যক্ষ, যথা শিবাজী বংশজাত সেতারার রাজা; মহারাজ সিন্ধিয়া, হোলকার, গৈকুয়ার; কোলাপুর এবং সামন্তবাড়ীর রাজা। মহারাষ্ট্রীয়েরা সামান্যতঃ খর্ব্বাকৃতি, কদাকার, এবং নীচ লোভী স্বভাব।

মায়র কিম্বা মাইর, রাজপুতনা প্রদেশে আরাবলী পর্ব্বতের মাইরওয়ারা নামক স্থানে বাস করে। ইহারা ভারতবর্ষের আদি নিবাসী মাইনাস জাতির এক শাখা এবং বহুকাল পর্যন্ত দস্যুবৃত্তি করিয়া কাল কাটাইত।

মারাভাস,কন্যাকুমারী অন্তরীপ হইতে ইহারদিগের প্রধান নগর রামনাদের উত্তর পর্য্যন্ত উপকূলের একখণ্ড সঙ্কীর্ণ ফালি ভূভাগে ইহারদিগের অধিবাস। বহুকালের প্রাচীন বংশ প্রযুক্ত বোধ হয়, ইহারা এ দেশের কোন এক আদিমবাসীজাতির সন্তান।

মেচী, ব্রহ্মপুত্র অবধি উপর আসামের কক্কিনা পর্যন্ত তরাই সংক্রান্ত অরণ্যভাগে বাস করে। ইহারদিগের কোন নগর কিম্বা নিরূপিত গ্রাম নাই, ইহারা শিবাইত অর্থাৎ শৈব, কিন্তু ইহারদিগের কোন যাজক কিম্বা মন্দির অথবা জাতি প্রভেদ নাই। বিদেশীয় লোকের প্রতি ইহারদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বেষভাব দৃষ্ট হয় না, ইহারা সকলেই পরিশ্রমী ও সরল।

মাপ্লা, মলয়াবর নিবাসী মুসলমান। ইহারা ধনাঢ্য, বুদ্ধিমান এবং উদ্যোগী পুরুষ। সমুদায় মলয়াবর ব্যাপিয়া বাণিজ্য ব্যবসা করাই ইহারদিগের প্রধান কর্ম্ম।

মোসলমান বা মুসলমান, মুসলমানেরা নানা জাতীয় লোক। ইহাদের কতক পশ্চিম কতক উত্তর দেশ হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে, যথা মোগল, তাতার, তুর্ক, পার্সী, এবং আফগান, এবং এ দেশীয় কতকগুলিন হিন্দুও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে। ভিন্ন দেশ হইতে আগত

মুসলমানদিগের অপেক্ষাকৃত উচ্চ মতি, মহৎ কল্পনা এবং স্বাভাবিক গুণের বিলক্ষণ গৌরব আছে, ইহারা অত্যন্ত সুখ-ভোগী এবং লম্পট, কিন্তু যুদ্ধ-প্রিয়, সাহসী এবং উৎকৃষ্ট পুরুষ ভাবাপন্ন, অথচ স্বধর্ম্মের গোঁড়া এবং তদ্বিষয়ে এক প্রকার উন্মত্তচিত্ত প্রায়। মুসলমানেরা সমুদায় ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, বিশেষতঃ উত্তরাঞ্চলেই অধিকাংশ। তাহারদিগের প্রধান রাজ পরিবার মহাত্মা মোগলবংশ দিল্লীর সম্রাট, অযোধ্যার ভূপতি অর্থাৎ নবাব, হায়দ্রাবাদের অধিপতি বা নিজাম, অরকাটের নবাব, ভুপালের নবাব, এবং ভাওলপুরের খাঁ।।

মগ, আরাকান দেশজাত মনুষ্য। ইহারা সাহসিক, নির্দ্দোষ, খর্ব্বকার অথচ সবল শরীর। যাবতীয় মগেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং যদিও মূর্খ ও অসভ্য, তথাচ বিশ্বস্ততার নিমিত্তে এবং নীচাশয়বিশিষ্ট ভণ্ড ব্যবহার পরাঙ্মুখতা প্রযুক্ত, পশ্চিম অঞ্চলের লোক-সমূহ অপেক্ষা, ইহারা সমধিক উৎকৃষ্ট।

নায়র, নায়রেরা মলয়াবর নিবাসী পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিল, কিন্তু এক্ষণে শিল্প কর্ম্মে নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহারা অত্যন্ত দাম্ভিক। ইহার-দিগের স্ত্রীলোকেরা দশবৎসর বয়ঃক্রম হইলেই বিবাহিত হয়, কিন্তু বিবাহের পর স্বামীর সহিত একত্র বাস করা দূরে থাকুক, তাহাকে চক্ষেও দেখিতে পায়না। তাহারা স্ব স্ব পিত্রালয়েই যাবজ্জীবন অবস্থিতি করে এবং সম-সম্ভ্রান্ত যত উপপতি করিতে পারে ততই সম্মান জ্ঞান করে।

নায়ক বা নায়কাদ্য।; এক বন্য জাতি, নর্ম্মদা এবং মাহী নদীর অন্তর্বর্ত্তি বাসীন, চাম্পানীর এবং উদয়পুরের আরণ্য প্রদেশে বসতি করে। ইহারা অত্যন্ত অসভ্য, নির্ব্বিরোধী প্রতিবাসিদিগের পক্ষে অতিশয় ভয়ঙ্কর এবং বাঘেশ্বর অর্থাৎ ব্যাঘ্রপতি দেবতা এবং মহামায়া জিঘাংসক দেবীর পূজা করে।

নেওয়ার, গোরখারা নেপাল জয় করণের পূর্ব্বে প্রথমে ইহারা প্রকৃত নেপালের সমধিক উর্ব্বর অংশে বাস করিয়াছিল। ইহারা বিলক্ষণ বলবান, শান্ত, পরিশ্রমী, অকপট, ও প্রধানতঃ কৃষিজীবী, ইহারদিগের অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্ম্ম নিষ্ঠ।

উড়িয়া, উড়িষ্যার আদি নিবাসী লোক। ইহারা নিতান্ত ভয়ার্ত্ত, কৃশ, দুর্ব্বল, বর্ব্বর, অতিশয় নির্ঘৃণ ও নির্লজ্জ, কিন্তু সরল ও পরিশ্রমী।

পার্সী, পার্সীরা ভারতবর্ষের আদিমনিবাসী নহে, কিন্তু ঔপনিবেসিক। ইহাদিগের সংখ্যা অনেক এবং তাবতেই অগ্নি উপাসক। বিজয়ী মুসলমান-দিগের তাড়নায় স্বদেশ পারস্য রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুজরাট এবং বোম্বাই উপনিবেসে বসতি করিয়াছে। ইহারদিগের মধ্যে ধনবানেরা বণিক, পোত-স্বামী এবং প্রশস্ত ভূম্যাধিকারী এবং নিম্ন শ্রেণীরা দোকানী শিল্পী এবং ইউরোপীয় পরিবারের প্রতিপাল্য ভৃত্য। ইহারা মৃত দেহকে দাহ, কিম্বা ভূগর্ভে নিহিত করেনা, পক্ষ্যাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত, কিম্বা পঞ্চভূতের দ্বারা পঞ্চীকৃত হওনের নিমিত্তে অনাবৃত ভবনে রাখিয়া দেয়। বোম্বের অধিকাংশ বাণিজ্য পার্সী বণিক্‌দিগের করাধীন। ইহারা বিলক্ষণ আতিথেয় এবং দানশীল, অথচ অপরিমিত ব্যয়শীল নহে, কিন্তু সকল জাতীয় দরিদ্র এবং দুঃখী লোকের সাহায্য করিয়া থাকে এবং স্বজাতীয়ের প্রতি এরূপ বদান্য যে কোন পার্সিকে কোন স্থানে ভিক্ষা করিতে দেখা কিম্বা শুনা যায় না।

পাঠান, আফগানদিগের সন্তান সন্ততি। ইহারা হিন্দুস্থানের নানা ভাগে বাস করে এবং ভূপাল প্রদেশের প্রধান লোক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

পাহাড়ী, রাজমহলের পর্ব্বতে এবং বর্দ্ধমান ও ভাগলপুরের মধ্যস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশে বসতি করে। আকৃতি, ভাষা, সভ্যতা এবং ধর্ম্মেতে হিন্দুদিগের হইতে ইহাদিগের সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। খর্ব্ব দৃঢ়কায় অলস এবং অপরিষ্কার, কিন্তু মিথ্যা কথাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে।

রাজপুত বা রাজপুত্র, হিন্দুজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং উত্তর-পশ্চিম হিন্দু-স্থানের প্রধান লোক দীর্ঘকায়, তেজস্বী, পরাক্রান্ত এবং অসভ্য ব্যবহার সহকারে যুদ্ধ ও দস্যুবৃত্তিতে সুনিপুণ। ইহারা অন্যান্য সমুদায় হিন্দুরাজ-পুত্রগণাপেক্ষা আপনারদিগকে শ্রেষ্ঠ জন্মা ও মহাসম্ভ্রান্ত জ্ঞানে আপনা-দিগের প্রাচীন বংশ-মর্য্যাদার বিলক্ষণ গৌরব প্রকাশ করে। ইহারদিগের মধ্যে জায়গীর অর্থাৎ বৃত্তি স্বরূপ ভূমি সম্বন্ধীয় এক প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে এবং হিন্দুজাতিদিগের সমস্ত গুণ ইহারদিগের মধ্যেই বিশিষ্টরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। নিতান্ত দুঃখী রাজপুতেরাও কুল-গৌরবে অহঙ্কৃত, লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকর্ম্ম করিতে অপমান জ্ঞান করে এবং অশ্বারোহণ ব্যতীত ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হয়না। ইহারা আপনারদিগের

অধ্যক্ষগণের সম্পূর্ণ বাধা, কিন্তু ইহারদিগের পারিবারিক বিবাদ সর্ব্বদাই ঘটে এবং অনেক শতাব্দী ব্যাপিয়া থাকে, তজ্জন্য হত্যা, গৃহদাহ, বিষ প্রদান ইত্যাদি কুকাণ্ড প্রায়ই সংঘটনা হয়। বদান্যতা এবং বীরত্ব বিষয়ে ইহারদিগকে অসাধারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। আধুনিক রাজপুতদিগের আচার ব্যবহার তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার ব্যবহার হইতে কিছু মাত্র সংশোধিত হয় নাই।

রামুসী, পূণা ও সেতারার নিকটবর্ত্তি লুঠেরাজাতি। ইহাদিগের প্রাক্রনের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস আছে এবং রাজনিয়মের অথবা রাজদণ্ডের ভয় প্রায় করে না।

রোহেলা, আফগান বংশজাত। ইহারা দিল্লীর পূর্ব্ব প্রদেশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। রোহেলারা দীর্ঘকায়, সুশ্রী, গৌরবর্ণ, বিদ্বান এবং প্রতিভান্বিত, কিন্তু নীতিজ্ঞান বিহীন, বিশ্বাসঘাতক এবং ক্রূর। আদৌ ইহারা পাঠান অথবা আফগানদল ছিল।

শিক্ বা শিখ, এক ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষ, সমুদায় পঞ্জাব এবং তন্নিকটবর্ত্তি দেশ ব্যাপিয়া বাস করে, ইহারা দীর্ঘছন্দ, পুষ্টকায়, তেজস্বী ও পরাক্রান্ত, প্রকৃত খালসা কিম্বা সিংহ উপাধিকেরা কেবল যুদ্ধ ও কৃষিকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসাই করে না।

শিখাবতী, লুণ্ঠক রাজপুত জাতি। ইহারা জয়পুরের উত্তরদিগস্থ মরুভূমিতে বাস করে।

সুদা, এক বর্ব্বর জাতি, কিন্তু বোধ হয় কোন এক শ্রেষ্ঠবংশ প্রসূত অথবা রাজপুত গোষ্ঠী, তৃণ কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক থর নামক মরুভূমিতে অত্যন্ত দুরবস্থায় ও বিজাতীয় কষ্টে অধিবাস করে। ইহারা রাখালবৃত্তি করে এবং সুন্দরী কন্যাই ইহারদিগের ধন সমাগমের এক প্রধান উপায়। মুসলমান এবং কচ্ছের জারিজা জাতির নিকটে ঐ সকল কন্যা বিক্রয় করে।

তুদা অথবা থুদাবর, নীলগিরির উচ্চতম উপত্যকা নিবাসী এক সামান্য জাতি। ইহারা দীর্ঘকার, পরাক্রান্ত এবং বীরাকার, অথচ স্ব স্ব গোষ্ঠী মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান তাহারই অধীনতায় নিষ্কপটে বাস করে, কিন্তু কোন প্রকার শস্যাদি উৎপাদন করেনা। মহিষ কদম্বই ইহারদিগের মূলধন এবং দুগ্ধের নিমিত্তেই তাহা পালন করে। ইহারা স্বপরিবার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর পুঞ্জে বসতি করিয়া থাকে। পশুচারণের সুবিধা অনুসারে এক স্থান

হইতে স্থানান্তরে উঠিয়া যায়। যুদ্ধ কাহাকে বলে তাহা জানেনা, অতিশয় সরল স্বভাব এবং হিন্দুদিগের পৌরাণিক শাস্ত্র, ভাষা বিদ্যা ও চরিত্র অনভিজ্ঞ। ইহারদিগের সামাজিক, কিম্বা রাজনীতি বিষয়ক রাজশাসন প্রণালী কিছুই নাই, অথচ তাহারা সম্পূর্ণ স্বব্যবস্থিত।

ঠক, এক জাতি নহে, হত্যা ব্যবসায়ের নিমিত্ত বহুজাতির ঐক্যবাক্যে নিবদ্ধ এক দল বিশেষ, এবং প্রায়ই মধ্য হিন্দুস্থানে দৃষ্ট হয়, ইহারা ভবানী অর্থাৎ কালীদেবীর পরিনিষ্ঠ সেবক। বৃটিস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ইহাদিগের শত শত লোকের ফাঁসী দ্বীপান্তরে প্রবাস ও কারানিবাস দণ্ডবিধান হইয়াছে।

বাঘীয়া, বাঘীয়ারা কাটীওয়ার দেশে বাস করে, ইহারা রাজপুত সন্তান এবং পরস্ব লুণ্ঠক।

ওয়ারালী বা ববালী, উত্তর কঙ্কণের অরণ্যানী নিবাসী বন্য জাতি। ইহাদিগের প্রধান পূজ্য দেবতা বাঘীয়া অথবা ব্যাঘ্রেশ্বর অথচ যাজকাদি কিছুই নাই।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বৃটিস দ্বীপনিবাসী ইংরাজ, ফরাসি দিনামার এবং পোর্ত্তগিজেরাই প্রধান। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকের গর্ভে এবং ইউরোপীয় পুরুষের ঔরষে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহার ইষ্ট ইণ্ডীয়ান এঙ্গ্লো ইণ্ডীয়ান, কিম্বা ইউরেযিয়ান নামে খ্যাত। অধুনা চিন দেশীয়েরা ও কলিকাতাতে স্থিরতর রূপে বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভাষা।

হিন্দুদিগের সর্ব্ব প্রধান ভাষার নাম সংস্কৃত। ইহাদিগের যাবতীয় ধর্ম্ম পুস্তক উক্ত ভাষাতেই বিরচিত। সংস্কৃতের ন্যায় উৎকৃষ্ট ভাব-সম্পন্ন সুললিত ভাষা ধরাতলে আর নাই। উহা যথাবিধ স্বর ব্যঞ্জনে প্রবন্ধিত, অসংখ্য শব্দালঙ্কারে বিভূষিত, সন্ধি, সমাস, কাল, কারক ও অব্যয় শব্দে সুবিস্তৃত এবং মধুর স্বাদ-সঙ্গত গভীর ভাবামৃতে পরিপূরিত। সংস্কৃত ভাষা-বিশারদ সার্ উইলিয়ম জোন্স সাহেব ইঁহার অসামান্য উৎকৃষ্টতা পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্মিতচিত্তে

কহিয়াছেন, ইহার গ্রন্থন কৌশল অতীব অদ্ভুত, বলিতে কি ইহা গ্রীক অপেক্ষা সুসম্পন্ন, লাটীন অপেক্ষা সুবিস্তৃত এবং উভয় ভাষাপেক্ষা সম্পূর্ণ সংশোধিত। সমান্যতঃ কথোপ-কথনে যে ভাষা ব্যবহৃত তাহাকে প্রাকৃত ভাষা কহে। প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন। প্রাকৃত শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রচলিত। সংস্কৃত (সংপূর্ণরূপে সংশোধিত) কেবল বিদ্বান্ জনগণ কর্ত্তৃক লিপিতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপর হিন্দু-স্থানের প্রধান মাতৃভাষা হিন্দী, বাঙ্গলা, পঞ্জাবী, মার্হাট্টা, গুজরাটী, কচ্ছী, বুন্দেলা, ব্রজভাষা, উড়িয়া ও আসামী। দক্ষিণ হিন্দুস্থানে তিলগু বা তৈলঙ্গী, তামল, কানারী, মালাই এবং সিংহলী ভাষাই প্রধান কম্পা। এই সমস্ত ভাষার মধ্যে শে-ষোক্ত ভাষাগুলিন অপেক্ষা প্রথমোক্ত ভাষাগুলিতে সমধিক সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত থাকাতে বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে আদিনিবাসিদিগের মূল ভাষার সহিত সংস্কৃত মিলিত হইয়া ঐ সমস্ত ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। সমুদায় ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া মুসলমানদিগের মধ্যে উর্দ্দু এবং উপর হিন্দুস্থানিদের মধ্যে হিন্দি ভাষা প্রচলিত। পারস্য এবং আরব্য শব্দের অধি-কাংশ মিশ্রিত প্রযুক্ত হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী ভাষা হইতে উর্দ্দু ভাষার বিস্তর বৈলক্ষণ্য বোধ হয়, বিশেষতঃ উহা পার-সিক অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে, পস্তু এবং সিন্ধী ভাষার রচনা মধ্যেও অনেক আরব্য কথা ও প্রবিষ্ট হইয়াছে।

ধর্ম্ম।

ভারতবর্ষ-বাসিদিগের পাঁচ ভাগের প্রায় চারি ভাগ হিন্দু। ইহারা প্রায় তাবতেই ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু ই-দিগের মধ্যে নানা মত ও বিবিধ প্রণালী ভেদও দৃষ্ট হয়,

অথচ প্রত্যেকেই আপনাপন এক অভীষ্ট দেবতা কিম্বা দেব-গণের উপাসনায় নিবিষ্ট-মনা। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মাবলম্বিরা এক পরম পুরুষ পরব্রহ্মকেই প্রধান দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন,এবং কহেন যে তিনি নিত্য,সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ এবং তাহা হইতেই সমুদায় দেব দেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। দেবগণের মধ্যে প্রধান ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালন-কর্ত্তা এবং শিব সংহারকর্ত্তা। দেবীগণের মধ্যে প্রধানা সরস্বতী, বাক্য বিধায়িনী ও জ্ঞান প্রদায়িনী, লক্ষ্মী ধন ও সুখ সৌভাগ্য দান-কর্ত্রী এবং পার্ব্বতী ইহাকে ভবানী কিম্বা দুর্গাও বলা যায়, শিবের উক্তি প্রমাণে ইঁনি প্রধানাশক্তি অর্থাৎ কার্য্যকারিত্ব ক্ষমতা প্রদাত্রী। হিন্দুদিগের মূল ধর্ম্ম-শাস্ত্র বেদ চতুষ্টয়,অর্থাৎ ঋক্ সাম যজুঃ এবং অথর্ব্ব। প্রত্যেক বেদ দুই ভাগে বিভক্ত প্রথম মন্ত্র ভাগ, তাহা ধর্ম্মসংগীত ও স্তব স্তোত্রে পর্য্যবশিত। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ ভাগ তাহা ধর্ম্ম সম্ব-ন্ধীয় যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বিধি বিধানের উপ-দেশে এবং পরমার্থ তত্ত্ব বিচারে পরিপূরিত। শেষোক্ত ভাগ হইতে কতকগুলিন বচন স্বতন্ত্র সংগৃহীত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে বেদের শিরোভাগ বলিয়া উপনিষদ আখ্যানে পরিগণিত হইয়াছে। বোধ হয় বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন কালে লিখিত ও খৃষ্টীয় চর্তুর্দ্দশ শতাব্দির পূর্ব্বে বর্ত্তমান আকারে একত্রে সংগৃহীত হইয়া থাকিবেক। বেদ প্রণীত অদ্বৈত-বাদকে পরাস্ত করিয়া এক্ষণকার প্রচলিত অনেকেশ্বরবাদ কল্পিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্যই বেদ অপেক্ষায়ও পুরাণ সকল হিন্দুধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া পুরাণের এত

গৌরব বাড়িয়াছে। পুরাণে তন্মত সম্বন্ধীয় ধর্ম্মোপদেশ সমুদায় দেব দেবীর ধ্যান পূজা ও ব্রত নিয়মাদির বিধি ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধান, দেব ঋষি ও বীরগণের বংশোপাখ্যান ও তাঁহারদিগের লীলা ও প্রভাব, ইতিবৃত্ত এবং বিবিধ আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে। অনেকেশ্বরবাদিদিগের নানা সম্প্রদায়, তন্মধ্যে পশ্চাল্লিখিত পাঁচটি প্রধান, যথা শাক্ত, শক্তি অথবা ভগবতীর উপাসক। শৈব, শিব উপাসক, সৌর, সূর্য্য উপাসক, বৈষ্ণব, বিষ্ণু উপাসক এবং গাণপত্য, গণেশের উপাসক। বিষ্ণুর অবতারের প্রতি সচরাচর সকল লোকেরই বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইতেছে। অযোধ্যার এবং গঙ্গার উত্তর-পশ্চিম কতক দেশে রাম উপাসনাই মুখ্য মধ্যে গণ্য, কিন্তু হিন্দুস্থানের মধ্য ও পশ্চিমভাগে, এবং গঙ্গার নিম্ন প্রবাহের তাবৎ স্থানে কৃষ্ণ উপাসনাই অধিক প্রচলিত। বাঙ্গালাতে শাক্ত অর্থাৎ শক্তি উপাসকই বিস্তর এবং চৈতন্য যাঁহাকে কলিযুগে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া জ্ঞান করে তাঁহারও অনেক উপাসক দেখা যায়। মহীশুর এবং মহারাষ্ট্র দেশীয় লোকেরা প্রায় সকলেই শৈব। তাহার দক্ষিণে বৈষ্ণবেরাই প্রধান, ফলতঃ তত্রত্য লোকেরা রাম ও কৃষ্ণের ন্যায়, মানব দেহাকার বিষ্ণুর পুজা কদাচ করেনা, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা ও পালনকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার স্বাভাবিক গুণের অর্চ্চনা করে। দেবোদ্দেশে বলি প্রদান উপবাসাদি কঠোর ব্রত এবং সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্য্যই হিন্দুধর্ম্ম মতে অতীব ফলোপধায়ক। পাপ বিমোচনের নিমিত্তে প্রায়শ্চিত্ত বিধানও এ ধর্ম্মের এক অসাধারণ গুণ; জীবের পুনঃ পুনঃ নানা যোনী পরিভ্রমণ, পাপিদিগের পাপ ক্ষালনের

কারণ নানাপ্রকার নরক-ভোগ এবং ধার্ম্মিকগণের সান্ত্বনার নিমিত্তে স্বর্গ-ভোগ হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ, বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে এক সময়ে বিলক্ষণ প্রবল ছিল, এক্ষণে কেবল নেপালে, গুজরাটে, রাজপুত্নায়, বেহারে এবং সিংহলে দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধেরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তাহারা পরমেশ্বরকে জগতের সৃষ্টা এবং নিয়ন্তা বলিয়া অঙ্গীকার করেনা এবং তাহাদিগের এক সম্প্রদায় জগদীশ্বরের সত্তা পর্য্যন্ত মানেনা। অনেকানেক সম্প্রদায় পরমাণুর নিত্যতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকে, এবং তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ কল্পনা ও জ্ঞান-শক্তি আছে বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা কহে বুদ্ধ আখ্যানে কতিপয় পবিত্রাত্মা উচ্চপদারোহণ পূর্ব্বক অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন পৃথিবীতে নানা প্রণালীতে নানা যোনী ভ্রমণ করিয়া, আপনাদিগের পুঞ্জ পুণ্যক্রিয়া ও কঠোর ব্রতাচর বলে প্রকৃতির বিরুদ্ধভাব ধারণ পূর্ব্বক সংপূর্ণ নিষক্রিয় এবং নিশ্চিন্ত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন। বুদ্ধ অনেক আছেন, তাহাদিগের অন্তিকতম গৌতম অথবা শাক্যসিংহ খৃষ্টীয় শকের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমানধর্ম্ম প্রচার করেন। তন্মধ্যে অস্তিক শ্রেণী নেপালে ও নাস্তিক দল সিংহলে প্রবল। বৌদ্ধেরা বেদ ও পুরাণের প্রভুত্ব অস্বীকার করে, জাতিভেদ মানে না এবং তাহাদিগের পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতীয় উদাসীনদিগেরই মঠ আছে। তাহারা ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা জীব-জন্তুকে সমধিক মান্য করে অথচ অগ্নির সমাদর করেনা। তাহাদিগের ধর্ম্মপরায়ণ লোকের মরণ হইলে ঐ মৃত দেহের গৌরব করিয়া থাকে এবং নির্ব্বাণ

অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চিন্তা বিহীনতা ও ইন্দ্রিয় সুখ দুঃখাদি হইতে বিমুক্ততাকেই ইহারা পরম সুখজনক চরম-মুক্তি লাভ বলিয়া জ্ঞান করে। ব্রাহ্মণদিগের অনুরূপ ইহাদিগের অনেক সাহিত্য গ্রন্থ আছে এবং সে সমুদায়ই ভারতবর্ষ হইতে উৎ-পন্ন। বৌদ্ধদিগের প্রায় সমুদায় ধর্ম্মলিপি পালি ভাষায় লিখিত।

জৈন, জৈনেরা ব্রাহ্ম এবং বুদ্ধ এতদুভয় ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যবর্ত্তি। ইহারা বৌদ্ধদিগের সহিত ঐক্যবাক্যতায় জগদী-শ্বরের সত্তা কিম্বা তাঁহার কর্ত্তৃত্ব এবং পালনকারিত্বের অণু-মাত্রও স্বীকার করেনা। বস্তুর নিত্যতা স্বীকার করে, দেবত্ব-প্রাপ্ত সাধুগণের পূজা করে, জীবহিংসা মহা পাপ জ্ঞান করে, পুরুষানুক্রমে পুরোহিত হওয়া ও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করা অকর্ত্তব্য বোধ করিয়া থাকে। কোন প্রকার বলিদান কিম্বা অগ্নির অর্চ্চনা করা বিহিত বিবেচনা করেনা এবং বিষয়ে নির্লিপ্ততারূপ অসাধ্য ব্যাপারকে পরম সুখকর বলিয়া অনুভব করে। তাহারা জাতিভেদ মানে, হিন্দু দেবতাদিগকে সম্ভ্রম করে বরং তন্মধ্যে কতকের পূজাও করিয়া থাকে, অথচ তাহারা বিবেচনা করে যে তাহাদিগের যে সকল সাধু-লোক কঠোর তপস্যা করিয়া দেবগণ অপেক্ষা মহোচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই তাহাদিগের প্রধান উপাস্য, সুতরাং দেবতারা তাঁহাদের হইতে ন্যূন কল্প। ঐ সকল ধর্ম্মাত্মারা তির্থঙ্কর নামে পরিচিত, তন্মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি গত কালের, চতুর্ব্বিংশতি বর্ত্তমানের এবং চতুর্ব্বিংশতি ভবিষ্যতের আরাধ্য। বর্ত্তমান কালের প্রথম তির্থঙ্কর ঋষভ কোন কোন স্থানে সমধিক পূজ্য, কিন্তু ত্রয়োবিংশ তির্থঙ্কর পরশুনাথ

এবং চতুর্ব্বিংশতি তির্থঙ্কর মহাবীর সকল স্থানেই পূজনীয়। জৈনেরা মৃত দেহের সম্ভ্রম প্রকাশ করেনা এবং তাহাদিগের ধর্ম্ম যাজনার নিমিত্তে কোন মঠাদি স্থাপিত নাই, সকল জাতীয়েরাই তাহাদিগের যাজক হইতে পারে এবং তাহারা যতি আখ্যানে প্রসিদ্ধ হয়।

ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষিতব্য কতকগুলিন শাস্ত্রের অবিকল কতিপয় বিষয় জৈনদিগকেও শিক্ষা করিতে হয়, অধিকন্তু ব্রাহ্মণজাতীয়ের অপেক্ষাও উহারা ভূগোল ও কাল নির্ণয়েক বিদ্যার নিরর্থক অধিক চর্চ্চা করিয়া থাকে। উহারদিগের পবিত্র ভাষা পালী কিম্বা মগধী। খৃষ্টীয় ৬ কিম্বা ৭ শতাব্দীতে জৈন ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং গুজরাট, রাজপুত্না ও কানারা প্রদেশে ইহাদিগের সংখ্যা বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

শীক, শিকদিগের ধর্ম্ম আদিতে পবিত্র অদ্বৈতবাদ ছিল, এক্ষণে এরূপ বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে যে তাহারা তাহাদিগের ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তককে ঐশ্বরিক মর্য্যাদার স্বত্বাধিকারী ও ত্রাণকর্ত্তা এবং জগদীশ্বরের সমক্ষে সকল বিষয়ের মীমাংসা কর্ত্তা বলিয়া সম্ভ্রম করিয়া থাকে। তাহারা গো-হত্যাকে মহাপাতক জ্ঞান করে, এবং গো-মাংস ব্যতিরেকে খাদ্যাখাদ্যের কোন বিচার করে না। তাহাদিগের মধ্যে জাতি ভেদ নাই, অন্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করণের প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে এবং অস্ত্রধারণ করাকে কেবল বিধিবোধিত বিবেচনা করে এমত নহে, কিন্তু সকলের পক্ষেই

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বোধ করে। নানক ১৪৬৯ সনে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক এই মতের সৃষ্টি করিয়া গুরু নামে প্রচারিত হয়েন, তৎপরে তাঁহার সেবকেরা আপনাদিগকে শীক অথবা শিষ্য আখ্যানে বিখ্যাত করিয়াছে। তাঁহার মতানুগামিরা প্রথমতঃ নির্ব্বিরোধী ও বিনীত ছিল এবং নানক হইতে পারমপর্য্য বিধানে গণিত তাহাদিগের চতুর্থগুরু, যে পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নিহত না হইয়াছিল তদবধি ঐ রূপ শান্ত ও নম্র ভাবে অবস্থান করিয়াছিল। উক্ত দুর্ঘটনার পর তাঁহার উত্তরাধিকারী হরগোবিন্দ প্রতিহিংসা পরতন্ত্র হইয়া যে তরবারি পূর্ব্বে কখনই তাহারা নিষ্কোষিত করে নাই তাহা কোষ হইতে বহির্গত করিয়া হস্তে ধারণ করিল। নানক হইতে দশম গুরু গুরুগোবিন্দ শিকদিগের ঐহিক পরাক্রম প্রচারের মূলীভূত কারণ; তিনি তাঁহার স্বমতাবলম্বিদিগকে অস্ত্রধারণে দীক্ষিত করিয়া সিংহ উপাধি প্রদান করিলেন। যাহারা নানকের মতভুক্ত তাহারা খাল্‌সা নামে প্রসিদ্ধ। খাল্‌সারা ধর্ম্মোন্মত্ততায় ও যুযুৎসায় তাদৃশ প্রমত্ত নহে। আকালী অর্থাৎ অমর নামা বিশেষ সিংহদল ধর্ম্ম বিষয়ে অত্যন্ত উন্মত্তচিত্ত। শিকদিগের ধর্ম্ম পুস্তকের নাম গ্রন্থ তাহার প্রধানভাগ আদিগ্রন্থ, তাহা তাহারদিগের শেষ আচার্য্য গুরুগোবিন্দ কর্ত্তৃক বিরচিত। অধিকাংশ শিকেরা লাহোরের ও অমৃতসরের চতুর্দ্দিগে একত্রিত হইয়া আছে।

এতদ্ব্যতিরেকে এতদ্দেশে অন্যান্য অনেক ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, কিন্তু তাদৃশ গৌরবিত নহে, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের সমুদায় ভাগেই মহম্মদীয় ধর্ম্মানুগামী বিস্তর লোক আছে।

মলয়াবর ও কর্ণাটে সাইরীয় খৃষ্টান নামে প্রসিদ্ধ এক প্রকার খৃষ্টধর্ম্মাক্রান্ত লোক বাস করে।

পোর্ত্তুগিজেরা রোমান কাথলিক এবং ব্রিটিসদিগের অধিকাংশ ইংলণ্ডীয় অথবা স্কটলণ্ডীয় ধর্ম্মালয়ভুক্ত প্রোটেষ্টণ্ট, ফলতঃ ইহারা সকলেই খৃষ্টান।

—⊰❀⊱—
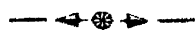
চতুর্থ অধ্যায়।

ইংরাজাধীন ভারতখণ্ড।

ইংরাজাধীন ভারতবর্ষ তিন প্রেসিডেন্‌সিতে বিভক্ত, তাহার মধ্যে বাঙ্গালা প্রেসিডেনসি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং তন্মধ্যে কলিকাতা নগর, তাহাতে ইংরাজদিগের প্রধান রাজধানী ও সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের আসন সংস্থাপিত। ইহাতে উত্তর, উত্তর-পশ্চিম হিন্দুস্থান তন্মধ্যে গঙ্গার উপত্যকা, পঞ্জাব, আসাম এবং বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বদিগস্থিত কতক দেশ নিবেশিত আছে। এই বাঙ্গালা প্রেসিডেন্‌সিভুক্ত সমুদায় রাজ্য বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া নিম্ন বাঙ্গালা প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, উত্তর-পশ্চিম রাজ্যের লেফ্‌টে-নেণ্ট গবর্ণর, পঞ্জাবের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, অযোধ্যার কমি-স্যনর, নাগপুর কমিস্যনর, এবং পেগু ও তানাসরিম রাজ্যের কমিস্যনর; মধ্য হিন্দুস্থানে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের এজেণ্ট অর্থাৎ প্রতিনিধি, মোহানাস্থিত বসতির গবর্ণর এবং অন্য কোন কোন স্থানের এজেণ্ট ও রেসিডেণ্ট প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে।

বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন রাজ্য।

পরিমাণ। বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন অধিকার পেগুর উত্তর সীমা হইতে আসামের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে মৃজাপুর প্রদেশের দক্ষিণ সীমা

হইতে ব্রহ্মরাজ্যের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরে নেপাল, শিকিম ও ভুটান, পূর্ব্বদিগে ব্রহ্ম দেশ, দক্ষিণ-পশ্চিম তত্তৎসীমাবর্ত্তি স্বরাজাধীন রাজ্য এবং পশ্চিমে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন রাজ্য।

সমুদ্রতীর। বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর এবং পূর্ব্ব উপকুল সমুদ্রতটভুক্ত। উক্ত বঙ্গোপসাগরের যে অংশ বালেশ্বর বর্ত্ম নামে বিখ্যাত তাহাতে জাহাজ নঙ্গর করিবার বিলক্ষণ উপযুক্ত স্থান আছে; কিন্তু ইহার তীর এরূপ নিম্ন যে বড় বড় জাহাজ দুই তিন মাইল অন্তরে অবস্থিতি করণ ব্যতিরেকে কদাচ নিকটে আসিতে পারেনা। সুন্দরবনের তট ব্যাপিয়া যে বহু সংখ্যক খাড়ি আছে, তন্মধ্যে হুগলী এবং হরিংঘাটা ব্যতীত আর কোনটিতে বৃহৎ জাহাজ কদাচিৎ গতায়াত করিতে পারে। হুগলী নদীমুখ হইতে কিয়দ্দুরে এবং তট হইতে প্রায় ২৫ মাইল অন্তরে, সমুদ্রতল মৃত্তিকা বিহীন প্রযুক্ত এতাদৃশ সুগভীর যে তাহাকে অতলস্পর্শ বলিলেও বলা যায়।

নদী। বাঙ্গালার সমবিস্তীর্ণ কোন দেশের উপর দিয়া এত অধিক নদী ও জলপ্রবাহ গমন করে নাই।

গঙ্গা, চৌসা নামক স্থানে নিম্ন বাঙ্গালার পশ্চিম সীমায় প্রবেশ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ৭০ মাইল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া, উত্তর-পশ্চিম হইতে আগত গোগ্‌রা অথবা ঘর্ঘরাকে ও তাহার ২০ মাইল নিম্নে উত্তর হইতে আগত গণ্ডকীকে গ্রহণ পূর্ব্বক ১৬০ মাইল বক্র গমনের পর উত্তর হইতে আগত কুশীকে আত্মসাৎ করিয়াছে। তৎপরে ইহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে ভাগীরথী নির্গত হইয়াছে, এবং এই স্থানেই গঙ্গা

ও ব্রহ্মপুত্রের মিলিত প্রবাহ সম্বন্ধীয় প্রধান বদ্বীপের অর্থাৎ ত্রিকোণ মণ্ডলীর আরম্ভ হইয়াছে। তদন্তে মূলপ্রবাহ পদ্মা নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছে, এবং ৭০ মাইলের পর ইহার গর্ভ হইতে জলঙ্গী নদী নির্গত ও পরে ভাগীরথীর সহিত মিলিয়া হুগলী নদী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। তাহার পর ব্রহ্মপুত্রের এক বৃহৎ শাখা কোণাই নদী, পদ্মা তাহার এক সোঁতার সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ সম্মিলিত প্রবাহ বঙ্গোপসাগরের সহিত সঙ্গম করিয়াছে। অজয়নদী কাটওয়ার নীচে ভাগীরথীতে, দামোদর নদ হুগলিতে এবং বরাকর দামোদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। শেষোক্ত তিনটি নদীই রামগড় প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র, আসাম উপত্যকার উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় দীহং নদীর সহিত ইহার সঙ্গম স্থানের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ দেশে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া পরে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তাহার দক্ষিণ শাখা কোণাই কিন্তু বাম শাখা ব্রহ্মপুত্র নামেই খ্যাত আছে। কোণাই ধলেশ্বরী নাম ধারণ পূর্ব্বক মূল স্রোতের সহিত পুনঃ মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ধলেশ্বরীর সহিত যে স্থানে সংযুক্ত হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ হইতে মেঘনা নামে খ্যাত হইয়া গঙ্গার অর্থাৎ পদ্মার এক বৃহৎ শাখা কীর্ত্তিনাশাকে গ্রহন করিয়াছে। তৎপরে তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া তাহার হাতিয়া ও সাহাবাজপুর এই দুই শাখা বঙ্গোপসাগরে এবং তৃতীয় শাখা গঙ্গায় অর্থাৎ পদ্মায় মিলিত হইয়াছে।

তদ্ভিন্ন তিস্টা অথবা ত্রিস্রোতা ব্রহ্মপুত্রে ও অত্রী কোণাই নদীতে প্রবিষ্ট, সুবর্ণরেখা ও বৈতরণী ছোটনাগপুরে জন্ম

গ্রহণ করিয়া প্রথমোক্ত পিপ্‌লির ও শেষোক্ত পালমাইরা টেঁকের নিম্নভাগে, বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ব্রাহ্মণী পালামৌ দেশে উৎপন্ন হইয়া পালমাইরার টেকের নিকটে, এবং মহানদী দক্ষিণ পশ্চিম সীমার নওয়া গদা নামক স্বরাজাধীন এক রাজ্য হইতে উদ্ভব হইয়া কটকের নিম্ন দেশে নানা মুখে বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে ।

প্রায় সকল কালেই দেশ অভ্যন্তরে নৌকা গমনাগমনের প্রাচূর্য্য দৃষ্ট হয়; অধিকন্তু বর্ষার সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তখন গঙ্গার ও ব্রহ্মপুত্রের অন্তিকতম বাঙ্গালার সমুদায় নিম্ন প্রদেশে বন্যা আসিয়া একশত মাইলের ও অধিক প্রশস্ত ভূভাগকে জলমগ্ন করাতে কেবল গ্রাম ও বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায়না।

ঝীল, অথবা অগভীর হ্রদ অনেক আছে কিন্তু শুষ্ক কালে তাহাদিগের দেহ অনেক ক্ষীণ হয় এবং কতকগুলিন এক কালে শুকাইয়া গিয়া থাকে।

পর্ব্বত। ভারতবর্ষের এই অংশে কোন প্রধান পর্ব্বত নাই, কেবল আসামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে হিমালয়ের নেজা এবং নেপাল, রাজমহল, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এবং বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় কতকগুলিন পর্ব্বত আছে।

খনিজ। রাজমহলের নিকটবর্ত্তি পার্ব্বত্য প্রদেশে লৌহ, উড়িষ্যার অন্তঃপাতি সম্বলপুরে স্বর্ণ রেণু ও হীরক, এবং আসামের স্রোতস্বতীর বালুকা মধ্যে সমধিক পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া গিয়া থাকে, কিন্তু নিম্ন বাঙ্গালা দেশ বহুমূল্য ধাতুতে তাদৃশ সমৃদ্ধ নহে। পশ্চিম বর্দ্ধমানে ও রাণীগঞ্জে পাতরীয়া

কয়লার আকর দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে রাণীগঞ্জের খনি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও তাহাতে বিস্তর লোক খাটে।

ভূমি। গঙ্গার পার্শ্বস্থিত সমুদায় সমতল ক্ষেত্রই পলল ময়, একারণ কদাচিৎ কোন স্থান ব্যতিরেকে সর্ব্বত্রই উর্ব্বর, অধিকন্তু প্রকৃত বঙ্গ দেশ এই অবস্থার বিশেষ ভুক্ত-ভোগী। গঙ্গার বদ্বীপের দক্ষিণভাগ নিম্ন ও জলাভূমি এবং নিবিড় বনে আচ্ছন্ন। সুন্দরবনের অব্যবহিত উত্তর প্রদেশ বর্ষা-কালে প্লাবিত হওয়াতে এ প্রকার চমৎকার উর্ব্বর হয় যে পৃথিবীর উদ্যান বলিয়া তাহার পরিচয় দিলেও অত্যুক্তি দোষ হয় না।

জল-বায়ু, সাগর ও বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত বাষ্প রাশি এ দেশের উপর দিয়া বেগে চলিয়া যাওয়াতে এবং সময় শিরে বৃষ্টি রূপে বর্ষিত হওয়াতে এ দেশের বায়ু অত্যন্ত সজল অথবা সরস বোধ হয়। গ্রীষ্ম এবং বর্ষা উভয় ঋতুতেই জল বর্ষণ হইয়া থাকে। পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস শীত-কাল, অথচ শীতেরও মৃদুভাব, তজ্জন্য মধুর শীত বলা যাইতে পারে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ প্রচণ্ড গ্রীষ্ম প্রধান মাস কিন্তু প্রাবিটকালেও মধ্যে মধ্যে বিজাতীয় ক্লেশ কর গুমট অনুভব হয়।

পশ্বাদি। বাঙ্গালায় নানাপ্রকার মনোহর পশ্বাদি অনেক আছে। বন-পশুর মধ্যে অগ্রগণ্য হস্তী, খড়্গী, ভল্লুক, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, দ্বীপী, বৃক, মহিষ, গবয়, শরভ, মৃগ, কৃষ্ণসার, সম্বর, কতপ্রমী, বনবিড়াল, বরাহ, বনবাসন, বানর, শৃগাল, উল্কামুখী এবং দুই প্রকার বন্য কুক্কুর। গৃহ পালিত পশুর মধ্যে কুক্কুর, বিড়াল, ছাগ, গাভী, বৃষ, মেষ,

মহিষ, গর্দ্দভ এবং অশ্ব ইহারাই প্রধান, তদ্ভিন্ন নানা জাতীয় পক্ষী; সর্প, কুম্ভীর, হাঙ্গর ইত্যাদি যথেষ্ট দৃষ্ট হয়।

উদ্ভিজ্জ, বাঙ্গালার প্রধান খাদ্য শস্য ধান্য। সমধিক উন্নত প্রদেশে এবং উত্তর-অঞ্চলে গোধূম ও অন্যান্য রবি-খন্দ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। জোয়ারা ও বাজরাও জন্মিয়া থাকে, তৈল-জনক বীজের প্রধান সর্ষপ, তিল ও এরণ্ড বীজ। আর্দ্রক, হরিদ্রা, লঙ্কামরিচ, ইউরোপ দেশীয় বিবিধ প্রকার সুখাদ্য তরকারি, নানা জাতীয় উত্তম ও সুস্বাদু ফল যথা আম্র, কাঁটাল, কমলালেবু, জম্বীর, বাতাবিলেবু, কলম্ব-লেবু, নারাঙ্গী, নারীকেল, বদরী, জাম, পেয়ারা, আতা, আনারস, খর্জ্জুর, শ্রীফল, কপিত্থ, আম্রাতক, তিন্তিড়ী, নানা জাতীয় রম্ভা এবং ইদানী ইউরোপীয় বিবিধ প্রকার সুমিষ্ট ফল বিস্তর জন্মে। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তুলা, নীল, চিনি, কাফী, কুসুমফুল, পাট, শণ, মসিনা, তামাকু, তণ্ডুল, অহিফেণ, গঞ্জন এবং আসাম দেশ জাত চা ইত্যাদি।

শিল্প নির্ম্মাণ, ঢাকাই মল্‌মল্‌ এবং বালেশ্বরের কার্পাস নির্ম্মিত বস্ত্র এককালে অতি বিখ্যাত ছিল কিন্তু এক্ষণে ইংরাজদিগের প্রতি-যোগিতার নিমিত্তে তাহা লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তি স্থানে প্রধান শিল্প কর্ম্মের মধ্যে মোটা কাপড়, পাইলের কাপড়; দড়ি নির্ম্মাণ, লৌহকর্ম্ম, চিনি শোধন, চর্ম্ম সংস্করণ এবং রম নামক এক প্রকার মদ্য চোয়ান হইয়া থাকে।

বিদেশে প্রেরণীয় দ্রব্য, এ দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য ভিন্ন দেশে প্রেরিত হয় তাহার অগ্রগণ্য তুলা; নীল, চিনি, রম নামক মদ্য বিশেষ, তণ্ডুল, সোরা, লাহা, জতু, অহিফেণ,

কাফী, তামাকু, পাট, জামদানী ও মল্‌মল্‌ কাপড়, সর্ষপ, এরণ্ড বীজ, শণ, মসিনা, এরণ্ড তৈল ইত্যাদি।

ভিন্ন দেশ হইতে আনীত দ্রব্য, সুতা, সুতার কাপড়, মদ্য, লৌহ, তাম্র, ছেদনী অর্থাৎ ছুরী, কাঁচী, ক্ষুর ইত্যাদি, কাঁচ নির্ম্মিত নানা গঠন চিনার বাসন, মলম্বা করা দ্রব্য, সৌগন্ধ দ্রব্য, লৌহ নির্ম্মিত সামগ্রী; রত্নাভরণ, তৈলিক, জাহাজী এবং লিখিবার সরঞ্জাম, চা, অশ্ব, ঊর্ণাবস্ত্র এবং পুস্তক ইত্যাদি।

ভাষা, বাঙ্গালাতে, বাঙ্গালা, হিন্দুস্থানী অথবা উর্দ্দু, উড়িয়া আসামী এবং ব্রহ্মভাষা প্রচলিত।

ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণদিগের আচরিত হিন্দুধর্ম্মই বঙ্গ দেশ প্রচলিত মুখ্য ধর্ম্ম। মহম্মদ মতাবলম্বিগণের সংখ্যা অপেক্ষা কৃত ন্যূন। খৃষ্ট ধর্ম্মও শনৈঃ শনৈ বদ্ধমূল হইতেছে।

মানব চরিত্র, বাঙ্গালিরা সামান্যতঃ সুন্দরাকৃতি ও সতর্ক স্বভাব কিন্তু দুর্ব্বল ও অলস। ইহারা অতিশয় নম্র শান্ত এবং অতিথিপ্রিয়, কিন্তু ভীরু উৎসাহ রহিত ও নীতি বিষয়ক সাহস বিহীন। বঙ্গজেরা ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, কৃতজ্ঞতার সহিত কৃতোপকার স্মারক এবং বিলক্ষণ দানশীল বটে কিন্তু দানের পাত্রাপাত্র নিরূপণে অনভিজ্ঞ। ইহাদিগের সামাজিক ও নীতি সম্বন্ধীয় এবং মানসিক মহত্ত্বতার সমুদায় উপাদান আছে কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত ভিন্ন দেশীয়দিগের অধীনতা ও বিদ্যা চর্চ্চা বিহীনতা এবং উৎসাহ প্রাপণে বিমুখতা প্রযুক্ত ইহাদিগের বহুতর সৎপ্রবৃত্তি এককালে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে ধূর্ত্ততা মিথ্যাচরণ প্রবঞ্চনা অভ্যাস করিয়াছে। বাঙ্গালী যুবারা বিদ্যাশিক্ষা করণে

বিলক্ষণ নৈপুণ্য দর্শায়, এবং দ্রুত বোধের নিমিত্তে অন্যান্য জাতিকে অধিকাংশে পরাভব করে, কিন্তু বিদ্যালোচনা হইতে অগৌণেই বিরত হয়, এবং জ্ঞান উপার্জ্জনের নিমিত্তে তাহাদিগের সমুদায় উদ্যম বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই ত্যাগ পায়। জল-বায়ুর দুর্ব্বল-কারিতাগুণ ইহাদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতার আংশিক কারণ হইয়াছে, কিন্তু সামান্যতঃ কতকগুলিন সামাজিক ব্যবহারকেই তাহার মূল কারণ বলা যায়, তন্মধ্যে বাল্য-বিবাহ এক প্রধান কারণ বলিয়া অবধারণ হইতেছে।

বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন দেশ, যথা; বাঙ্গালা, বেহার, আসাম, আরাকান, উড়িষ্যার কিয়দংশ এবং দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় যে রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ।

উপরোক্ত দেশভুক্ত প্রত্যেক প্রদেশের ও তদন্তর্গত প্রধান প্রধান নগরের নাম নিম্ন ভাগে লিখিত হইল।

প্রদেশের নাম	প্রধান প্রধান নগরে নাম
বাকরগঞ্জ	বরিশাল, বাকরগঞ্জ, নলছিটী, ঝালকাটী, অথবা মহারাজগঞ্জ,
বাঁকুড়া বা পশ্চিম বর্দ্ধমান	বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, রাণীগঞ্জ, পঞ্চকূট অথবা পঁচিত।
বারাসত	বারাসত, টাঁকী, লবশা, জাগুলী।
বীরভূম	শিউড়ী, সুরুল, সারহাট, আফজলপুর, বৈদ্যনাথ।
বেহার	বেহার, গয়া, শিবঘাটি, নওয়াদা,

ভাগলপুর .... ভাগলপুর, দারা, কহলগাঁ, শীক্রীগলী।

বগুড়া .... বগুড়া, আদমদিঘী, শিবগঞ্জ, নকিলা।

ভুলুয়া .... ভুলুয়া, নওয়াখালী, রামগঞ্জ।

বর্দ্ধমান .... বর্দ্ধমান, মেমারী, কাল্না, কাট্ওয়া বুদ্বুদ্, কাঞ্চননগর, মঙ্গলকোট।

কাছাড় .... কাছাড়, বিক্রমপুর, হফ্লীং।

চট্টগ্রাম .... চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটী, জোরওয়ারগঞ্জ, সীতাকুণ্ড†।

চাম্পারণ .... চাম্পারণ, মতিহারী।

খাসিয়া পর্ব্বত, ... চড়াপুঞ্জী, নংক্লো, মপ্লং।

কটক (মধ্যভাগ) ..... কটক, চিত্তোরাবাজার, চন্দকর-বাজার।

কটক (উত্তরভাগ বালেশ্বর) বালেশ্বর, জাহাজপুর, ভদ্রক।

কটক (দক্ষিণভাগ পুরী) জগন্নাথ‡ গড়-সাতপাড়া, বীর-গোবিন্দপুর, শাসন।

ঢাকা .... ঢাকা, ইছলামপুর, সোণারগাঁ, সাভাড়, কুলবেড়িয়া, ধারমাই, নারায়ণগঞ্জ, ফিরিঙ্গিবাজার, নিলখী,

---

† চট্টগ্রামের ২০ মাইল উত্তরে উক্ত সীতাকুণ্ড নামক স্থানে বাড়বকুণ্ড ও লবণাখ্যা নামে দুইটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। তদ্ভিন্ন আরো ২।৩ স্থানে অনলকুণ্ড আছে, তাহা হিন্দুদিগের এক মহাতীর্থ, উহাকে চন্দ্রনাথ তীর্থ কহে, তথায় বৎসর২ বিস্তর যাত্রির মেলা হয়।

‡ উক্ত নগরে জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে, তথায় দোল ও রথযাত্রার সময়ে বিস্তর যাত্রিকের সমাগম হইয়া থাকে ইতি।

ডার্জিলিং	.....	ডার্জিলিং, পঙ্কাবাড়ী, ব্রাহ্মণজুড়া।
দিনাজপুর	.....	দিনাজপুর, পত্তিরান, বামনি-গোলা, মীনা।
দেবগড়	.....	দেবগড়।
ফরিদপুর	.....	ফরিদপুর, জাফরগঞ্জ, সাহপুর।
হুগলী,	.....	হুগলী, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর; উলু-বেড়িয়া, পাণ্ডুয়া, মগরা, চন্দ্রকোণা, জাহানাবাদ, ক্ষীরপাই, দ্বারহাটা, বৈঁচী।
হিরণপুর	.....	হিরণপুর,
যশোহর	.....	যশোহর; চৌগাছা, কালুপুর, আলি-নগর, নড়াল, খুলনিয়া, নলডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, বাগুণ্ডী, মাগুরা,।
মালদহ	.....	মালদহ, শিবগঞ্জ, গোপীনাথপুর।
মেদিনীপুর	.....	মেদিনীপুর, তমলোক, কাঁতি, জলেশ্বর,
মুরশিদাবাদ	.....	মুরশিদাবাদ, বহরমপুর, জলঙ্গী, ভগবানগোলা কাসিমবাজার, জঙ্গীপুর।
মুঙ্গের	.....	..... মুঙ্গেরা ইছলামনগর, মেলীপুর, চাঁদর।
ময়মুনসিংহ	.....	ময়মুনসিংহ কিম্বা জৌয়ারা, জামালপুর, সেরাজগঞ্জ, সর্ষাবাড়ী।

† এই নগরের অনতিদূরে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তাহার জল বিলক্ষণ উত্তপ্ত, তাহাকে সীতাকুণ্ড বলে। হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বলিয়া এখানে শিবরাত্রিকে মেলা হইয়া থাকে।

নদীয়া বা নবদ্বীপ	কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, উলা, পলাশী‡, চাকদহ, রাণাঘাট, হালিসহর, গুপ্তিপাড়া, সুখসাগর।
পাটনা	পাটনা, দানাপুর, আনন্দপুর, হোসেনাবাদ,।
পাবনা	পাবনা, কুমারখালী, ধর্ম্মপুর, দুর্গাপুর,
পূর্ণীয়া	পূর্ণীয়া, আঘাটপুর, নাথপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, আলিগঞ্জ, দামদহ, মতওয়ালী।
রাজসাহী	রামপুর, নাটোর, ভবানীগঞ্জ, মান্দা, বোয়ালীয়া, হরিপাল, শিবগঞ্জ।
রাজমহল, ...	রাজমহল, আদলপুর, উদয়নালা, দমদমিয়া,।
রঙ্গপুর	রঙ্গপুর, করীগ্রাম, কালপানি, পাটগ্রাম, মঙ্গলহাট।
শারণ (ছাপরা)	শারণ, ছাপরা, বেতীয়া, সিওয়ান, শিগৌলী।
সাহাবাদ (আরা)	সাহাবাদ, আরা, জগদীশপুর, সাসিরাম, বেতাসগড়, বগসর।
শ্রীহট্ট	শ্রীহট্ট, আজমীরগঞ্জ, রাজনগর, পাতুরীয়া
ত্রিপুরা	কমিল্লা, থোর্লা, নুরনগর অথবা কসবা।

‡ উক্ত গ্রাম মুরশিদাবাদের প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লার্ড ক্লাইব সাহেব এই স্থানে নবাব সেরাজ-উদ্দৌলাকে সসৈন্যে পরাস্ত করিয়া এদেশে ইংরাজ রাজ্যের মূল পত্তন করেন।

	ত্রিহুত	মুজফ্ফরনগর, দরভাঙ্গা, তুর্কী, ভাইরা, হাজিপুর।
	চব্বিশ প[illegible]ণা	কলিকাতা, আলিপুর, ভবানীপুর, খিদিরপুর, হাবড়া, দম্দমা, বারাকপুর, বাঁকিপুর,।
ছোটনাগপুর,	হাজারিবাগ	হাজারিগড়, বর্হী, রামগড়।
	লোহারডগা	লোহারডগা।
	মানভূম	পুরুলীয়া।
	সিংহভূম	চাইবাসা।
	সম্বলপুর	সম্বলপুর।
আসাম,	দরং	দরং, তাজপুর, বিশ্বনাথ।
	গোয়ালপাড়া	গোয়ালপাড়া, টিলভারি, কুটকিবাড়ী,
	জোড়হাট	জোড়হাট, শিবসাগর।
	কামরূপ, ...	গৌহাটী, ভবানীপুর।
	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর, গোরপুর।
	নওয়াগাং	নওয়াগাঁ, [illegible], রাহরা, চঙ্গ।
আরাকান,	আরাকান প্রকৃত	আরাকান, আক্যাব, মহ[illegible]ী।
	রাম্ড়ি	রাম্ড়ি, ক্যাব্‌ফু।
	স্যাণ্ডওয়ে	স্যাণ্ডওয়ে।

উত্তরপশ্চিম রাজ্য।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি তাবদ্দেশ, এবং গঙ্গার পূর্ব্ব হইতে (অযোধ্যা ব্যতিরেকে) ঘর্ঘরার সহিত ইহার সঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ, ও চম্বলনদীর সহিত যমুনার মিলন স্থানের নিম্নভাগে শেযোক্ত নদীর দক্ষিণ-পশ্চিমের কতক প্রদেশ, এবং মধ্য হিন্দুস্থানের কিয়দংশ লইয়া এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত; পশ্চিমে পঞ্জাবের লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের অধীন প্রদেশ, রাজপুতনা ও সিন্ধিয়ার রাজ্য; দক্ষিণে নাগপুর ও তপতী নদী-উপত্যকার কিয়দংশ এবং পূর্ব্বদিগে নেপাল, অযোধ্যা এবং বাঙ্গালার লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের অধীন দেশ।

আগ্রার নিম্ন প্রদেশের এবং নদীমাত্রা দেশের ভূমি সর্ব্বত্র সমতল, এবং যে যে স্থানে উত্তমরূপে জল পায় সে সকল স্থান অতিশয় উর্ব্বর, অধিকন্তু অন্তর্ব্বেদ (দোয়াব) অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তি প্রায়দ্বীপ বিলক্ষণ শস্যশালী, দক্ষিণ-পশ্চিমের ভূমি ক্রমশঃ উন্নত হইয়া বুন্দেলখণ্ড প্রদেশে পর্ব্বত বিমণ্ডিত অধিত্যকাতে পরিণত হইয়াছে। এই অধিত্যকাতে পান্না নামক প্রসিদ্ধ হীরক খনি আছে। উত্তরে অনু-হিমালয় পর্য্যন্ত নদী-তীরবর্ত্তি সমুদায় দেশ সমভূমি, এবং সমুদ্রের পৃষ্ঠ-দেশ হইতে কেবল এক হাজার ফিট উচ্চ মাত্র। রোহিলখণ্ডের জল-বায়ু এবং ভূমি অতি উত্তম ভারত-বর্ষের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট তণ্ডুল, তুলা এবং চিনি তথায় অনেক জন্মে। কমাউন ও ঘড়ওয়াল পার্ব্বত্য প্রদেশের এরূপ এক অংশ বিশেষ যে উহা বহুতর পর্ব্বত পুংক্তির দ্বারা মধ্যে

মধ্যে বিচ্ছিন্নীকৃত হইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে দর্শন করিলে ঐ সমস্ত শৈল শ্রেণী শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে পরিদৃশ্যমান না হইয়া বরং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রশস্ত গিরিদরির ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপত্যকা সকল বড় বড় নদীর তীরাভিমুখেরদিগে নতমস্তক হইয়া অধিকাংশ সমতল ক্ষেত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত ভূভাগ অর্দ্ধ মাইলের অধিক প্রশস্ত নহে। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে গঙ্গা ও যমুনা এবং ইহারদিগের বহুতর করদ বা উপনদীর জন্মস্থান এবং পঞ্চ প্রয়াগের অর্থাৎ পবিত্র সঙ্গমের চারি প্রয়াগ যথা নাদ প্রয়াগ, কর্ন প্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ ও বিষ্ণু প্রয়াগ বিরাজমান, পঞ্চম অথবা প্রধান প্রয়াগ এলাহাবাদে অবস্থিত। এই সকল পার্ব্বতীয় ভূমিভাগ মধুর জল-বায়ুতে সুধন্য, তথাচ শীতের কঠোরতা প্রখর সূর্য্যোত্তাপ দ্বারা উপশমীকৃত হয়, অথচ হিমালয়ের তুষার কর্ত্তৃক গ্রীষ্ম কালেরপ্রচণ্ড উত্তাপ মন্দীভূত হইয়া থাকে।

যেমন গ্রীষ্ম-মণ্ডলের উপকুলে সামুদ্রিক বায়ু নিয়ত প্রবহমান হয়, তদ্রূপ গ্রীষ্মকালে নীহার মণ্ডল হইতে অহরহ বায়ুস্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইয়া তত্তুল্য প্রবলতার সহিত এখানকার শীতলতাকে পরিপুষ্ট করে।

দেশের উচ্চতা অনুসারে গ্রীষ্মের ন্যূনতা অনুভব হয়। চারি সহস্র ফিট উন্নত প্রদেশে উত্তপ্ত-বায়ু প্রবাহিত হয়না এবং সমকটি-বন্ধের ন্যায় উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয়। উত্তর-পশ্চিম রাজ্যের বায়ু সামান্যত নীরস কিন্তু স্বাস্থ্যজনক। প্রয়োজনানুরূপ বৃষ্টি নাহওয়াতে কতিপয় প্রদেশ ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রে সমুদায় ক্ষেত্রে গভীর কূপ হইতে জল সিঞ্চন করিতে হয়, তজ্জন্য প্রত্যেকগ্রামে অভাবত এক একটি স্বতন্ত্র

কূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। গ্রীষ্মকালে পশ্চিমদিগ হইতে এক প্রকার উত্তপ্ত-বায়ু প্রবাহিত হইয়া অতিশয় ক্লেশকর গ্রীষ্ম উৎপাদন করে। শীত কালেও অত্যন্ত শীত হয় এবং তুষারেরও অসদ্ভাব দেখা যায়না।

আগ্রার সন্নিকটে শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত, এবং নানাপ্রকার প্রস্তরাদি বিন্যাস দ্বারা চিত্র বিচিত্র শোভনতম তাজমহল অথবা মমতাজমহল নামক এক সমাধি মন্দির আছে, তাহা সাহাজাহান সম্রাট তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা নুরজাহান অথবা নুরমহল নামে খ্যাত রাজ্ঞীর নিমিত্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। "এই তাজমহল যাহাদিগের নয়নগোচর হইয়াছে তাহারা সকলেই ইহার নির্ম্মাণ কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পৃথিবীর মধ্যে এক পরমাশ্চর্য্য অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আগ্রা হইতে ছয় মাইল উত্তর সিকন্দ্রা নামক গ্রামে রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত আকবরের এক সমাজ মন্দির আছে, তাহাও সুদৃশ্য ও মনোহর বটে"। বানারস বা বারাণসী অথবা কাশী, ব্রাহ্মণ্য-বিদ্যার এবং শিবোপাসনার প্রধান স্থান। মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি ও বৃন্দাবন তাঁহার লীলাধাম। এলাহাবাদ রাজধানী তথায় গঙ্গা যমুনা এবং অন্তঃশীলা প্রবাহিত সরস্বতী এইতিন পূণ্য নদীর সঙ্গম স্থল বলিয়া উহা হিন্দুদিগে এক মহাতীর্থ এই হেতু তথায় বিস্তর যাত্রিকের সমাগম হয়। আজমীরের নিকটে পুষ্কর নামা এক তীর্থ আছে, তথায় প্রতিবৎসরে মেলা হইয়া থাকে। সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল ঐ স্থানে ব্রহ্মার এক মন্দির এবং তন্মধ্যে তাহার প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে, অন্য কোন খানেই তাহার স্বতন্ত্র

মন্দির দৃষ্ট হয়না। হরিদ্বারে স্নানের যোগে এক মহা-মেলা হয়।

উদ্ভিজ্জ। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গোধূম, যব, ভুট্টা, জোয়ারা এবং বাজরা অধিকাংশ লোকের খাদ্য। অনেকানেক স্থানে তণ্ডুলও জন্মে। তদ্ভিন্ন চনক, মটর, তৈলবীজ, নানা প্রকার কলাই, গোলআলু, শাক, তরকারি, খাজুর জম্বীর কমলালেবু তরমুজ, পেয়ারা, আতা, নোনা, রম্ভা, আম, দ্রাক্ষা, টেপারী, ইউরোপীয় নানা প্রকার ফলও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। দেশীয় বন্য নীল অনেক স্থানে জন্মে। ডেরাধুন এবং কমাউন প্রদেশে উত্তম সুস্বাদু চা উৎপন্ন হয়। চিনি, তুলা, শণ, পাট এবং তামাকু অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পার্ব্বত্য প্রদেশে শাল দেবদারু এবং ওক কাষ্ঠ ইত্যাদি যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বাণিজ্য দ্রব্য। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য লবণ, তুলা, নীল, চিনি, তামাকু, তৈলবীজ, নানাপ্রকার শস্য, যবক্ষার, সুতা ও পশমের মোটাবস্ত্র, ছিট, শাল, গালিচা, গোলাব জল ও আতর ইত্যাদি।

পশ্বাদি। চিরনীহার মণ্ডিত পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ দেশেও ব্যাঘ্র দৃষ্ট হয়। বনবিড়াল, ভল্লুক, তরক্ষু, দ্বীপী, হস্তী, মহিষ, শৃগাল, উলকামুখী, বানর, শশক, কাটবিড়াল, বনকুক্কুর, এবং এক প্রকার বন্য গর্দ্দভ অনেক দেখা যায়। তুষার-ময় পর্ব্বতে একজাতি পার্ব্বত্য ছাগ, উচ্চতম প্রদেশে কস্তূরিকা মৃগ, এবং শীত প্রধান প্রদেশে চমরীগো, ও শাললোমদ, ছাগ জন্মে। গৃহপালিত, পশুর মধ্যে উট, গাদা, ঘোড়া; হাতী, ছাগ, মেষ, গো, মহিষ, ইহারাই, প্রধান। পক্ষী,

নানা জাতীয় আছে, তন্মধ্যে মধ্যে উৎক্রোশ, ভারুই, টিট্টিভ, ভরত, ময়ূর, শ্যেন, শুক, গৃধ্র, শকুন্ত ইহারাই প্রধান।

মনুষ্য। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোক মাত্রেই, বিশেষতঃ রাজপুতেরা বৃহৎকায় এবং শরীরের সতেজ গঠন অপেক্ষাও মানসিক কতকগুলিন উত্তম গুণের নিমিত্তে অত্যন্ত প্রশংসা ভাজন হয়। তাহারা বীর, বদান্য, অক্রূর এবং যেমন সত্যব্রত-নিষ্ঠ তেমনি সাহসী।

নিম্ন লিখিত জেলা অথবা প্রদেশ সকল উত্তর পশ্চিম অঞ্চলভুক্ত আছে।

প্রদেশের নাম।	প্রধান নগরের নাম।
আগ্রা	আগ্রা, শিক্রী, ফিরোজাবাদ, কেরৌলী, শিকোহাবাদ, সম্সাবাদ।
এলাহাবাদ	এলাহাবাদ, রাজাপুর, তেরোয়ান, সানাদপুর।
আলীগড়	আলীগড়, জোয়ার, কোএল খানগঞ্জ।
আজমীর	আজমীর, রাজঘর, পুষ্কর।
আজীমগড়	আজীমগড়, মৌ রাজগঞ্জ।
বান্দা	বান্দা।
বেরিলী	বেরিলী লিভিত, মীরগঞ্জ।
বানারস বা বারাণসী	বানারস বা বারাণসী, শিকরুল, রামনগর, রাজঘাট।
বীজনূর	বীজনূর।

বুলন্দসহর	বুলন্দসহর, অনূপসহর, জাহাঙ্গিরাবাদ।
বাদাউন	বাদাউন।
কাণপুর	কাণপুর, বিটূর, রসুলাবাদ, আকবরাবাদ।
ডেরা ধুন	ডেরা ধুন, নালাপানী।
এটওয়া	এটওয়া।
ঈটা	ঈটা।
ফরক্কাবাদ	ফরক্কাবাদ, কনৌজ, ফতেগড়।
ফতেপুর	ফতেপুর, কোরা, কজওয়া।
গাজিপুর	গাজিপুর, রেউতি, নসুরার, শিক্রি।
গোরক্ষপুর	গোরক্ষপুর, সলিমপুর, পেরৌনা।
হামিরপুর	হামিরপুর, নেগোরা, মৌ।
ঝানসী	ঝান্সী।
'য়ানপুর	জোয়ানপুর, সংগ্রামপুর, মছলিসহর
জালে, ...	জালৌন, কালপী।
কামাউন	আলমোরা, তালা, শ্রীনগর, রামেশ্বর।
মুরাদাবাদ	মুরাদাবাদ।
মিরট	মিরট, সরধানা, হাপর।
[illegible]পুর	[illegible]জাপুর, চুনার, লালগঞ্জ, পাতিতা।
মৈনপুরী	মৈনপুরী, পিত্রৌলী, গিধৌল।

মথুরা .... মথুরা, বৃন্দাবন, মহাবন, জলেশ্বর।

মুজফফর-নগর ...... মুজফ্‌ফর-নগর।

রুড়কী .... রুড়কী।

সাহারণপুর .... সাহারণপুর, হরিদ্বার, ঘোষগড়

সাহাজাহানপুর ...... সাহাজাহানপুর, পৌয়াইন, তলহর, জালালাবাদ।

সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ।

সাগর .... সাগর।

সিউনী .... সিউনী।

বৈতুল .... বৈতুল।

মাণ্ডালা .... মাণ্ডালা।

ডুমা .... ডুমা।

হোসেঙ্গাবাদ .... হোসেঙ্গাবাদ।

জব্বলপুর .... জব্বলপুর।

নেমার .... নেমার।

নৃসিংহপুর .... নৃসিংহপুর।

পঞ্জাব।

পঞ্জাব ও তত্রত্য লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের অধীন অন্যান্য দেশের উত্তর সীমা কাশ্মীর ও হিমালয় পর্ব্বত, পশ্চিমে সলিমান পর্ব্বত শ্রেণী, দক্ষিণে সিন্ধু দেশীয় মরুভূমি ও রাজপুত রাজ্য এবং পূর্ব্বদিগে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ; এই চতুসীমার মধ্যে সলিমান পর্ব্বত শ্রেণী ও সিন্ধু নদীর পশ্চিম তটের মধ্যবর্ত্তি দেশ, কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিগস্থিত পঞ্জাবের পঞ্চ নদীমাতৃক তাবদ্দেশ ও শতদ্রু নদীর পূর্ব্ব এবং যমুনার পশ্চিম পারস্থিত সমস্ত দেশের সহিত আলীগড়ের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত তাবত প্রদেশ পঞ্জাবের লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের অধীন।

পঞ্জাবের উত্তর এবং দক্ষিণভাগের আকারগত প্রাকৃতিক বৈলক্ষণ্য অনেক অনুভূত হয়, যেহেতু প্রথমোক্ত ভাগ পর্ব্বত শ্রেণীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন ও গিরি বেষ্টিত কতকগুলিন উপত্যকা বিভূষিত, অথচ শেষোক্ত ভাগ পঞ্চ দোয়াবে (অন্তর্ব্বেদে) বিভিন্নকৃত সমতল দেশ। উত্তর-পূর্ব্ব সীমার নিকটে ও প্রত্যন্ত হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণে এক প্রশস্ত ক্ষেত্র,এবং বালিয়া-পাতর ও চুনা-পাতর ইত্যাদি স্তর বিমণ্ডিত যে ভূমিখণ্ড, তাহাতে দৃঢ় ও গুরুভার অথচ রক্তবর্ণ প্রস্তরীভূত লবণের অক্ষয় স্তর আছে। পশ্চিমদিগে অন্তর্ব্বেদ (দোয়াব) পার হইয়া ঝিলম এবং সিন্ধুর মধ্যস্থিত লবণ পর্ব্বত পুঁক্তি সলি-মান ও খাইবর পর্ব্বত শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই লবণ পর্ব্বত শ্রেণী কোন কোন স্থানে ২০০০ ফিটেরও অধিক উচ্চ। লবণ ব্যতিরেকে রসাঞ্জন, ফট্‌কিরি এবং গন্ধকও তাহাতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিনাব ও অন্য কতকগুলিন ছোট নদী-প্রবাহের বালুকা মধ্যে স্বর্ণ পাওয়া যায়। লৌহ এবং সামান্য লবণ মন্দী দেশে, যবক্ষার পললময় ক্ষেত্রে ও কয়লা লবণ পর্ব্বত শ্রেণীতে এবং অপরাপর স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্জাব অপেক্ষা এতাদৃশ প্রশস্ত অন্য কোন দেশে, ভূমিতে জল সেচনের ও দেশ মধ্যে নৌকা গমনাগমনের সুযোগ ও সদুপায় প্রাপ্ত হওয়া বড় দুষ্কর। ইহার সমুদয় নদীর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত শতদ্রু তির্ব্বতে উদ্ভব হইয়া, হরিকির নিকটে ব্যাস নদীকে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার নিম্নভাগে ঐ সম্মিলিত স্রোত ঘারানামে প্রসিদ্ধ হইয়া, চিনাব সঙ্গমে প্রবেশ করি-

য়াছে; তাহার পর অবধি সিন্ধু সঙ্গম পর্য্যন্ত এই সমস্ত মিশ্রিত জল-প্রবাহ পঞ্চনদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

শতদ্রুর অব্যবহিত পশ্চিমেই ব্যাস নদী উৎপন্ন হইয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া ২৯০ মাইল গমন করত শতদ্রুতে প্রবেশ করিয়াছে। রাবি নদী হিমালয়ের ক্রোড়স্থিত এক হ্রদ হইতে উদ্ভব হইয়া, প্রায় ৪২০ মাইল গমন করিয়া, চিনাবের সহিত সংযুক্ত হইয়া, ততোঽধিক পশ্চিমে শতদ্রুতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। চিনাব লাহুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ৬০০ মাইল গমন পূর্ব্বক ত্রিমা নামক পারঘাটের নিকটে ঝিলমের সহিত মিলিয়াছে। এই সম্মিলিত স্রোত তৎপরে রাবিকে গ্রহণ করিয়া ঘারার সহিত সঙ্গম স্থানে ত্রিমাব নামে পরিচিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে ইহার সিন্ধু সঙ্গম পর্য্যন্ত ব্যাস, শতদ্রু, রাবি, চিনাব এবং ঝিলম এই পঞ্চ নদের মিলিত প্রবাহ পঞ্চনদ নাম ধারণ করিয়াছে। ঝিলম কাশ্মীরে উদ্ভব হইয়া, তাহার সমুদয় উপত্যকার পয়নালা স্বরূপে ৪৯০ মাইল ভ্রমণ করিয়া, ত্রিমো পারঘাটের নিকটে চিনাবের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। সিন্ধু নদী এদেশের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছে।

পঞ্জাবের সমতল ভূমিভাগ ইহার নদীর দ্বারা অন্তর্ব্বেদ (দোয়াব) নামে স্বাভাবিক প্রশস্ত পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত (অর্থাৎ যুগল নদীর সঙ্গম স্থানের উপরে দুইদিগে যে দুই নদী থাকে তাহার মধ্যস্থিত ভূভাগের নাম অন্তর্ব্বেদ অথবা দোয়াব) প্রথমতঃ জলন্দর দোয়াব তাহা শতদ্রু ও ব্যাস নদীর মধ্যস্থিত; দ্বিতীয়তঃ দোয়াব বাড়ী তাহার পূর্ব্বদিগে ব্যাস ও ঘারা এবং পশ্চিমে রাবি; তৃতীয়তঃ দোয়াব রেক্না

তাহা রাবি ও চিনাবের মধ্যস্থিত; চতুর্থতঃ দোয়াব জৈঠক চিনাব ও ঝিলমের মধ্যে অবস্থিত, এবং পঞ্চমতঃ দোয়াব সিন্ধু-সাগর, তাহার পূর্ব্বদিগে ঝিলম, চিনাব এবং পঞ্চনদ, পশ্চিমে সিন্ধু-নদী। ইহার মধ্যে সিন্ধু-সাগর অতিশয় বিস্তীর্ণ, কিন্তু বাড়ী অতিশয় জনাকীর্ণ ও অত্যন্ত গৌরবিত। ইহার মধ্যেই লাহোর রাজধানী ও মুলতান এবং অমৃতসর নামক প্রধান তিন নগর অবস্থিত। পঞ্জাবের সমতল ভূমির বায়ু সচরাচর শুষ্ক ও সন্তপ্ত। হিমালয়ের দক্ষিণ তলসংলগ্ন সমস্ত ভূভাগে যথায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কথঞ্চিদ্রূপে অনুভূত হইয়া, পশ্চিমদিগে ক্রমশঃ যত অগ্রসর হইতে থাকে ততই ইহার তেজোহ্রাস হইয়া পড়ে, কেবল ঐ সকল স্থান ব্যতিরেকে অন্যত্র অল্প বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। শীতকালে ইউরোপীয়েরাও অত্যন্ত শীতানুভব করিয়া থাকেন। লোণা পর্ব্বত শ্রেণীর উত্তরে বিজাতীয় শীত। গ্রীষ্মকালে সমুদয় দেশ ব্যাপিয়া অত্যন্ত গ্রীষ্ম হয়। বিশেষতঃ মুল্‌তানের সমতল ভূমি এতাদৃশ গ্রীষ্ম প্রধান যে তাহা এক প্রকার দৃষ্টান্তস্থল মধ্যে গণ্য হয়।

উদ্ভিদাদি। পঞ্জাবের সমতল ক্ষেত্রে, পূর্ব্ব হিন্দুস্থানের পরিশুষ্ক ভূভাগে যে সমস্ত উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, অবিকল সে সকলই জন্মে। তথায় বৃহৎ পাদপ অতি বিরল। নগর এবং গ্রাম সামান্যত কুঞ্জবেষ্টিত বটে, কিন্তু ঐ সকল ফল বৃক্ষ সচরাচর প্রপঞ্চ রূপে প্রতিষ্ঠিত। যথা—খর্জ্জুর, কমলালেবু, দাড়িম্ব, তুত, আতা, ডুমুর, পীচ, আক্রোট, বদরী, বাদাম ইত্যাদি। মুল্‌তান প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র আম্রের তাদৃশ ঔৎকর্ষাবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়না। নিম্ন, সমতল

এবং উর্ব্বর ভূমির প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য নীল, চিনি, তুলা, অহিফেণ, তামাকু, অতি উৎকৃষ্ট গোধূম, তণ্ডুল, যব, জোয়ারা, বাজরা, ভুট্টা, তিল, শর্ষা, মটর, সীম, গাজর, সালগ্রাম, পলাণ্ডু, তরমুজ, শশা, গাঁজা, কুঙ্কুম এবং কুসুম-ফুল। দুগ্ধ, নবনীত, মধুগুখ, মধু এবং ঊর্ণা সাধারণের পক্ষে প্রধান উপজীব্য।

শিল্প-নির্ম্মাণ। পঞ্জাব মধ্যে অমৃতসর, লৈয়া, মুল্‌তান, সুজাবাদ, এবং লাহোরে সুতার এবং রেসমের শিল্প-জাত দ্রব্যই প্রধান। বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লাহোরে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

বাণিজ্য। হিন্দুস্থানের দ্রব্যাদি পঞ্জাব দিয়া সিন্ধু নদীর পশ্চিম প্রদেশে যে প্রেরিত হইয়া থাকে, তাহাতেই এখানকার অধিকাংশ বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদিত হয়। অমৃতসর, লাহোর, লৈয়া, মুলতান প্রধান বাণিজ্যস্থান। বৃটিস ইণ্ডিয়া হইতে তথায় নানা ধাতু ও নানা ধাতুপাত্র, গজদন্ত, বহুমূল্য উপল-খণ্ড, কাচ ও চিনার বাসন এবং ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি এবং পশ্চিম হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, রেসম, মঞ্জিষ্টা, ক্রমিদানা, হিঙ্গু, কুসুম-ফুল, নানা ফল, ঊর্ণা, ঘোটক এবং রুসিয়া দেশের শিল্প-জাত কতিপয় লঘু দ্রব্যই প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। বিদেশে নীত দ্রব্য মধ্যে শস্য, ঘৃত, চর্ম্ম, ঊর্ণা, সুতার ও রেসমের বুটাদার বস্ত্র, গালিচা, শাল, রেসম, নীল, তামাকু, লবণ এবং ঘোটক প্রধান।

পশ্বাদি। এদেশের পশ্বাদি বহুল ও বিচিত্র। হস্তী বিস্তর, ব্যাঘ্র বনে বনে ভ্রমণ করে, এবং দীর্ঘে ১০ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সিংহ দুষ্প্রাপ্য নহে, দ্বীপী তরক্ষু, বনবিড়াল,

মৃগাদান, ভল্লুক, শৃগাল, উল্কামুখী, এবং জল-মার্জার ইত্যাদি যথেষ্ট। তদ্ভিন্ন নীল-গো, বন্য শূকর, শশক, নানা জাতি মৃগ, অজা, কৃষ্ণসার, বানর এবং বাদুর, শুকপক্ষী, নানা প্রকার জলচর পক্ষী, ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার পক্ষী দেখা যায়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে উষ্ট্র, মহিষ এবং ঘোটকই প্রধান।

নিবাসি লোক। পঞ্জাবে জাঠ, গুজ্জর, রাজপুত এবং অন্যান্য হিন্দু, মোগল, পাঠান এবং ইউসফজি আফগানেরা অধিবাস করে। ইহারদিগের মধ্যে জাঠেরাই প্রধান। কথিত আছে যে তাহারাই শিক সাধারণ-পরতন্ত্র রাজশাসনের এবং বর্দ্ধনশীল সৈন্যদলের মূল ও জীবন স্বরূপ। তাহারা বাড়ী অন্তর্ব্বেদের (দোয়াবের) মধ্যভাগে ও অমৃতসরের সন্নিধানে বাস করে। গুজ্জরেরা হাজারার আদিনিবাসি, অতিশয় পরিশ্রমী এবং কৃষিকর্ম্মে বিলক্ষণ মনোযোগী। তথায় মুসল-মানের সংখ্যাও অল্প নহে, বিশেষতঃ পঞ্জাবের দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব প্রদেশে ইহারদিগেরই দল অপেক্ষা-কৃত অধিক দৃষ্ট হয়।

নিম্নলিখিত প্রদেশ সকল পঞ্জাবের লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণরের শাসনাধীন।

যথা।—

প্রদেশের নাম	প্রধান নগরের নাম
ভট্টী	শির্ষা, ভটনির, ফতেহাবাদ।
ডেরা গাজি খাঁ	ডেরা গাজি খাঁ, কোট চুটা, পিরাদল।
ডেরা ইস্‌মাইল খাঁ	ডেরা ইস্‌মাইল খাঁ, ডোব্‌রি, থক্কর।

দিল্লী .... দিল্লী, শোণপট, পাদশাপুর, রসুল-গড়, দরিয়াপুর।

ফিরোজপুর ..... ফিরোজপুর, অহম্মদপুর, সোব্-রাউন, মুদ্‌কী।

গুজারা .... গুজারা।

গুজরাণওয়ালা ..... গুজরাণওয়ালা, আমিনাবাদ।

গুরগাঁও ..... গুরগাঁও।

গুরুদাসপুর ..... গুরদাসপুর।

গুজরাট ..... গুজরাট, সাওদ্রা, উজিরাবাদ।

হিসার ..... হিসার, হান্‌সি, মুক্‌লান।

হুঁশিয়ারপুর ..... হুঁশিয়ারপুর, নাদৌন।

হাজারা ..... হাজারা।

ঝিলম ..... ঝিলম, রোতাস।

ঝগগড় ..... ঝগ্‌গড়।

ঝঙ্গ .... ঝঙ্গ, বলু, হুস্‌সী।

জলন্দর ..... জলন্দর, কাপুরতলা।

কাঙ্গারা ..... কাঙ্গারা।

কোহাট ..... কোহাট, হঙ্গু, তোগা।

কর্ণাল .... কর্ণাল, লক্ষ্মণাবতী, পাণিপত।

লাহোর ..... লাহোর, মানিহালা, সাদাইওয়ালা, চৌঙ্গ।

লৈয়া ..... লৈয়া, জস্থুল, গুল্‌গুল্; সুলতান-কাকোট।

লুধিয়ানা ..... লুধিয়ানা, আলিওয়াল, ভরতগড়।

মুলতান ..... মুলতান, মুঙ্গদ, সাহকোট; সুজনাবাদ।

মুজফ্ফরগড়	......	মুজফ্ফরগড়, কিঞ্জর।
পেশওয়ার	......	পেশওয়ার, টাকাল, জামরুদ, নওয়াকোট।
রাওল পিণ্ডী	......	রাওল পিণ্ডী, কোবাট, ফতে জঙ্গ।
রোহ্তক	......	রোহ্তক, হাসনগড়, খানসালা।
শিয়ালকোট	......	শিয়ালকোট।
সাহাপুর	......	সাহাপুর।
সিমলা	......	সিমলা, সূর্য্যগড়, বিলাস্পুর।
থানেশ্বর	......	থানেশ্বর, রদৌর।
অম্বালা	......	অম্বালা, রাজপুরা, মৌদী, সাহাবাদ।
অমৃতসর	......	অমৃতসর, মুকুরদী, নুরুদ্দীন-সরাই।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সি।

দেশীয় রাজাদিগের অধীন যে রাজ্য অথচ যাহার উপর বৃটিস গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তৃত্ব ব্যাপ্ত আছে, এবং সিন্ধু প্রদেশ যাহার স্বতন্ত্র অবস্থান হেতু ভিন্ন প্রদেশ বলিয়া গণিত; তদ্ব্যতীত বোম্বাই প্রেসিডেন্সি কাম্বে মোহানার শির হইতে দক্ষিণে অধিক দূর ব্যাপিয়া এক সঙ্কীর্ণ এবং বিশৃঙ্খল রাজ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। ইহার উত্তরে গৈকুয়ারের ও হোল-কারের রাজ্য; পূর্ব্বে হোলকার, সিন্ধিয়া ও নিজামের রাজ্য এবং মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীন প্রদেশ; দক্ষিণে মান্দ্রাজ্য রাজ্য ও পোর্ত্তুগিসদিগের অধিকারভুক্ত গোয়ার অধীন দেশ ও মহীশুর, এবং পশ্চিমে আরব সমুদ্র, কাম্বে মোহানা এবং গুজরাট প্রদেশ। সিন্ধু প্রদেশ অর্থাৎ সিন্ধু

নদীর নিম্ন প্রবাহের নিকটবর্ত্তি রাজ্য; ইহার উত্তরে বিলুচিস্থান, দামান ও ভাওলপুর, পূর্ব্বদিগে জিসলমীর ও মারওয়ার, দক্ষিণে কচ্ছ ও ভারত সাগর এবং পশ্চিমে বিলুচিস্থান।

উপরোক্ত চতুঃসীমা মধ্যবর্ত্তি স্থান পরিমাণ অপেক্ষা বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে বিস্তর উপকুল ও বহুতর কোল বা বন্দর অর্থাৎ জাহাজ নঙ্গর করিবার স্থান আছে; তাহাদিগের প্রধান দিউঘর বা দেবঘর, গেরিয়া, জয়গড়, রাজাপুর, চৌল, বোম্বাই, বাসীন, দামান, সুরট বা সৌরাষ্ট্র, বরুচ, করাচি, এবং ইহাদিগের অপেক্ষা ন্যুন গণ্য অন্যান্য কতকগুলিন আছে; কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রাবল্য সময়ে বোম্বাই ব্যতিরেকে ইহার আর কোন কোলেই নিরাপদে জাহাজ গমনাগমন করিতে পারেনা। পশ্চিম ঘাট পর্ব্বত শ্রেণী কোন কোন অংশে গড়ে প্রায় ৪৫ মাইল অন্তর দিয়া সমান্তরাল ভাবে তটগামী হইয়াছে।

বোম্বাই দ্বীপ এবং উপকুল ব্যাপিয়া সচরাচর গ্রীষ্ম প্রধান, ইহার অধিকাংশ স্থানে বহু পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে; কিন্তু সিন্ধু প্রদেশে বর্ষার অপ্রতুল এবং তাহার সময়ের স্থিরতা নাই, সুতরাং তত্রত্য বায়ু অত্যন্ত পরিশুষ্ক ও উত্তপ্ত প্রযুক্ত গ্রীষ্মকালে তাপমান বিলক্ষণ উন্নত হয়। অথচ উত্তর সিন্ধু প্রদেশে তুষার অপরিজ্ঞাত নহে এবং ফাল্গুন মাসেও হিমানী বর্ষণ হইতে দেখা যায়। কিন্তু নিম্ন সিন্ধু প্রদেশে তাপমানের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব যে প্রকৃতার্থে তথায় শীতের আবির্ভাব প্রায় নাই বলিলেই হয়।

সিন্ধু নদীর বদ্বীপস্থ অর্থাৎ ত্রিকোণ মণ্ডলের ভূমি পল-

লময় এবং প্রায় প্রকাণ্ড বৃক্ষ বিহীন। খয়েরপুর, শীকারপুর ও লারখানার চতুর্দ্দিক নানা খাল ও জল প্রণালীর দ্বারা সিন্ধু নদীর সহিত সংযুক্ত থাকাতে, বন্যার সময়ে জল উঠিয়া উর্ব্বরকর পঙ্ক বিস্তার পূর্ব্বক ভূমিকে এরূপ সতেজ ও শস্য শালিনী করে, যে পৃথিবীর অপর কোন দেশে তাদৃশ উর্ব্বর স্থান প্রায় দেখা যায় না। সিন্ধু দেশের সমধিক দক্ষিণ ভাগ বহুলাংশে বালি মিশ্রিত ও সামান্যত লবণগর্ভ এবং নদী হইতে জল সিঞ্চনের উপায় বিরহে উত্তর-পূর্ব্বভাগ মরুভূমি। বোম্বাই প্রেসিডেন্‌সির অন্যান্য অংশের নদী তটস্থিত দেশ সকল অতিশয় উর্ব্বর। কঙ্কণের ভূমি শৈল্যময়। সমুদ্রের জল-সীমা হইতে ২০০০ ফিট উন্নত পূণা এবং অহম্মদনগর, মনো-হর উপত্যকা বাহিনী নদী সমূহের দ্বারা বিচ্ছিন্নকৃত। খান্দেশ বিলক্ষণ উর্ব্বর, সজল অথচ অনুচ্চ অফলা ও অদ্রি বিস্তৃত। কিন্তু ধারওয়ার, সেতারা এবং অন্য কতি-পয় প্রদেশের পূর্ব্ব ভাগ তদ্রূপ নহে বরং সমতল ক্ষেত্র বিমণ্ডিত।

উদ্ভিজ্জ। এখানকার মুখ্য ফসল তণ্ডুল, জোয়ারা, বাজ-রা, যব, কলাই, গোধূম, তদ্ভিন্ন অন্যান্য কতিপয় ইতর শস্য। দেশীয় তুলা নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আমেরিক তুলার কৃষি বিলক্ষণ ফলোপদায়ক হইয়াছে। ইক্ষু নানা স্থানে ও কাফি বেলগামে জন্মে। অপরাপর উৎপন্ন দ্রব্য তামাকু, তৈলবীজ, নীল, মসিনা, গোলআলু, এবং নানা প্রকার ফল। বোম্বাই রাজ্যে সেগুণ, সিমূল, মৌ নাম্মা বৃক্ষের ফুল চোয়াইয়া এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা দেশীয় লোকেরা মত্ততার নিমিত্ত সচরাচর ব্যবহার করে।

পূর্ব্বে এখানকার শিল্প-নির্ম্মিত দ্রব্যের কতক, গৌরব ছিল; কিন্তু বৃটেন দেশ-জাত নির্ম্মাণ-কৌশলের প্রতিযোগিতা ও সুলভ মূল্য প্রযুক্ত তাহার হ্রাসতা হইয়া গিয়াছে। সুরট অথবা সৌরাষ্ট্র সুত্র বস্ত্রের নিমিত্তে বহুকাল বিখ্যাত ছিল, এবং বুরহানপুরে পুর্ব্বে প্রভূত পট্ট বস্ত্র নির্ম্মিত হইত, কিন্তু উপরোক্ত কারণবশতঃ তাহা প্রায় রহিত হইয়াছে। পূণাতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই প্রেসিডেন্সির শিল্প-নির্ম্মিত দ্রব্য কেবল তত্তৎস্থানের প্রয়োজনোপযোগী বটে, ফলতঃ ভিন্ন দেশীয় বাণিজ্য কল্পে ন্যূন সমাদৃত হইয়া পড়িয়াছে।

বাণিজ্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাগ ও গ্রেট্ বৃটেন এবং অপরাপর দেশের সহিত এখানকার বিলক্ষণ বাণিজ্য সং-শ্রব আছে। বিদেশে যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হয়, তন্মধ্যে তুলা, ঊর্ণা, কাশ্মিরী শাল, মালব দেশ-জাত অহিফেণ, কাফি, গোলমরিচ, গজদন্ত এবং আটা অর্থাৎ বৃক্ষ নির্য্যাসই প্রধান। ভিন্ন দেশ হইতে আনীত দ্রব্য থান কাপড়, সুত্র, গুটিসুতা, ঊর্ণাসুত্র, ইহার সমধিক ভাগ গ্রেট বৃটেন হইতে আনীত, তদ্ভিন্ন ধাতু, ও চিন এবং পূর্ব্ব দেশ হইতে কাঁচা রেসম, চা, মদ্য এবং বীর নামক মদিরা বিশেষ আসিয়া থাকে।

পশ্বাদি। গুজরাট রাজ্যে অহম্মদাবাদের নিকট সাবর-মতী নদীর তীর ব্যাপিয়া জটাবিহীন এক প্রকার আশ্চর্য্য সিংহ দৃষ্ট হয়। ব্যাঘ্র এবং দ্বীপী নানা স্থানে বিস্তর এবং অতিশয় প্রাণ হন্তারক। তদ্ভিন্ন নেকড়িয়াবাঘ, তরক্ষু, উল্কামুখী, বন-বরাহ, বন-মহিষ, বন-গর্দ্দভ, শল্লকী, নীল-গো, বানর এবং অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তু এখানে অনেক

আছে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ঘোটক, মহিষ, উষ্ট্র; গো সমূহ, শূকর; মেষ এবং ছাগ ইহারাই অগ্রগণ্য।

নিবাসি লোক। এ রাজ্যের দক্ষিণাংশে প্রধানতঃ মহারাষ্ট্রদিগের অধিবাস ও তাহারা কৃষিকর্ম্মে নিবিষ্ট। ঘাট পর্ব্বতের মূলশ্রেণী হইতে নির্গত পূর্ব্বদিগ্‌গামী শাখা অবধি সেতারা নগরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত রামুসী নামক পার্ব্বত্য লোকের বসতি। ইহারা ভিন্ন জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত সভ্য ও সুশাসিত, এবং তাহাদিগের বসবাস কোলাপুরের দক্ষিণে কিম্বা বিজয়পুরের পূর্ব্বদিগে আর দৃষ্ট হয় না। ইহারা স্বতন্ত্র ভাষাবাদী নহে; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভাষা, রীতি, নীতি এবং পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। দক্ষিণ কঙ্কণ নিবাসি বহুলাংশ লোক মহারাষ্ট্র। ঐ অঞ্চল এবং তাহার পূর্ব্বদিগে ঘাটের ও ডেকানের কিয়দংশ এই জাতীয়দিগের নির্দ্দিষ্ট আদি বসতি স্থান। তপতী উপত্যকার অধিকাংশে ও খান্দেশের সন্নিকটে ভীলেরা বাস করে, ইহারা তৎপ্রদেশ-বাসী সমুদয় লোকের অষ্টম ভাগ। ততোহধিক পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বরুচ, অহম্মদাবাদ, সৌরাষ্ট্র ও কায়রা প্রদেশে এই আদিনিবাসি লোকদিগকে কুলি, দুঞ্জা, চৌধুরি, দুব্‌লা এবং কুন্বী আখ্যানে বিখ্যাত কতক গুলিন অসভ্য জাতির সহিত মিলিত দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন গ্রাসিয়া (আদিম জাতি হইতে অপেক্ষাকৃত অসভ্য-দশাগ্রস্ত) ভোরস, (মুসলমানদিগের এক শ্রেণী বিশেষ) সিন্ধিয়ান এবং বিলুচি লোক বসতি করে। বোম্বাই নগরে ও তন্নিকটে বহু সঙ্খ্যক ইউরোপীয় ও বিস্তর পাসী এবং কতকগুলিন য়িহুদী লোকের অধিবাস আছে।

প্রচলিত ভাষা। প্রেসিডেন্সির দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব-ভাগে মহারাষ্ট্রী ও কানারী এবং উত্তরে গুজরাটী, বিলুচী ও সিন্ধিয়ানী ভাষা প্রচলিত। পারস্য এবং উর্দ্দু ভাষা বাণিজ্য ব্যবসায়ে ও শিষ্টাচারে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এতাবৎ ব্যতিরেকে মাড়ওয়ারী ও পোর্ত্তগিস এবং আরব্য ভাষাও চলিত আছে।

দেশীয় রাজাদিগের রাজ্য ব্যতীত বোম্বাই প্রেসিডেনসি নিম্ন লিখিত কতিপয় কালেক্টরিতে বা প্রদেশে বিভক্ত।

যথা।

কালেক্টরি বা প্রদেশ		প্রধান নগর
অহম্মদাবাদ	.....	অহম্মদাবাদ, জম্বু, দেগাঁ।
বেলগাম	.....	বেলগাম, কিটুর, গোকাক।
বোম্বাই	.....	বোম্বাই, বাসীন, সালসেট, উরণ, কোলাবা, চৌল।
বরুচ	.....	বরুচ, অহম্মদ, ওলপার।
ধারওয়ার	.....	ধারওয়ার, মূলগুন্দ, নৌলগুন্দ।
হয়দরাবাদ	.....	হয়দরাবাদ, টট্টা, হালা।
কাইরা	....	কাইরা, মাহতর, নরিয়াদ।
খান্দেশ	... .	খান্দেশ, ধূলিয়া, মালিগম তাল্‌নীর।
করাচি	....	করাচি, পিপ্পল।
পূণা	....	পূণা, জেজুরী; তলিগ্রাম।
রত্নগিরি	....	রত্নগিরি, দেওগড়, বিজয়গড়, ঘিরিয়া।

সেতারা .... সেতারা, মাথীর, পন্দরপুর।
শিকারপুর ... . শিকারপুর।
সোলাপুর ...... সোলাপুর, আকলকোট।
সুরট বা সৌরাষ্ট্র ...... সুরট বা সৌরাষ্ট্র, বাসণ্ডা।
তান্না বা টানা ...... তান্না বা টানা, গোরা, কল্যানী।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্‌সির উত্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্‌সি, নিজামের রাজ্য, বেরার রাজ্য, এবং বাঙ্গালার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমাবর্ত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজাদিগের অধিকার; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগর; দক্ষিণে ভারত সাগর, এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ও পশ্চিমে আরব সাগর। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা দৈর্ঘ প্রিয়াঘী হইতে কন্যাকুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত ৯৫০ মাইল, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাশস্ত্য মান্দ্রাজ হইতে গোলামেলী পর্য্যন্ত প্রায় ৪৫০ মাইল।

ইহার উপকুলভাগের একাংশে আরব সমুদ্র অন্যাংশে বঙ্গোপসাগর, এবং উভয়ের মধ্যভাগে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভারত সাগর। সমুচয়ের দীর্ঘতা ১৭২৭ মাইল কিন্তু ইহার মধ্যে বোম্বাই অথবা হুগলীর ন্যায় কোন কোল বা বন্দর নাই। মলয়াবর তটস্থিত কোচিন বন্দরে গভীর জল আছে বটে, ফলতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায় প্রবাহিত হইলে, বৎসরের মধ্যে অনেক মাস পর্য্যন্ত তথায় বড় জাহাজ লাগান করিতে পারা যায়না। যে সকল জাহাজ কেবল ১০ বা ১২ ফিট জল ভাঙ্গে তাহা মঙ্গলুর বন্দরে নির্ব্বিঘ্নে থাকিতে পারে।

মলয়াবর তট ব্যাপিয়া ছোট ছোট খাড়ী ও বন্দর অনেক আছে। গোলামেলী হইতে মঙ্গলুর পর্য্যন্ত সমুদয় উপকূল সচরাচর নতোন্নত এবং শিলাময়। মঙ্গলুর হইতে দিল্লি-গিরি পর্য্যন্ত গভীর ও বালুকাময়। মলয়াবর তট দিল্লি-গিরি হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাকুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা গভীর এবং পঙ্কিল অথবা বালুকাময়, মধ্যে মধ্যে বহু-তর অগভীর খাল ভূভাগের অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করি-য়াছে, ইংরাজেরা তাহাকে ব্যাকৃওয়াটর কহিয়া থাকেন। কন্যাকুমারী অন্তরীপ অনুন্নত ও বালুকাময়; ইহার উত্তরপূর্ব্ব তটভাগে কদাচিৎ ১৬৬ মাইল পর্য্যন্ত জাহাজ গতিবিধি করিতে পারে। তদন্তে আদমের সেতু অর্থাৎ সেতুবন্ধ নামক বালুকাস্তূপ, ভারতবর্ষের মহাদ্বীপ হইতে লঙ্কা দ্বীপের সমীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকাতে, উত্তরদিগে জাহাজ গমনা-গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। তিন্নিবলী ও মাদুরার সমুদয় সমুদ্রতীরভাগ সামান্যতঃ নিম্ন দার্ষদ অর্থাৎ শিলাময় এবং মগ্ন গিরির দ্বারা পরিবেষ্টিত। করমণ্ডল তটে কালি-মীর টেঁক হইতে গোন্দগাম পর্য্যন্ত জাহাজ রক্ষার নিমিত্তে ব্লাকউড্ নামক কোল ব্যতীত আর কোন বন্দর নাই। পোর্ট নভ অর্থাৎ নব বন্দর, কদলুর, পণ্ডিচরী, সাদ্রাজ, মান্দ্রাজ, গোন্দগাম এবং তট ব্যাপী অন্যান্য কতিপয় ন্যূন প্রয়ো-জনাই জাহাজী স্থানে, প্রকাশ্য সমুদ্রে বঙ্গোপসাগরের প্রবল তরঙ্গ মধ্যে জাহাজ নঙ্গর করিয়া রাখিতে হয়। গোন্দগাম হইতে বিশখাপাটন প্রদেশের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত গোল-কণ্ডা তট বিস্তৃত, তন্মধ্যে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদী শাখা-সমূহের সমুদ্র সঙ্গম স্থান। গোলকণ্ডা তটসীমার পর

অবধি উড়িষ্যা তটের আরম্ভ, তাহা উত্তুঙ্গ ও দার্ঘদ তাহার মধ্যে মধ্যে অনধিক উচ্চ অথচ নতোন্নত গিরি সংঘ আছে।

খনিজ। অপরিষ্কৃত আকরিক লৌহ অনেক স্থানে পাওয়া যায়। মলয়াবর প্রদেশে বেইপুরের নিকটে এক লৌহ কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন আর্কাটের দক্ষিণে পোর্ট নভ সন্নিধানে বহু পরিমাণে লৌহ দৃষ্ট হয় তথাতেও এক বৃহৎ লোহার খানা সংস্থাপিত আছে। ম্যাঙ্গানিজা মহীশুর ও বল্লারী প্রদেশে এবং নীলগিরিতে দেখা যায়। তাম্র নেল্লুরে ও পূর্ব্ব ঘাটের নানা স্থানে এবং বল্লারীতে পাওয়া গিয়া থাকে। রসাঞ্জন মহীশুরে এবং রৌপ্য মাদুরাতে ও মহীশুর উভয় দেশেই সামান্যতঃ আকরে উৎপন্ন হয়। সচরাচর মধ্যবিত মূল্যের হীরক কখন কখন রাজমহেন্দ্র, গন্তুর এবং বিশখাপাটনের বালিয়া প্রস্তর মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। পদ্মরাগমণি সকল প্রদেশেই যথেষ্ট দৃষ্ট হয়। চিন্নুরের নিকটে গোদাবরী নদীতীরে কয়লা উৎপন্ন হয়।

জল-বায়ু। ধরা-পৃষ্ঠের বিভিন্ন উচ্চতা এবং দেশীয় অন্যান্য অবস্থার দ্বারা, অক্ষাংশের তারতম্য অপেক্ষা জল-বায়ুর সমধিক বৈলক্ষণ্য অনুভব হয়। সমুদ্রের জলসীমা হইতে ৬০০০ অবধি ৭০০০ ফিট উচ্চতম অধিত্যকা অর্থাৎ নীলগিরি গুচ্ছ চূড়ার ভঙ্গিমমতি পৃষ্ঠদেশ, সম-কটি-বন্ধ বিরাজিত উৎকৃষ্ট ভাগের মনোহর জলবাতাস সম্ভোগ করে; এবং পশ্চিমঘাট সান্নিধ্য প্রযুক্ত সামুদ্রিক-বায়ু দ্বারা কানারা ও মলয়াবর তটের গ্রীষ্ম উপসমীকৃত হয়। পূর্ব্বতটে গ্রীষ্ম-কালের প্রথমেই অতিশয় গ্রীষ্ম হইয়া থাকে, এবং মছলিপাটন

প্রদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান স্থান বলিয়া কথিত আছে। বিশেষতঃ পূর্ব্ব ঘাটের কণ্ঠদেশ হইতে প্রবলবেগে বায়ু প্রবহমান হইয়া, কর্ণাটের দগ্ধপ্রায় সন্তপ্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করাতে, উক্ত প্রদেশ অধিকন্তু আর্কাট, চিঙ্গ্‌লিপট্টু ও নেল্লুর প্রদেশ গ্রীষ্মাতিশয্য ও পরিশুষ্ক বায়ুর নিমিত্তে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছে।

বিপরীত মৌসুমী বায়ুর নিয়মিত পরিবর্ত্তন হেতু ভারতবর্ষীয় এই ভাগের জল-বায়ুর অতিশয় চমৎকার অবস্থা হইয়া থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যাহা বসন্তের শেষ মাস অথবা গ্রীষ্মের প্রথম হইতে প্রবহন আরম্ভ হয়, তাহার প্রাবল্য সময়ে মলয়াবর এবং কানারা প্রদেশে মেঘে রাশি রাশি বৃষ্টি বর্ষণ করে ; অথচ ঐ মেঘের ভূরিভাগ পর্ব্বত পঁক্তির উপর দিয়া গমনের পথ পাইয়া, মহীশুরের অধিত্যকাতে ও দানপ্রাপ্ত প্রদেশে এবং নিজামের রাজ্যে বর্ষণ করাতে; কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী এবং অন্যান্য নদী স্ফীত হইয়া, যে কালে আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত না হয় তাদৃশ সময়ে উর্ব্বরতা সম্পাদক স্রোতনিকর কর্ণাট ও করমণ্ডল উপকূলে পরিব্যাপ্ত হয়। পশ্চিম ঘাটে অসীম বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, তাহার কোন কোন ভাগে বৎসরের প্রায় নয় মাসই বর্ষা ঋতুতে অতিবাহিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমের মৌসুমের তীরোভাব হইলেই উত্তর-পশ্চিম মৌসুম সমাগত হয়, এবং কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস ব্যাপিয়া প্রবহমান থাকে। কিন্তু উপরোক্ত মৌসুম অপেক্ষা ইহাতে ন্যূন পরিমাণে বৃষ্টি আনয়ন করে।

উদ্ভিজ্জ। এ প্রদেশের বহুমূল্য স্বভাবজাত উৎপন্ন জাহাজ নির্ম্মাণোপযোগী বাহাদুরী কাষ্ঠ, তাহা মলয়াবর, ত্রিবাঙ্কোড়, কানারা এবং পূর্ব্ব ঘাট অঞ্চলের অরণ্যানীতে যথেষ্ট হয়। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন এক শত প্রকার গুঁড়িকাষ্ঠ তথায় জন্মে, তত্তাবতের মধ্যে টীক অথবা সেগুণ কাষ্ঠই প্রধান। মলয়াবর ও কুর্গ রাজ্যের বনলব্ধ চন্দন কাষ্ঠের অধিকাংশ চীন দেশে নীত হইয়া থাকে। খাদ্য শস্যের মধ্যে কানারা, মলয়াবর, তিন্নিবলী, তাঞ্জোর এবং রাজমহেন্দ্রের পলি ভূমিতে ভূরি পরিমাণে উত্তম তণ্ডুল জন্মে। ভুট্টা, নানা জাতীয় তৈলবীজ, কলাই, অলাবু, কাঁকুড়, কুষ্মাণ্ড, শসা ইত্যাদি জাতীয় গুল্ম, চুপড়ী আলু, রম্ভা, নারিকেল, তালের তাড়ি, তামাকু এবং চিনি প্রচুর উৎপন্ন হয়। তুলার চাস অতি যত্নের সহিত করিতে হয়, এবং বিনা চাসেতেও উৎকৃষ্ট নীল জন্মে। গোল মরিচ মলয়াবর তট হইতে এবং কুর্গ ও কোচিনের উপত্যকা হইতে আনীত হয়, এবং বড় এলাইচ ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ভূমি। সমুদ্র তট ব্যাপিয়া অফলা পতিত ভূমি। নিম্ন ভূমি ইক্ষু এবং পার্ব্বত্য ভাগ তুলা চাসের নিমিত্তে উপাদেয়। নিম্ন কর্ণাটের অভ্যন্তরবর্ত্তি অধিকাংশ ভূমি সামান্যতঃ লবণ-গর্ভ। মান্দ্রাজের চতুঃপার্শ্বস্থ যে সকল ভূমি উত্তম রূপে কর্ষিত ও জলাভিষিক্ত হয়, তাহাতে বিলক্ষণ ধান্য জন্মিয়া থাকে। কর্ণাটের উত্তর ভাগে কেবল লগ্ন ও ধূলিময় প্রান্তর ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঞ্জোর সুন্দর সুকর্ষিত ও সুফল শালী। মাদুরার অভ্যন্তরবর্ত্তি ভূমি

কৃষ্ণবর্ণ ও উর্ব্বর। কুর্গগিরি সমাকীর্ণ ও বনাচ্ছন্ন প্রদেশ বটে কিন্তু উর্ব্বর। মলয়াবরে অনুন্নত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের মধ্যস্থিত উপত্যকা সকল অত্যন্ত শস্য শালিনী। কানারার অধিকাংশ উত্তম রূপে কর্ষিত এবং তণ্ডুল, গুবাক, গোল মরিচ, বড় এলাইচ এবং কদলি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

শিল্প-কর্ম্ম। এদেশে শিল্প দ্রব্যের প্রাচুর্য্য ও প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না। প্রধান প্রধান শিল্প-জাতের মধ্যে তুলা, রেসম, মল্ মল্ কাপড়, গালিচা, লৌহ, লবণ এবং সোরাই অধিক।

পশ্বাদি। পশ্বাদি বিষয় তাদৃশ সুশ্রুনীয় ও সুপরিজ্ঞাত নহে। বন পশুর প্রধান তরক্ষু, উল্কামুখী, শৃগাল, শশক, কৃষ্ণসার এবং মহিষ। গৃহ পালিত পশুর মধ্যে মেষ, গো, অজা, মহিষ, শূকর, অশ্ব ও গর্দ্দভ ইহারাই শ্রেষ্ঠকল্প। পাল্য পক্ষীও নানাপ্রকার দেখা যায়।

বাণিজ্য। এ রাজ্যের বাণিজ্য অতি যৎসামান্য। ইউরোপ, আমেরিকা, আসিয়ার দ্বীপ সমূহ, চীন, ব্রহ্ম দেশ, কলিকাতা এবং সিংহলের সহিত ইহার বাণিজ্য চলিয়া থাকে। মুখ্য প্রেরিত দ্রব্য সাদা ও রঞ্জন কাপড়, কাফি, গোল মরিচ, নীল এবং বাহাদুরী কাষ্ঠ। আনীত দ্রব্য প্রধানতঃ বাঙ্গালা হইতে তণ্ডুল ও অন্যান্য শস্য, গ্রেটব্রটেন্ হইতে সুতার থান; কাপড়, ধাতু ও মদিরা। বাঙ্গালা এবং চীন হইতে কাঁচা রেসম, মালাই দেশ হইতে সুপারি, স্বর্ণ রেণু, রাঙ্গ ও গোলমরিচ। মলয়াবর হইতে তণ্ডুল ও গোল মরিচ এবং পেগু হইতে সেগুণ কাষ্ঠ।

অধিবাসি লোক। নিবাসি লোক নানা শ্রেণীভুক্ত হিন্দু ও মুসলমান, কতকগুলিন খৃষ্টান এবং য়িহুদীও আছে।

ভাষা। প্রধান ভাষা তামল, তিলগু বা তৈলঙ্গী, কানারী, মালাই এবং অল্পাংশে উড়িয়া। তদ্ভিন্ন আদিনিবাসি জাতিদিগের মধ্যে চলিত এক প্রকার ভাষা ব্যবহৃত হয়।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি নিম্নলিখিত কালেক্টরিতে বিভক্ত।

যথা—

কালেক্টরি	প্রধান নগর
আর্কাট (উত্তরভাগ)	আর্কাট, চিতোর, কলাস্তূ।
আর্কাট (দক্ষিণভাগ)	বেলপুর, কদলুর, পোর্ট নভ।
বল্লারী	বল্লারী, রাইদুর্গ, গুতী।
কানারা	মঙ্গলুর, বিলগী, নাগর।
চিঙ্গলিপট্টু	চিঙ্গলিপট্টু, সাদ্রাস, আর্ণী।
কৈম্বাটুর	কৈম্বাটুর, উতকামুণ্ড, পৌনানী।
কডাপা	কডাপা, কালিগিরি, ভাইমপট্টী।
গাঞ্জাম	গাঞ্জাম, শিকাকোল গুমশুর।
গন্তুর	গন্তুর, বেলমকোণ্ডা; রাপালী।
কর্ণৌল	কর্ণৌল, নন্দীয়াল।
মান্দ্রাজ	মান্দ্রাজ, সেইণ্টজর্জ দুর্গ, পুলিকাট্।
মাদুরা	মাদুরা, দিন্দীগল, রামনাথ।
মলয়াবর	কানানূর, কালিকট্, তেল্লিচরী।
মছলিপাটন	মছলিপাটন, এলুর, মাদাপুলম।
নেল্লুর	নেল্লুর, ওঙ্গোল, কারাভেলুর।
রাজমহেন্দ্র	রাজমহেন্দ্র, করিঙ্গা, আলাপুদী।
সালেম	সালেম, আতুর।

তাঞ্জোর	.....	তাঞ্জোর, তৈলঙ্গবাড়, কালি-মীর টেঁক।
তিন্নিবলী	.....	তিন্নিবলী, পালমকোটা, তুতীকরণ।
ত্রিচিনাপল্লী	.....	ত্রিচিনাপল্লী, দাসাইপুর, কূরম।
বিজিগাপাটন বা বিশখাপাটন।		বিশখাপাটন বা বিজিগাপাটন, কোনারা, গোলকণ্ডা।

পঞ্চম অধ্যায়।

সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন রাজ্য।

গত অধ্যায়ে বিবৃত রাজ্য সকল যাহা বিদ্যমান রাজ-নিয়মানুসারে, বাঙ্গালার, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ও পঞ্জাবের লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর-ত্রয়ের, এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজ রাজধানীর গবর্ণর-দ্বয়ের নিয়মিত শাসনাধীন, তদ্‌ব্যতিরেকে পশ্চাতে্য় লিখিত রাজ্য ও প্রদেশ সমূহ সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের অর্থাৎ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হুজুর কৌন্‌সলের কর্ত্তৃত্বাধীন বশতঃ তত্তাবতের রাজকার্য্য সুপ্রিম গবর্ণমেণ্ট অথবা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত এবং তদাদেশ পরতন্ত্র কমিস্যনর, এজেণ্ট এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টগণের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। তদ্‌যথা, অযোধ্যা, নাগপুর, পেগু, মার্ত্তাবান তানাসরিম, মোহানাবর্ত্তি উপনিবেশ, হায়দ্রাবাদের দত্ত প্রদেশ এবং কূর্গ।

অযোধ্যা।

অযোধ্যার উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব্বদিগে নেপাল রাজ্য, পূর্ব্বদিগে গোরক্ষপুর, দক্ষিণ-পূর্ব্বদিগে আজিমগড় ও জোয়ানপুর, দক্ষিণে এলাহাবাদ, দক্ষিণ-পশ্চিমে দোয়াব অর্থাৎ অন্তর্ব্বেদ তন্মধ্যে ফতেপুর, কাণপুর ও ফরক্কাবাদ প্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিমে সাহাজাহানপুর। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব

হইতে উত্তর-পশ্চিমে দীর্ঘতা ২৭০ মাইল, প্রশস্ততা ১৬০ মাইল ও পরিমাণ ফল ২৩৭৩৮ বর্গ মাইল। ইহার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্বভাগ, যাহা অনু-হিমালয়ের মূল সংলগ্ন অথবা শিবালিক পর্ব্বত শ্রেণীর অনুবৃত্তি, তাহা অদ্যাপি ইউরোপীয়-দিগের দ্বারা সুন্দররূপে আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং তরাই নামক বনাকীর্ণ জলাভূমি হিন্দুস্থানের ঐ অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে; তথায় এরূপ মারাত্মক দুষ্ট বাষ্পোদ্গম হইয়া থাকে যে সে স্থান মনুষ্য বাসোপযোগী নহে।

অযোধ্যা প্রদেশের ধরা-পৃষ্ঠ সচরাচর উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিগে হেলায়মান সমতল ক্ষেত্র, এবং তজ্জন্যই সেই অভিমুখে প্রধান প্রধান নদীর স্রোত প্রধাবিত হয়। তদ্যথা, গঙ্গা, চৌকা, রামগঙ্গা, সরযূ অথবা গোগরা, গুম্তী এবং সাঈ।

এ প্রদেশে বৎসরের অধিকাংশ ব্যাপিয়া পরিশুষ্ক বায়ু প্রবাহিত হয়, অথচ মধ্যে মধ্যে উহার গুণ পরিবর্ত্ত হইয়া কখন অধিক শীত কখন অত্যন্ত গ্রীষ্ম উৎপাদন করে। শীত ঋতু অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিয়া বিলক্ষণ আমোদজনক ও স্বাস্থ্য সম্পাদক হয়; অথচ কখন কখন এতাদৃশ হিমবিশিষ্ট হইয়া থাকে, যে কোন কোন সময়ে অগভীর জলের উপরে তরল তুষার দৃষ্ট হয়। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় গ্রীষ্ম প্রধান মাস; অহরহ দুই প্রহর বেলার সময় পশ্চিমাগত বায়ু-বিমিশ্র ধূসরবর্ণ লঘু বালুকা উড্ডীন হইয়া আকাশকে ঘোরাল করে এবং এমত উষ্ণতা ও পরিশুষ্কতা জন্মায় যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্রব্যাদি ফাটিয়া যায়। অথচ সূর্য্যাস্ত অবধি তাপমানের সচরাচর ক্রমশঃ

হ্রাসতা অনুভূত হয়। কখন কখন চিকুর, ঝঞ্ঝনা এবং বৃষ্টি-পাত সহযোগে ঝটিকা উপস্থিত হইয়া অতিশয় হানি করে।

পশ্বাদি। তরাই অরণ্যানীতে হস্তী, গণ্ডার, ভল্লূক বন-গো, বনবরাহ এবং হরিণ অবস্থিতি করে। গ্রামনিচয়ে দৃশ্য অরণ্য-জন্তু ব্যাঘ্র, নেকড়েবাঘ, তরক্ষু, শৃগাল, উল্কামুখী, শশক, মৃগ, নীল গো, বন্য শূকর, শল্লকী, জল-মার্জ্জার, কাট্‌বিড়াল, মূষিক, বনবিড়াল এবং বাদুড়।

উদ্ভিজ্জ। প্রধান খাদ্য শস্য গোধূম, যব, চনক, অনুত্তম তণ্ডুল, মিলেটএবং ভুট্টা। তদ্ভিন্ন অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য শর্ষপ, তিলও অপরাপর তৈলবীজ, কুসুম ফুল, ইক্ষু, গোলআলু, অহিফেণ, সম্বিদা গৃঞ্জন, চরস, তামাকু এবং তুলা ইত্যাদি।

নিবাসি লোক। অযোধ্যাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, (তন্মধ্যে রাজপুতেরা প্রধান পদস্থ) এবং অধিকাংশ শীয়া-মতাবলম্বী মুসলমানেরাই মুখ্য প্রজা। ইহারা তাবতেই রণদক্ষ।

ভাষা। এখানে আরব্য ও পারস্য মিশ্রিত উর্দ্দু এবং হিন্দুস্থানী ভাষা প্রচলিত।

মৃত্তিকা। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বর, জল সিঞ্চনের এবং সঞ্চালনের সদুপায় আছে বলিয়া প্রত্যেক ভাগের কল্যাণার্থে স্বচ্ছন্দরূপে বারি প্রোক্ষিত হইয়া থাকে।

নিম্নলিখিত প্রদেশে এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের নামানুযায়ি প্রধান নগরে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই রাজ্য বিভাগীকৃত হইয়াছে। যথা—লক্ষ্ণৌ, রায়বিরিলী, হরদীন, বেরাইচ, প্রতাপগড়, সুল্‌তানপুর, সীতাপুর, ফৈজাবাদ, দুরিয়াবাদ, শুখন্‌পুর, উনাম এবং গোন্দা। অত্রত্য রাজ-কার্য্য এক জন কমিস্যনর ও তাঁহার অধীন কর্ম্মচারিগণের

দ্বারা সম্পাদিত হয়। অযোধ্যার আর আর প্রধান নগরের নাম অযোধ্যা, কোমরপুর, ইমাম গাঁ, মাণিকপুর, বার্গ- খৈরাবাদ, তাণ্ডা, সাহাজাদপুর, বিশ্‌ওয়া, এবং রসুনাবাদ।

বেরার অথবা নাগপুর।

বেরারের অধিকাংশ, গোন্দওয়ানা এবং দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগের বহুতর প্রশস্ত ও বনভূমি লইয়া নাগপুর রাজ্য পরি- গণিত। ইহার উত্তরে সাগর, নর্ম্মদা প্রদেশ এবং দেশীয় রাজাধীন কোরিয়া রাজ্য; পূর্ব্বদিগে শিরগুজা, সম্বলপুর ও উদয়পুর প্রদেশ এবং দেশীয় রাজাধীন রাইগড়ের ক্ষুদ্র রাজ্য নওয়াগদা, কোহান্দী এবং জয়পুর নামক পার্ব্বত্য- জমিদারী; দক্ষিণ-পশ্চিমে হায়দ্রাবাদ অথবা নিজামের রাজ্য এবং পশ্চিমে হায়দ্রাবাদ, সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশ। ইহার গরিষ্ঠ দৈর্ঘ্য উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৬৮ মাইল এবং প্রাশস্ত্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত ২৭৮ মাইল এবং পরিমাণ ফল ৭৬৪৩২ বর্গ মাইল। ইহা সামান্যতঃ বিলক্ষণ উন্নত প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিগ ক্রমশঃ প্লবন। বিন্ধ্য পর্ব্বতের কিয়দংশ ইহার উত্তরভাগ ভুক্ত, দক্ষিণভাগ যতই দক্ষিণদিগে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ততই ন্যূন বন্ধুর দৃষ্ট হয় এবং পরিশেষে এক বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র- রূপে পরিণত হইয়া সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১০৫০ ফিট ঊর্দ্ধ দেশে অবস্থিত আছে। উত্তর-পূর্ব্বদিগে অমরকণ্টক ৩৪৬৩ ফিট উচ্চ। ইহার দক্ষিণব্যাপী উন্নত ভূভাগ লাঞ্জীগিরি আখ্যানে বিখ্যাত। লাঞ্জী শ্রেণী এই রাজ্যকে দুই বিস্তীর্ণভাগে বিভাগ করিতেছে। তাহার এক ভাগ উত্তর-পূর্ব্বদিগে অপরাংশ

দক্ষিণ-পশ্চিমে বিরাজিত। রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে সমুদয় দেশের তৃতীয়াংশ লইয়া বস্তারের রাজ্য অথবা বিস্তৃত জমিদারী প্রতিষ্ঠিত, তাহা অরণ্য ও পর্ব্বতে সমাকীর্ণ তথায় আদিনিবাসী গোঁড় জাতীয়েরা বসতি করে।

প্রধান নদী ওয়াইন গঙ্গা বা অনুগঙ্গা, মহানদী, বরদা, কান্হান এবং শিউ।

অধিবাসী লোক ব্রাহ্মণ, গোঁড় এবং মুসলমান। গুড়ী ভাষা সমুদয় দেশ ব্যাপিয়া কথোপকথনে ব্যবহৃত হয় বটে, ফলতঃ তাহা অত্যন্ত কর্কশ ও লেখ্য বর্ণমালাদি বিবর্জ্জিত, অন্য কতিপয় প্রদেশে কোল জাতীয়দিগের এক প্রকার বিশেষ ভাষা আছে তাহাই প্রচলিত। উত্তর ভাগের চলিত ভাষা হিন্দী, মহারাষ্ট্রী ও গুড়ী মিশ্রিত। পূর্ব্বাংশে উড়িয়া ভাষা ও দক্ষিণে তৈলঙ্গী ভাষা একাংশে ব্যবহৃত। মহারাষ্ট্রীয় ভাষা রাজধানীস্থ সমুদয় বিচারালয়ে এবং রাজকর্ম্মকারিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইত।

নাগপুর রাজ্য একজন কমিস্যনরের অধীনে পশ্চাল্লিখিত প্রদেশে বিভক্ত; যথা, নাগপুর, চান্দা, চান্দওয়ারা; ভণ্ডারা এবং রাজাপুর; উপরোক্ত নামিক নগর ব্যতীত রত্নপুর, রাইপুর, এবং গাবুলগড়, ও নারনালা নামক দুর্গদ্বয়।

পেগু, মার্ত্তাবান এবং তানাসরিম রাজ্য।

ব্রহ্মদিগের নিকট হইতে বিগত যুদ্ধের ফল স্বরূপ লব্ধ যে পেগু রাজ্য তাহার উত্তরে ব্রহ্ম রাজ্য, পূর্ব্বদিগে সীতাং নদী, যদ্দ্বারা তানাসরিম রাজ্য পৃথক্কৃত হইয়াছে; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ইউমাদূরং পর্ব্বত

যৎকর্ত্তৃক আরাকান প্রদেশ পৃথক্কৃত হইয়াছে। ইহা উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘে ২৪০ মাইল ও প্রস্থে ১৭০ মাইল এবং ইহার পরিমাণ ফল ৩২৩০০ বর্গ মাইল। প্রধান নদী ঐরাবতী, তাহা এই রাজ্য বহিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। প্রোম নগরের কিয়দ্দুর নিম্নে ঐ নদী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া সমধিক পূর্ব্ব শাখা রেঙ্গুন নগরের এবং পশ্চিমের শাখা বাসিন নগরের নিকট দিয়া নির্গত হইয়াছে।

পেগু রাজ্য পশ্চাতের লিখিত কতিপয় প্রদেশে বিভক্ত, যথা—রেঙ্গুন, বাসিন, প্রোম, হেঞ্জাদা, তুঙ্গু এবং থরাবাদী। সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের অধীন এক জন কমিস্যনরের দ্বারা এখানকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ১৮৫৮।৫৯ খৃষ্টাব্দে লোক সংখ্যা ৮৯০৯৭৪ জন গণিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বর্ম্মীয়, করিয়ান, তালাইং, শান, খৈং, যাবাইং, হিন্দুস্থানীয়, চিনীয়, ইউরোপীয়, য়িহুদীয়, ও অন্যান্য জাতীয় লোক আছে।

তানাসরিম এবং মার্ত্তাবান রাজ্য।

বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব উপকূল ব্যাপিয়া তানাসরিম ও মার্ত্তাবান রাজ্য, তন্মধ্যে য়্যামহর্ষ্ট, মৌল্মিন, তাভয়, মার্‌-গুই এবং মার্ত্তাবান প্রদেশ অবস্থিত।

ইহার উপকূলভাগ সচরাচর উন্নত ও দার্ষদ এবং সমুদ্রের ধারে ধারে অনেক স্থানে বহুতর দ্বীপ আছে। দক্ষিণে মার্‌গুইর সম্মুখে মারগুই দ্বীপপুঞ্জ নামে কতকগুলিন দ্বীপ আছে। বড় বড় নদীর বদ্বীপস্থিত পললময় ভূমি ধান্য

চাসের বিশেষ উপযোগী, তদ্ভিন্ন উপকূলভাগের অধিকাংশ স্থান বৃহৎ অরণ্যে ও দুর্গম বনে পরিপূর্ণ।

এই দেশ সচরাচর পর্ব্বতাকীর্ণ কিন্তু বড় বড় সমতল ক্ষেত্র বা উপত্যকাও আছে, তাহার মধ্যে মধ্যে অন্তর্ভেদ করিয়া অনেকগুলিন মনোহর ও দেশোর্ব্বরকর নদী প্রবাহিত হইতেছে, তত্তাবতের মধ্যে সাল্‌উইন; সীতাং, আত্তারাণ এবং তানাসরিম নদী প্রধান। প্লাবনাধীন স্থল ব্যতিরেকে প্রায় সমস্ত ভূমিই বহুমূল্য ও প্রকাণ্ড দ্রুমাবলি পূর্ণ নিবিড় বনাচ্ছন্ন। এখানে উৎকৃষ্টতর কয়লা বিস্তর পাওয়া যায়। লৌহ অনেক জন্মে, রাং সচরাচর দেশের সর্ব্বত্রই বিস্তৃত। স্বর্ণ, সীসা এবং রসাঞ্জন স্বল্প পরিমাণে প্রাপ্তি হয়। মারগুই দ্বীপপুঞ্জের দুই দ্বীপে তাম্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

উদ্ভিজ্জ। তুলা, ধান্য, ইক্ষু, তামাকু, পর্ণ অর্থাৎ পাণ, নারীকেল, তিল, আনারস, আম্র, কাঁঠাল, কমলা, বাতাবি, জম্বীর ও কলম্বু লেবু; তরমুজ, অলাবু এবং পেয়ারা, উৎপন্ন হয়; তদ্ব্যতীত সমুদয় অরণ্য ব্যাপিয়া বাহাদুরী কাষ্ঠ জন্মে। এই সকল রাজ্যের সেগুণ কাষ্ঠ অতি উত্তম। বাঁশ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। চন্দন কাষ্ঠ দক্ষিণ অঞ্চলে এবং মার-গুই দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন দ্বীপে দৃষ্ট হয়। কর্পূর বৃক্ষ এবং নানা জাতীয় মসলা প্রচুর পরিমাণে উদ্ভব হইয়া থাকে।

জল-বায়ু। উপকূলের জল-বায়ু রোগিদিগের পক্ষে বিলক্ষণ স্বাস্থ্য কর। বর্ষা এবং শুষ্ক এই দুই ঋতুতেই বৎসর অতিবাহিত হয়; তন্মধ্যে প্রথম উল্লিখিত কাল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুম সমাগমে প্রায় আষাঢ় হইতে আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিক পর্য্যন্ত থাকে, তৎপরেই শেষোক্ত ঋতুর অধিকার। প্রচণ্ড

তর গ্রীষ্ম বৈশাখ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, ঐ সময় অতিশয় ভয়াবহ ও নিদারুণ ক্লেশকর।

পশ্বাদি। বৃহৎ বৃহৎ হস্তী অপর্য্যাপ্ত। ব্যাঘ্র ও নানা জাতীয় খড়্গী অরণ্যে যথেষ্ট দৃষ্ট হয়।

লোক বসতি। নিবাসি লোকের অধিকাংশ তালাইন, তদ্ভিন্ন কারিয়ান, বর্ম্মা, টৌংথো, চিনীয়, মালাই, য়িহুদী এবং ইউরোপীয় লোক অধিবাস করে। তালাইন ও বর্ম্মারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী। কারিয়ানেরা আদিনিবাসি, তাহাদিগের উপাসনার কোন বিধি বিধান নাই। অদ্বিতীয় জগদীশ্বরের অস্তিত্ব কল্পে দুর্ব্বল আস্থা এবং পরকালের ভাবনা মাত্রই নাই। তানাসরিম এবং মার্ত্তাবান প্রদেশ এক জন কমিস্য-নরের শাসনাধীনে সন্নিবিষ্ট। বিগত ১৮৫৮।৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রজা সংখ্যা ৩৩২০৪৬ জন।

ষ্ট্রেটস্ সেটল্‌মেন্ট অর্থাৎ প্রণালী উপনিবেশ।

সিঙ্গাপুর ও পিনাঙ্গ এই দুই দ্বীপ এবং মালাক্কার কতক অঞ্চল লইয়া প্রণালী উপনিবেশ অর্থাৎ ইংরাজিতে ষ্ট্রেটস্ সেটলমেণ্ট আখ্যানে পরিগণিত হইয়াছে।

সিঙ্গাপুর। মালাই প্রায়দ্বীপের দক্ষিণাংশে মালাক্কা প্রণালীতে অবস্থিত এই দ্বীপ দীর্ঘে ২৬৷৹ মাইল গরিষ্ঠ প্রস্থে ১৩ মাইল এবং ইহার পরিমাণ ফল ২৭৫ বর্গ মাইল। ইহার ভূপৃষ্ঠ গভীর ও লহরীলীলাবৎ এবং কোন কোন ভাগ উন্নত হইয়া গোলাকার পর্ব্বতে পরিণত। স্বাস্থ্য জনকতার নিমিত্তে এখানকার জল-বায়ু অতি প্রসিদ্ধ। সর্ব্বদাই গ্রীষ্ম মণ্ডলের ন্যায় বৃষ্টি বরিষণ হওয়াতে উদ্ভিজ্জ মাত্রই চিরশ্যামল শোভা

ধারণ করিয়া থাকে, এবং এই দ্বীপ হিন্দুস্থানের সন্তপ্ত-বায়ু সন্তাপে পীড়িত লোকদিগকে নিয়ত আকর্ষণ করিয়া আনয়ন করে। ইহার পর্ব্বতোপরিস্থিত ভূভাগ ব্যতীত অপরাপর সমুদয় ভূমিই পললময়, তাহাতে অতি উত্তম তুলা, চিনি, কাফি, জাতিফল এবং গোল মরিচ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানকার অবারিত বন্দর ইউরোপ এবং আসিয়ার সমুদয় বাণিজ্য দ্রব্যের ভাণ্ডার স্বরূপ হওয়াতেই সিঙ্গাপুরের এতাদৃশ গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই দ্বীপ ভারতবর্ষস্থ সদোষ নির্বাসিত লোকের এক উপনিবেশস্থান হইয়া উঠিয়াছে।

প্রিন্‌স অব ওয়েল্‌স দ্বীপ যাহাকে পিনাঙ্গও বলা যায়, তাহা মালাই প্রায়দ্বীপের পশ্চিম উপকূলান্তে মালাক্কা প্রণালীর উত্তর প্রবেশপথে অবস্থিত, এবং মুখ্য ভূভাগস্থিত ওয়েলেস্‌লি প্রদেশে হইতে আড়াই মাইল প্রশস্ত এক খাড়ীর দ্বারা পৃথক্‌কৃত। পিনাঙ্গ দ্বীপ দীর্ঘে ১৫ মাইল গরিষ্ঠ বিস্তারে ১২ মাইল এবং ইহার পরিমাণ ফল ১৬০ বর্গ মাইল। ইহার কোল যাহা কোএডা উপকূল হইতে পিনাঙ্গকে পৃথক্‌কারী, এক প্রণালী দ্বারা বিরচিত, তাহা সুগভীর ও বিলক্ষণ প্রশস্ত এবং জাহাজ নঙ্গর করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। যেহেতু একদিগে সুমাত্রার মহোচ্চ পর্ব্বত এবং অপরদিগে মালাই প্রায়দ্বীপের গিরি শ্রেণীর অবস্থান প্রযুক্ত ঝটিকার প্রবল আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। এখানে বিস্তর বাণিজ্য হইয়া থাকে। ইহার তটভাগ নির্ভয়, নিকটস্থ সমুদ্র দ্বীপ সমূহে সুসজ্জিত, এবং উপকূলের প্রত্যেকদিগ নারিকেল-বৃক্ষ কুঞ্জে সুশোভিত। উত্তর-পূর্ব্বদিগের সমতল ভূমি উপ-

ত্যকা নামে বিখ্যাত, এবং তাহাই অত্যন্ত লোকারণ্য। রাজ-ধানীর নাম জর্জ্জ-টৌন।

ইহার পর্ব্বতোপরিস্থ বায়ু অতি মনোহর, কিন্তু উপ-ত্যকার বায়ু সজল। মাঘ এবং ফাল্গুণ এই দুই মাস নিবৃষ্ট; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় বর্ষাকাল; কিন্তু বৎসর ব্যাপি-য়াই সচরাচর বৃষ্টি হইয়া থাকে।

খনিজ পদার্থ কেবল রাং মাত্র।

এই দ্বীপের প্রায় সমস্ত ভাগই শস্য বিহীন নিস্তেজ ভূমি, কিন্তু পর্ব্বতের মূলদেশ সকল উর্ব্বরা দৃষ্ট হয়। উপত্যকা প্রদেশ তরু গুল্মাদির বিকার বিশিষ্ট কতিপয় অঙ্গুলি গভীর মৃত্তিকাস্তরে সমাচ্ছন্ন অথচ তাহার নিম্নভাগ বালুকা বিমণ্ডিত। সমুদ্রের অভিমুখে কিয়দংশ বালুকা ও কঙ্কর বিমিশ্র উর্ব্বর কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত। সমুদয় দ্বীপ বহুল উদ্ভিজ্জ পরিবারে পরিবৃত, তন্মধ্যে ধান্য, কাফি, ইক্ষু, এবং নানা প্রকার ফলই প্রধান। গিরি সমূহের পরিষ্কৃত শৃঙ্গদেশে লবঙ্গ জন্মে; তাহারদিগের পার্শ্বভাগ-অরণ্যানীতেও চা, তুলা এবং তামাকু ক্ষেত্রে বিভূষিত। এখানে নানাপ্রকার জাতি ফল উৎপন্ন হয়, এবং প্রভূত রূপে পর্ণ ক্ষেত্রের চাস হইয়া থাকে।

নিবাসি লোক মালাই, চিনীয়, ভুটিয়া, বাঙ্গালী, ইউ-রোপীয়, চুলীয়া, শ্যামীয় এবং বর্ম্মা।

এই সমস্ত প্রণালীতে যে সকল বৃটিস অধিকার আছে, পিন্‌স অব ওয়েল্‌স দ্বীপ তৎসমুদায়ের রাজধানী; তাহা সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের আদেশাধীন গবর্ণর আখ্যান প্রতিষ্ঠিত

এক জন কমিস্যনরের দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক উপনিবেশে এক একজন ডেপুটী রেসিডেণ্ট আছে।

ওয়েলেস্‌লি প্রদেশ। পিনাঙ্গের অন্তর্গত অথচ ঠিক তাহার সম্মুখাসম্মুখি মালাই প্রায়দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এক খণ্ড সঙ্কীর্ণ ফালি ভূভাগের নাম ওয়েলেস্‌লি প্রদেশ। ইহার দীর্ঘতা ৩৫ মাইল, বিস্তার ৪ মাইল এবং পরিমাণ ফল ১৪০ বর্গ মাইল।

এখানকার ধরা-পৃষ্ঠ ঈষৎ ভঙ্গিম-মতী হইয়া সমুদ্রেরদিগে ক্রমশঃ অবনত হইয়া আসিয়াছে, তন্মধ্যে নারিকেল চাস করণের সুন্দর উপযোগী কতকগুলিন শিকতাময় সঙ্কীর্ণ ফালি ভূমি আছে; এবং তাহা হইতে গ্রাণিট নামক প্রস্তর বিশেষের কতিপয় গিরি মস্তকোত্তোলন করিয়াছে, এস্থানের মুখ্য উৎপন্ন দ্রব্য ধান্য, ইক্ষু এবং নীল।

মালাক্কা। বৃটিস রাজ্যভুক্ত মালাক্কা প্রদেশের প্রধান নগর মালাক্কা, ইহার দীর্ঘতা ৪০ মাইল প্রশস্ততা ২৫ মাইল এবং পরিমাণ ফল ১০০০ বর্গ মাইল। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য তণ্ডুল, সাগু, গুড়, গোল মরিচ, বাহাদুরীকাষ্ঠ, নানাপ্রকার ফল এবং শাক তরকারি ইত্যাদি। গৃহ পাল্য পক্ষী ও পশুকুলই জন্তু শ্রেষ্ঠ। জল-বায়ু বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর, নানা স্থানে আকর হইতে রাং উত্তোলিত হইয়া থাকে।

এণ্ডামান দ্বীপ পুঞ্জ।

এণ্ডামান দ্বীপ পুঞ্জ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত এক জন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের শাসনাধীন। অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

দ্বীপ ইহার অন্তর্গত, তত্তাবতের মধ্যে প্রধান বড় এণ্ডাম্যান, ছোট এণ্ডাম্যান এবং পূর্ব্ব এণ্ডাম্যান।

অধিবাসী লোক বন্য এবং অসভ্যাবস্থ। এই দ্বীপ গুলিন বনমণ্ডিত ও অতিশয় অস্বাস্থ্যকর। এখানকার নিকটবর্ত্তি আর আর দেশীয় প্রায় সকল দ্রব্যই এখানে উৎপন্ন হয়।

হায়দ্রাবাদের দত্ত রাজ্য।

নিজামের কর্ম্মে নিবিষ্ট বৃটিস সেনাগণের পরি-পোষণার্থে তৎকর্ত্তৃক বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে প্রদত্ত রাজ্য এই কতিপয় প্রদেশে বিভক্ত; যথা ধারাশিও, রাইচোর দোয়াব, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম বেরার। প্রধান নগর ধারাশিও, আকোলা, মলদুর্গ, লিংসুগুরু, বুলদানা, বল্লাপুর, সুলতানঘরী, অমরাবতী এবং করিঙ্গা। হায়দ্রাবাদে অবস্থিত রেসিডেণ্ট সাহেবের অধীনে এক জন প্রধান কমিস্যনর, এবং প্রত্যেক প্রদেশে ডেপুটী ও আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনরগণের দ্বারা এই সকল রাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বিগত ১৮৫৮।৫৯ খৃষ্টাব্দের গণনানুসারে অধিবাসির সংখ্যা ২০১৭৬৪৭ জন নিরূপিত হইয়াছে।

কূর্গ রাজ্য।

কূর্গ, পূর্ব্বে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল, ইহার উত্তরে মহীশুর ও কানারা, পূর্ব্বদিগে মহীশুর, দক্ষিণে মলয়াবর এবং পশ্চিমে মলয়াবর ও কানারা। ইহার উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘতা ৬০ মাইল, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তার ৩৫ মাইল ও পরিমাণ ফল ১৪২০ বর্গ মাইল।

কূর্গ দেশ অতিশয় বন্ধুর এবং সম্পূর্ণরূপে পর্ব্বতাকীর্ণ, তন্মধ্যে যে সমস্ত নিম্ন ভূমি তাহাও সমুদ্রের পৃষ্ঠদেশ হইতে ৩০০০ ফিট উচ্চ। অতি অল্প স্থান ব্যতিরেকে সমুদয় দেশ বনাচ্ছন্ন। অন্তরীপ অপেক্ষা সমুদ্রেরদিগে বায়ুর প্রবলতা, বারিনিধির সন্নিকৃষ্টতা, এবং দেশের উচ্চতাপ্রযুক্ত এখানে শীতাতপের প্রভাব বিলক্ষণ মৃদু। বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের দিবাভাগে ক্লেশকর গ্রীষ্ম হয়, কিন্তু রাত্রি কাল প্রায় সর্ব্বদাই শীতল থাকে, আষাঢ়ে মৌসুম আরম্ভ হইয়া ঐ মাসের শেষে প্রগাঢ় রূপে বৃষ্টিপাত হয়। ইউরোপীয়দিগের পক্ষে এখানকার জল-বায়ু স্বাস্থ্যজনক বটে, কিন্তু কোন কোন রোগের নিষ্ঠুর প্রভুত্বও আছে। এখানে হস্তী ও ব্যাঘ্র অপর্য্যাপ্ত। দ্বীপী, বন-মার্জ্জার, বৃক এবং বৃহদাকার মহিষ অনেক দৃষ্ট হয়। নিবাসি লোক সুশ্রী, সবল, মধ্যমাকৃতি হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং অঙ্গ সৌষ্টবান্বিত। স্ত্রীলোকেরা সুদৃশ্য এবং সুগঠিত। স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিরাই চাস ব্যবসায়ে পরিশ্রমী, উদ্যোগী এবং ইহাই তাহাদিগের মুখ্য কর্ম্ম। এক স্ত্রীর এককালীন বহু পুরুষের সহধর্ম্মিণী হওয়া এ দেশের প্রচলিত ব্যবহার; এবং এক ভ্রাতা বিবাহ করিলে সকল ভ্রাতারই সাধারণ পত্নী হয়।

অধিবাসী লোকদিগের মধ্যে নায়রেরাই প্রধান, তাহারা শূদ্র জাতির ব্রাহ্মণ স্বরূপ। বিগত ১৮৫৮।৫৯ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে ১১৫১৫৩ জন প্রজা সংখ্যা স্থির হইয়াছে। বঙ্গলুরস্থিত কমিস্যনরের অধীন একজন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের দ্বারা কূর্গের রাজকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ঔপনিবেশিক রাজ্য।

সিংহল অর্থাৎ লঙ্কা দ্বীপ বৃটিস রাজ মুকুটের অধীন। ইহা ভারতবর্ষ মহা দ্বীপস্থ কোন প্রেসিডেন্সি ভুক্ত নহে, কিন্তু বিধি বিধায়ক ও কার্য্য সম্পাদক মন্ত্রণা সভার সহকারিতায় একজন গবর্নরের শাসনাধীন। রাজধানী কলম্বো নগরে সুপ্রিমকোর্ট নামক একটি প্রধান বিচারালয় স্থাপিত আছে। ইহার পরিমাণ ফল ২৪৬০০ বর্গ মাইল। এই দ্বীপ পাল্‌কের প্রণালী এবং মান্নারের মোহানা দ্বারা মহা দ্বীপ হইতে পৃথক্কৃত; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের এক সুদীর্ঘ শ্রেণী এবং অভগীর বালুকা পুলিন যাহা আদমের সেতু অথবা সেতুবন্ধ নামে বিখ্যাত তাহা, ইহার উত্তরপশ্চিম উপকূলকে মহা দ্বীপের উপকূলের সহিত প্রায় সংযুক্ত করিয়াছে। এই দ্বীপের মধ্যভাগ বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য প্রদেশ, কিন্তু উপকূল প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্ন ভূমির এক প্রশস্ত বেড় আছে, এবং ইহার উত্তরদিগস্থ অর্দ্ধাংশ সামান্যতঃ সমতল ক্ষেত্র। পার্ব্বত্য প্রদেশের উন্নত ভাগ সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে অভাবতঃ ৬০০০ ফিট উচ্চ অধিত্যকাতে পরিণত, এবং তাহার উপরে আরো ২০০০ ফিট উচ্চ হইয়া বহুতর পর্ব্বত শিখর উঠিয়াছে। পেদ্রোতলাগুলা এই দ্বীপের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ চূড়া, তাহা উর্দ্ধে ৮৩০০ ফিট। তদ্ভিন্ন সমধিক দক্ষিণাংশে আদম শিখর ৭৪২০ ফিট উচ্চ। পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যে বহুতর মনোহর উর্ব্বর উপত্যকা এবং উন্নত সমতল ক্ষেত্র আছে।

সিংহলের বৃহৎ নদী মহাবিলা-গঙ্গা, তাহা দ্বীপের মধ্যভাগ হইতে উত্তর-পূর্ব্ব উপকূল-মুখে প্রবাহিত হইয়া প্রায়

২০০ মাইল গমন করিয়াছে। তদ্ব্যতীত পশ্চিম উপকূল ব্যাপিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী এবং লোণা খাল বিস্তর আছে, তদ্দ্বারা দেশ মধ্যে নৌকা গমনাগমনের কতক সুবিধা হইয়া থাকে।

সিংহলে অনেক উৎকৃষ্ট কোল অথবা বন্দর আছে, তন্মধ্যে উত্তর-পূর্ব্বদিগে ত্রিঙ্কমালী এবং দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমে গালী সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ এবং নিরাপদ। এখানকার আকরে লৌহ, ম্যাঙ্গানিস নামক ধাতু বিশেষ, কৃষ্ণবর্ণ সীসক, যবক্ষার, ফটকিরী এবং লবণ উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে শেষোক্ত দ্রব্যের অধিকাংশ মান্দ্রাজ এবং ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। পদ্মরাগমণি, বৈদূর্য্যমণি, গোমেদক, নীলকান্তমণি, নশুনীয়মণি, শ্যামকান্তমণি, এবং অন্যান্য মহামূল্যমণি, রত্ন ও মাণিক্যাদি পাওয়া যায়; মান্নারের মোহানায় বহুমূল্য মুক্তা ধৃত হইয়া থাকে।

এখানকার জল-বায়ু মৌস্থমের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন। উত্তর-পূর্ব্ব মৌস্থম অগ্রহায়ণ অবধি ফাল্গুন পর্য্যন্ত ও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌস্থম বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যবর্ত্তি কতিপয় মাস পরিবর্ত্তনশীল বায়ু ও নির্ব্বাত অনুভূত হইয়া থাকে। মহা দ্বীপে যেমন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম বোধ হয়, এখানে সচরাচর তদ্রূপ নহে, কিন্তু পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা দ্বীপের মধ্যভাগ সমধিক উত্তপ্ত ও পরিশুষ্ক। পার্ব্বত্য প্রদেশে নাতি শীতোষ্ণ অনুভব হয়।

নিকটস্থ মহা দ্বীপের সমুদয় উপাদেয় উৎপন্নই এখানে জন্মে, তদ্ব্যতিরেকে অপর কতকগুলিন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা

অন্য কোন স্থানেই পাওয়া যায়না ; দ্বীপের নিম্নভাগে অপর্য্যাপ্ত ধান্য ও অভ্যন্তর প্রদেশে প্রধানতঃ কাফি জন্মে। সেগুণ কাষ্ঠে অরণ্য ব্যাপিত; অধিকন্তু আবলুস, সাটীন, রোজ নামা কাষ্ঠ বিশেষ, লৌহ কাষ্ঠ, কাঁঠাল এবং অন্যান্য প্রকার শোভনতম কাষ্ঠ অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় উৎপন্নের মধ্যে নারিকেল ও দারুচিনি এই দুই প্রকার বৃক্ষই প্রসিদ্ধ। কলম্বো নগরে প্রচূর পরিমাণে নারিকেল তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সমীপবর্ত্তি মহা দ্বীপে যে সমস্ত পশু প্রাপ্তব্য এখানে তাহার কিছুরই অভাব দেখা যায় না, বিশেষতঃ উত্তর এবং পূর্ব্ব অঞ্চলে অগণ্য হস্তী দৃষ্ট হয়।

নিবাসি লোক। উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্বভাগে হিন্দুবংশ সমুৎপন্ন জাতি বিশেষের অধিবাস। সিংহলী লোক (অধিকাংশ দেশজ লোকের আখ্যা) মধ্যভাগে এবং দক্ষিণাংশে বাস করে। আরব বংশোদ্ভব মুসলমানেরা সমুদয় দ্বীপে বিস্তৃত এবং বেদা নামে বিখ্যাত এক জাতি, যাহারা সম্ভবত আদিম নিবাসিদিগের সন্তান, তাহারা অটবীতে এবং দেশ অভ্যন্তরের দরিষ্ট অংশে বসতি করে, তাহাদিগকে অত্যন্ত হীন দশা ও অসভ্যাবস্থ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবচ্ছেদাবচ্ছেদরূপে সমুদয় সিংহল ব্যাপিয়া প্রচলিত। খৃষ্টীয়ানধর্ম্ম দেশীয় লোকের মধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেশীয় রাজগণের অধিকার।

যে সমস্ত প্রদেশে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রভুত্ব সমন্বিত রাজকার্য্য সমীচীন রূপে সম্পাদিত হইতেছে; তদ্ব্যতীত দেশীয় রাজাধিকার ভুক্ত রাজ্যনিচয়ের রাজধানী সমূহতেও ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এক একটি ধনাগার সংস্থাপন পূর্ব্বক তত্রত্য ধনাদায়ের উপলক্ষে রেসিডেণ্ট, এজেণ্ট এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া, রাজনীতি বিষয়ক আধিপত্য সংরক্ষণ করিতেছেন। তত্তাবতের মধ্যে বরদা, কাটমুণ্ড এবং হায়দ্রাবাদের ধনাগার রেসিডেণ্টগণের অধীন; ইন্দোর, গোয়ালিয়র, ভূপাল, রেওয়া, উত্তর-পূর্ব্ব সীমার এবং মণিপুরের ধনাগার এজেণ্টগণের অধীন; এবং কূর্গ ও নাগোদের ধনাগার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টগণের অধীন; এতাবৎ ব্যতিরেকে আরবের উপকূলে আডেন নামক স্থানে ঐরূপ এক ধনাগার প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই সমস্ত রাজ্য তত্তদ্দেশীয় রাজনিয়মের বশম্বদ, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিস কর্ত্তৃত্বের অধীন। দেশ্য রাজারা, ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ক্রমে সন্ধি এবং প্রতিজ্ঞা দ্বারা আবদ্ধ হইয়া সচরাচর রাজকর প্রদানের, অথবা ঠিকা সৈন্য যোগাইয়া দেওনের, এই উভয়ের একতর পণে আপনাদিগের রাজ্যকে ব্রিটিস আশ্রয়ের স্বত্বাধিকারী করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন

অপর কোন কোন রাজা স্ব স্ব রাজ্যের কিয়দংশ বৃটিস গবর্ন-মেণ্টকে ছাড়িয়া দিয়া স্বতন্ত্র নিয়মের অনুগামী হইয়াছেন।

নেপালের রাজা, যিনি শিকীম রাজ্যের সহিত কোন বিবাদ বিসম্বাদ হইলে কেবল বৃটিস মধ্যস্থতা অবলম্বন করণে বাধ্য; এবং মহীশুর, কোলাপুর ও সামন্তবাড়ী রাজ্য, যাহার অবান্তর রাজকার্য্য বৃটিস গবর্ণমেণ্টের পলিটিকেল (রাজনীতি বিষয়ক) এজেণ্ট দ্বারা সম্পাদিত হয়; এতাবৎ ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য সমুদয় দেশীয় রাজারাই বৃটিস গবর্ন-মেণ্টের সম্পূর্ণ বশীভূত বলা যাইতে পারে, তাঁহারা অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন, কোন ইউরোপীয় কিম্বা আমেরিকীয় লোককে তাঁহারা স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করি-বেন না।

ভারতবর্ষস্থ সমুদয় দেশীয় রাজাদিগের মোট সৈন্য ৪০০০০০ চারি লক্ষ হইবেক, এবং তাহাদিগের বার্ষিক উৎ-পন্ন রাজস্ব ১৩ কোটি টাকা।

এই সকল দেশীয় রাজারা আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা অনু-সারে বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে সাকল্যে ৩২০০০ বত্রিশ সহস্র ঠিকা সৈন্য যোগাইয়া দেন, এবং প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা রাজকর প্রদান দ্বারা ধন সাহায্য করিয়া থাকেন।

এতাবৎ রাজাদিগের মধ্যে মুখ্য নিজাম, সিন্ধিয়া এবং গৈকুয়ার। মহীশুর নামমাত্রে দেশীয় রাজার শাসনাধীন বস্তুতঃ বৃটিস অধিকারভুক্ত।

হায়দ্রাবাদ। দক্ষিণ প্রায়দ্বীপের মধ্যভাগে এক বিস্তীর্ণ দেশ ব্যাপিয়া হায়দ্রাবাদ অথবা নিজামের রাজ্য, তন্মধ্যে প্রায় ১০০০০০ এক লক্ষ বর্গ মাইল ভুক্ত আছে। এই বিশাল

রাজ্যই ডেকানের অধিত্যকাতে সংস্থিত, এবং তাহার উপর দিয়া গোদাবরী, কৃষ্ণা ও তাহাদিগের বহুতর উপনদী গমন করিয়াছে। গোলকণ্ডা দুর্গ, যাহার নিকটবর্ত্তি স্থানে পূর্ব্বে হীরক খনি প্রাপ্ত হইত, তাহার ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদ, কৃষ্ণার এক উপনদীতটে অবস্থিত। তদ্ভিন্ন বীদর এক উৎসন্ন নগর; আওরঙ্গাবাদ এক বৃহজ্জনপদ, তৎসন্নিধানে এলোরার ভুবন-বিখ্যাত গুহা-মন্দির এবং তাহার ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিগে আশায়ী গ্রাম যথায় বিগত ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ড্যুক অব ওয়েলিংটন (তৎকালে সর এ ওয়েলেস্‌লি) এক প্রদীপ্ত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিলেন।

মহীশুর। মহীশুর দক্ষিণ হিন্দুস্থানের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ প্রদেশ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্‌সিভুক্ত রাজ্য সমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং অতি উচ্চ অধিত্যকা সংস্থিত প্রযুক্ত তথায় শীতাতপের মৃদু প্রভাব। ভারতবর্ষে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার অধিকাংশ, তদ্ব্যতীত দ্রাক্ষা এবং সাইপ্রেস নামক বৃক্ষ বিশেষ এ দেশের অনেক স্থানে এবঞ্চ আতা ও টেপারি ফল উদ্যান মাত্রেই জন্মে। হায়দর আলী ও তাঁহার পুত্র টেপু সাহেবের রাজ্যাধিকার সময়ে বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত মহীশুরের সীমা বর্ত্তমান সীমাপেক্ষা অতি বৃহত্তর ছিল; এক্ষণে ৩০০০০ বর্গ মাইল নিরূপিত হইয়াছে, এবং বৃটিস কর্ত্তৃত্বের অধীন এক রাজার দ্বারা নামমাত্রে শাসিত, কিন্তু প্রকৃতার্থে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্‌সির রাজপুরুষগণের দ্বারা ইহার অবান্তরিত সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। প্রধান নগর শ্রীরঙ্গপাটন, মহীশুর এবং বঙ্গলুর।

কোচিন। হিন্দুস্থানের দক্ষিণপশ্চিম উপকূলে মলয়াবরের অব্যবহিত দক্ষিণে প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল পরিমিত এক ক্ষুদ্র প্রদেশকে কোচিন রাজ্য কহে। ইহার অভ্যন্তরভাগের সীমাবস্থিত পর্ব্বত মনোহর, সেগুণ ও অন্যান্য প্রকাণ্ড বৃক্ষ বনে সমাকীর্ণ; ঐ সকল কাষ্ঠ জাহাজ নির্ম্মাণের বিলক্ষণ উপযোগী বলিয়া বহুমূল্যে বিক্রিত হয়। তত্রত্য কোচিন নামা নগর গ্রেট ব্রটেনের অধিকারভুক্ত, কিন্তু কোচিন রাজ্য তদ্দেশীয় রাজার অধীন।

ত্রিবাঙ্কোড়। কোচিনের দক্ষিণে কন্যাকুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ত্রিবাঙ্কোড় প্রদেশ, হস্তী, মহিষ, ব্যাঘ্র, বানর, এবং অন্যান্য বন জন্তু পরিবৃত অরণ্যানীতে সমাচ্ছন্ন। উপকূলে অনেকগুলিন ক্ষুদ্র অথচ বর্দ্ধনশীল বন্দর আছে, তথা হইতে গোল মরিচ, এলাচি, সেগুণ কাষ্ঠ, চন্দন কাষ্ঠ, নারিকেল, নারিকেল ছোব্‌ড়া, গুবাজ, জাহাজী কাছি, সোণালী এবং শুটকী মৎস্য দেশান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। এদেশ এতদ্দেশীয় এক রাজার শাসনাধীন এবং ইহার প্রধান নগর ত্রিবন্দ্রম।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবশিষ্ট প্রভুত্ব কোলাপুর এবং সামন্তবাড়ী নামক ক্ষুদ্র রাজ্যদ্বয়ে অদ্যাপি বিরাজমান আছে, তাহা বোম্বাই প্রেসিডেন্‌সির দক্ষিণ সীমা সংলগ্ন এবং তদ্দ্বারা প্রায় পরিবেষ্টিত। ইহার প্রত্যেক রাজ্য স্ব স্ব দেশীয় রাজার কর্ত্তৃত্বাধীন।

ইন্দোর। এক অসমদৃশ্য ক্ষুদ্র, হোল্‌কার বংশের পৈতৃক অধিকার, নর্ম্মদা নদীর পথ বিস্তারিয়া এবং বিন্ধ্য পর্ব্ব-

তের উত্তরভাগে মালব দেশের কিয়দংশ অধিত্যকা লইয়া সংস্থিত, সমুদয় রাজ্যের পরিমাণ ফল ৮৩০০ বর্গ মাইল।

গোয়ালিয়র। গোয়ালিয়র অথবা সিন্ধিয়ার রাজ্য একটি অসমাকার বিস্তীর্ণ প্রদেশ, কাম্বে মোহানার শিরোদেশ হইতে যমুনার তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মালব দেশের অধিকাংশ অধিত্যকা এই রাজ্যভুক্ত, এবং ইহার পরিমাণ ফল ৩৩০০০ তেত্রিশ সহস্র বর্গ মাইলেরও অধিক। মালব দেশ-জাত অহিফেণ বিশিষ্টরূপে বিখ্যাত, এবং কার্পাব চারা বর্দ্ধনের নিমিত্তে এদেশ বিলক্ষণ উপযোগী, এখানে সুস্বাদু দ্রাক্ষাও জন্মিয়া থাকে।

ভূপাল। মালবের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নর্ম্মদার দক্ষিণ তীর হইতে আরব্ধ করিয়া বিন্ধ্য গিরির উত্তরাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ভূপাল নামা ক্ষুদ্র রাজ্য দেশীয় এক রাজার রাজ-শাসনাধীন, ইহার পরিমাণ ফল ৬৭০০ বর্গ মাইল।

বন্দেলখণ্ড। গোয়ালিয়রের পূর্ব্ব সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া যমুনার দক্ষিণ তীর ব্যাপিয়া বন্দেলখণ্ড প্রদেশ। ইহার বহুলাংশ ব্রিটিস রাজ্যভুক্ত, অবশিষ্ট ভাগ স্বদেশীয় করদ-রাজাদিগের দ্বারা শাসিত, এ প্রদেশের দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব অঞ্চল পর্ব্বতময়, সমতল ভূভাগে ভারতবর্ষের উৎপন্ন সমুদয় শস্য এবং বৃক্ষাদি অনেক জন্মে।

রেওয়া। বন্দেলখণ্ডের পূর্ব্বভাগে স্বদেশীয় রাজাধীন এক ক্ষুদ্র রাজ্য।

গুজরাট। কচ্ছ এবং কাম্বে মোহানার মধ্যস্থিত প্রায় সমুদয় কাটীওয়ার প্রায়দ্বীপ ব্যাপিয়া গুজরাটের বৃহৎ রাজ্য গৈকুয়ারের অধিকারভুক্ত, তাহার পরিমাণ ফল ৩০০০০ ত্রিশ

সহস্র বর্গ মাইল। প্রায়দ্বীপাংশের অভ্যন্তর ভাগ পর্ব্বতা-কীর্ণ এবং জলকষ্ট বিশিষ্ট, কিন্তু গুজরাটের সমধিক ভাগ উর্ব্বর, তাহাতে নীল, চিনি, তুলা, তামাকু এবং ধান্যাদি শস্য উৎপন্ন হয়। গৈকুয়ার রাজ্যের রাজধানী বরদা, তদ্ভিন্ন কাম্বে ও ডিউ নামে দুই প্রধান নগর আছে।

কচ্ছ। কচ্ছ এক ক্ষুদ্র রাজ্য, তাহা কচ্ছের মোহানা এবং রণ্ণ নামক বিখ্যাত ভূভাগের মধ্যস্থলে এক সঙ্কীর্ণ প্রায়দ্বীপ ব্যাপিয়া রাও উপাধিকারী তদ্দেশীয় এক রাজার শাসনাধীনে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৭০০০ বর্গ মাইল। এ দেশের মৃত্তিকা সচরাচর উর্ব্বর নহে, কিন্তু কিয়ৎ পরি-মাণে তুলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে ঘোটক, ছাগ, মেষ, বলদ, বন্য গর্দ্দভ এবং অন্যান্য জন্তু অনেক জন্মে। ইহার রাজধানীর নাম ভূজ। প্রধান সামুদ্রিক বন্দর মান্দাভী। কচ্ছের নাবিক লোক বিলক্ষণ সবল ও সাহসী, এবং লোহিত সাগরের তট, আফ্রিকার উপকূল ও দক্ষিণ আসিয়ার নানা স্থানের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া থাকে।

রাজপুত্না। উত্তর হিন্দুস্থানের মধ্যে এক বিস্তীর্ণ প্রদেশ, সিন্ধু দেশের পূর্ব্ব হইতে যমুনার তীর পর্য্যন্ত এবং মহা মরু-ভূমি প্রদেশ ও আরাবলি পর্ব্বতাঞ্চল লইয়া সংস্থিত। ইহা বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারে বিভক্ত তাহার অধিকাংশই রাজপুত্ জাতির অধীন। রাজপুত্নার পশ্চিম এবং উত্তর ভাগের ভূমি স্বভাবতঃ শুষ্ক ও অফলা, কিন্তু দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব অংশ যাহা আরাবলি পর্ব্বতের পূর্ব্ব এবং চম্বলনদীর তট-বর্ত্তি তাহা সজল ও উর্ব্বর। রাজপুত্ রাজ্যের প্রধান ভাগ উদয়পুর কিম্বা মেওয়ার, সিরুহী, যোধপুর, জসলমীয়র, বিকা-

নীরর, জয়পুর এবং কোটা। ইহারা সকলেই এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশ এবং তাহাদিগের নামানুসারেই তত্রত্য প্রধান প্রধান নগরের নামকরণ হইয়াছে। যথা জয়পুর প্রদেশের প্রধান নগর জয়পুর, কোটা প্রদেশের প্রধান নগর ইত্যাদি।

ভাওলপুর। রাজপুত্ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে এক প্রশস্ত রাজ্য, সিন্ধু এবং শতদ্রু নদীর তীর হইতে পূর্ব্বদিগে মহা-মরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার নদীর নিকটবর্ত্তি মৃত্তিকা উর্ব্বরা তথায় ধান্যাদি শস্য, তামাকু, নীল এবং চিনি উৎপন্ন হয়। এই রাজ্য খাঁ উপাধিবিশিষ্ট যবন-শাসনকর্ত্তাদিগের অধীন। ইহার রাজধানী ভাওলপুরে বাণিজ্যের বিলক্ষণ বিস্তৃতি। তথায় রেশমের শিল্প-কার্য্য প্রচুররূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

যে সকল রাজ্য পার্ব্বত্য প্রদেশ নামে খ্যাত, তাহা হিন্দু-স্থানের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্ব্বতের উন্নত উপত্যকা সংস্থিত। ইহার পরিমাণ ফল ১০০০০ দশ সহস্র বর্গ মাইল। তথায় ভিন্ন ভিন্ন ঊনবিংশতিটী রাজ্য আছে, তাঁহার অধিকাংশই অতি অল্প পরিসর। ভারতবর্ষের যে ভাগের এক-দিগে শতদ্রু নদীর উচ্চ প্রবাহ এবং অন্যদিগে অলকনন্দা, তথায় কুনাওর, শীরমুর, এবং ঘরওয়াল রাজ্য, ইহারা সক-লেই হিমালয়ের বনভাগে ক্রমান্বয়ে উচ্চ উপত্যকা, প্রকাণ্ড প্রবন ভূমি এবং গভীর দরি ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই সমস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ ব্রিটিস আশ্রয়াধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগের অধিকার ভুক্ত, তাহারদিগের প্রধান নগর সঙ্গনম্ ও কানম (উভয়ই কুনাওর মধ্যে) এবং নাহুন, শীরমুর মধ্যে অব-

স্থিত। কুনাওর বসাহির নামক এক প্রশস্ত পার্ব্বত্য প্রদেশের একাংশ ভুক্ত।

শিকীম। পূর্ব্বদিগবর্ত্তি এক ক্ষুদ্র রাজ্য, নেপাল ও ভুটান রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমায় হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ, ভূমণ্ডলের মধ্যস্থিত সমুদয় উন্নত পর্ব্বত শিখর অপেক্ষা সমধিক উন্নত। এই রাজ্য স্বদেশীয় রাজার শাসনাধীন, তিনি টিউনলং নামক এক ক্ষুদ্র নগরে অধিবাস করেন।

মণিপুর। পূর্ব্ব ভারতবর্ষের মধ্যে একটি স্বরাজাধীন রাজ্য, ইহার উত্তর, পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব-দক্ষিণে ব্রহ্ম রাজ্য, পশ্চিমে বৃটিস অধিকারভুক্ত কাছাড় প্রদেশ, এবং উত্তর-পশ্চিমে উপর আসাম। ইহা পর্ব্বত মণ্ডলীর মধ্যস্থলে এক বিস্তৃত উপত্যকা ব্যাপিয়া সংস্থিত, এবং বৃটিস আশ্রয়াধীন এক রাজার দ্বারা শাসিত হইয়া থাকে।

ধোলপুর। চম্বল নদীর উত্তর তীরে এবং আগ্রার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত এক ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহার পরিমাণ ফল ১৬২৬ বর্গ মাইল এবং প্রধান নগর ধোলপুর, বাড়ী ও রাজাখৈরা। এ প্রদেশের রাজকর্ত্তৃত্ব রাণা উপাধি-বিশিষ্ট এক রাজার আয়ত্ত। তিনি স্বাধীন প্রভুর মধ্যে গণ্য, বাস্তবিক সম্পূর্ণরূপে বৃটিস আশ্রয়ের অধীন।

স্বাধীন রাজ্য।

কাশ্মীর তন্নামানুযায়ী উপত্যকাতে পরিণত এবং পঞ্জোবের উত্তরদিগে অবস্থিত। তাহা বিগত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নিকটস্থ বিস্তীর্ণ প্রদেশ সমূহ লইয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে

পরিগণিত হইয়া তদ্দেশীয় এক রাজার কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছে। কাশ্মীরের উপত্যকা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে অত্যন্ত উচ্চ, তাহা ঝিলম নদীর ঊর্দ্ধ প্রবাহের দ্বারা পরিপালিত এবং উভয়-দিগেই হিমালয় পর্ব্বতের কতকগুলিন উন্নত চূড়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ। ইহাতে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ আছে, তত্তাব-তের মধ্যে উলর নামা হ্রদ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানকার মৃত্তিকা অতিশয় উর্ব্বরা, অধিকন্তু অপর্য্যাপ্ত ফল ও ফুল প্রসূতা বলিয়া অত্রত্য উপত্যকা ভূমি ততোঽধিক সুপ্রসিদ্ধ। আতর চুয়াইয়া লইবার নিমিত্তে তাহাতে গোলাপ ফুলের চায অতি যত্ন পূর্ব্বক কৃত হয়। কাশ্মীর দেশ-জাত শাল চূড়ান্ত সম্ভ্রমশালী। তথাকার রাজধানী শ্রীনগর, তাহাকে সচরাচর কাশ্মীরও বলা যায়।

নেপাল, স্বাধীন রাজ্য সমূহের মধ্যে বৃহত্তম, হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণ প্রবন ভূভাগ ব্যাপিয়া এক সঙ্কীর্ণ ফালি রাজ্য, দীর্ঘে প্রায় ৫০০ পাঁচ শত মাইল, পশ্চিমে বৃটিস অধিকৃত কামাউন, এবং পূর্ব্বদিগে শিকীম রাজ্য, ইহার মধ্যে অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ ভূমি বন্ধুর এবং উত্তর প্রান্ত ব্যাপিয়া পর্ব্বতাকীর্ণ; কিন্তু উপত্যকার ভূমি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা। নেপালে জল-বায়ুর এবং জীব জন্তুর অতিশয় বিচিত্রতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম-কটি-বন্ধের ও সম-মণ্ড-লের সমুদয় উদ্ভিজ্জ ও পশ্বাদি ইতস্ততঃ অনেক দেখা যায়।

নেপাল পুরাকালে অনেক স্বাধীন রাজগণের অধিকার-ভুক্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে তৎসমুদয় গোরখা বংশীয় একজন অধ্যক্ষের অধীন হইয়াছে, তিনিই তত্তাবৎ দেশের রাজা। ইহার রাজধানী কাটমণ্ডু, গোলাকার এক উপত্যকাতে

অবস্থিত, এবং সমুদ্রের জলসীমা হইতে ৪৮০০ ফিট উচ্চ। গোরখা নগর ততোহধিক পশ্চিমদিগে সংস্থিত।

ভূটান, নেপাল ও শিকীমের পূর্ব্বদিগে এক সুদীর্ঘ সঙ্কীর্ণ রাজ্য, ব্রহ্মপুত্র নদীর উপত্যকা ভাগের উত্তরদিগ ব্যাপিয়া অবস্থিত এবং পর্য্যায় ক্রমে নতোন্নত পার্ব্বত্য প্রদেশে ও উন্নত উপত্যকাতে পরিণত। ইহা দেবরাজ উপাধিবিশিষ্ট এক ভূপালের শাসনাধীন। রাজধানীর নাম তাসিস্থূদন।

নেপাল ও ভূটান এবং ভারতবর্ষের সমুদয় পর্ব্বত-নিবাসী লোকেরা হিন্দুদিগের অপেক্ষা সমধিক সাহসিক ও সবল। ভূটীয়ারা অতিশয় পরিশ্রমশীল ভূকর্ষণকারী। ইহারা এবং নেপালীয়েরা পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বিস্তর ব্যবসায় করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদিগের সহিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ সংঘটনার সারমর্ম্ম।

...রাজ্য।	যে স্থানে রেসিডেন্ট ও পলিটিকেল এজেন্টদিগের অবস্থিতি।	ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সহিত বর্ত্তমান সম্বন্ধ।
...মের রাজ্য	হায়দ্রাবাদ	দত্ত দেশোৎপন্ন রাজস্ব দ্বারা ঠিকা সৈন্য পালনের সন্ধি।
সিন্ধিয়ার রাজ্য	গোয়ালিয়র	ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ
...লকারের রাজ্য	ইন্দোর	এক সহস্র অশ্বারূঢ় (ব্রিটিস সেনাপতি কর্ত্তৃক চালিত নহে)

		যোগাইয়া দিবার সন্ধি।
বন্দেলখণ্ড রাজ্য		নানাপ্রকার করপ্রদ ও আশ্রয়াধীন সন্ধি।
রেওয়া	রেওয়া	সহকারী সন্ধি।
ভূপাল	ভূপাল	ঠিকা সৈন্য যোগাইয়া দেওনের সন্ধি।
মহীশুর	বঙ্গলূর	মহীশুরের রাজকার্য্য একজন কমিস্যনর ও তাঁহার আসিষ্টাণ্ট ও সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টগণের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। রাজকীয় সমুদয় ব্যয়, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে দেয় কর এবং নিরূপিত বৃত্তি দিয়া অবশিষ্ট রাজস্বের পঞ্চমাংশের এক ভাগ মহীশুর রাজার প্রতি-পালনার্থে প্রদত্ত হয়, অবশিষ্টাংশ মহীশুর রা-জার উপকারার্থে ব্যয় হইয়া থাকে।
*কোলাপুর ও সামন্তবাড়ী	কোলাপুর	মহীশুর রাজ্যের ন্যায় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অ-ব্যবহিত কার্য্যকারি-ত্বের অধীন এবং বো-

		স্বাই গবর্নমেণ্টের দ্বারা সম্পাদিত।
ত্রিবাঙ্কোড়	ত্রিবন্দ্রম্	কর প্রদানাধীন সন্ধি।
কোচিন	কোচিন	কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজকার্য্য মান্দ্রাজ গবর্নমেণ্টের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়।
কাশ্মীর		সৈন্য দ্বারা সহায়তা করণের সন্ধি।
নেপাল	কাটমণ্ডু	কোন কোন বিষয়ে বৃটিশ মধ্যস্থতা স্বীকার করণের সন্ধি।
ভাওলপুর		আশ্রয়াধীন সন্ধি।
ভরতপুর		ঐ ঐ ঐ
রাজপুত রাজ্য	কোটা	জিসলমীয়র ও অলবার আশ্রয়াধীন ও অন্যান্য সমুদয় কর প্রদানাধীন সন্ধি।
গৈকুয়ারের রাজ্য	বরদা	ঠিকা সৈন্য পালনের সন্ধি।
মণিপুর	মণিপুর	আশ্রয়াধীন সন্ধি।
উত্তর ভারতবর্ষের বহুতর রাজ্যও তদন্তর্গত ধোলপুর, কটক, মহাল এবং নানা প্রেসিডেন্সি সংলগ্ন কতকগুলিন ক্ষুদ্র রাজ্য।		কটক মহাল কর প্রদানে বাধিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সকল বৃটিস আশ্রয়াধীন মাত্র।

ভিন্ন দেশীয় রাজাধীন রাজ্য।

পণ্ডিচরী করমণ্ডল উপকূলে সংস্থিত। উহা ফরাসিস-দিগের শাসনাধীন। তত্রত্য লোক সংখ্যা ৩০০০০ হইবেক। অধিবাসিরা কোন না কোন বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত। নীল, ইক্ষু এবং তুতফলের কৃষি ইহার চতুর্দ্দিগে হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মলয়াবর উপকূলে মাহী নামক ক্ষুদ্র নগর, করমণ্ডল তটে কারিকল, উড়িষ্যা উপকূলে য়্যানাওন এবং বাঙ্গালাতে চন্দন-নগর ফরাসিদিগের অধিকারভুক্ত।

পশ্চিম উপকূলে কানারার উত্তরে ও সামন্তবাড়ীর দক্ষি-ণে গোয়া নগর, তাহার পরিমাণ ফল ২০০০ বর্গ মাইল। ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে পোর্ত্তগিসদিগের প্রধান অধিকার। এক্ষণে গোয়া নগর উচ্ছিন্ন দশাগ্রস্ত, তৎপরিবর্ত্তে সমুদ্র তট হইতে ৬ মাইল অভ্যন্তরে পাউজিম, অথবা নব গোয়া নামে প্রসিদ্ধ নগর স্থাপিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বোম্বায়ের উত্তরে দামান নগর ও গুজরাটের সম্মুখে ডিউ দ্বীপ এবং তদুপরি তান্না নামক এক ক্ষুদ্র নগরের সহিত দুর্গ পোর্ত্তগিসদিগের অধিকারভুক্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

ভূত সহযোগে বর্ত্তমান ইতিহাস।

ভারতবর্ষের আদিম অধিকারী বোধ হয় কোন বন্যজাতি ছিল। অদ্যাপিও তজ্জাতীয় অনেক লোক পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিবাস করিতেছে। তাহার পরেই হিন্দুরা আসিয়া সিন্ধুর এবং গঙ্গার সমতল ক্ষেত্র অধিকার করিয়া লয়। হিন্দুদিগের মূল যাহাই হউক, কিন্তু তাহারা অত্যন্ত সভ্য এবং শিল্প ও দর্শন শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিল। যদিও ব্রাহ্মণেরা ও ক্ষত্রিয়েরা হিন্দুজাতির দুই উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সচরাচর পরিগণিত বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা যে হিন্দুদিগের ন্যায় পশ্চিম হইতে সমাগত হইয়া শেষোক্তদিগকে পরাজয় করত দেশের অধিপতি হয় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিছুকাল পরে ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৌরহিত্য ব্যবসায়ে নিবিষ্ট হওয়াতে ক্ষত্রিয়েরা তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগের রাজকীয় শক্তি পুনঃ গ্রহণ করে, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট বিদ্যা ও সভ্যতার বলে শুদ্ধ হিন্দুদিগের উপরেই যে পারত্রিক এবং নীতি বিষয়ক প্রভুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন এমত নহে, ক্ষত্রিয়বর্গের উপরেও ঐরূপ আধিপত্য স্থাপন করিলেন।

হিন্দুদিগের জাতি বিভাগ বোধ হয় অনেক পরে হইয়া থাকিবেক। ক্ষত্রিয়েরা একমাত্র যুদ্ধ ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল,

সুতরাং তাহারা নিখিল ভারতবর্ষকে আপনাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। তৎ কালে তাহাদের স্বজাতীয়দিগের সংখ্যা অতি অল্প বলিয়া দেশীয় লোকদিগের মধ্যে তাহাদের দল তাদৃশ পুষ্ট ছিল না।

ইউরোপীয়দিগের কর্তৃক এদেশ প্রথম আক্রমণ খৃষ্ট জন্মের ৩২৬ বৎসর পূর্ব্বে মহানুভব সেকন্দরের দ্বারা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা অল্পকাল স্থায়ী হওয়াতে কোন বিশেষ ফলোপদায়ক হয় নাই। তাহার কিছুকাল পরে হিন্দুরা ভারতবর্ষের দক্ষিণ বিভাগ লুঠ করিয়া সমুদ্রের অপরপারেও গমন করে এবং কোন সময়ে জাবা এবং অন্যান্য দেশে যাইয়া স্থাপিত হয়। অপর এক শ্রেণী রণবিশারদ লোকের আগমন এইরূপে দেশীয় লোকদের স্থানান্তর হওয়ার কারণ অনুভব করা যাইতে পারে। বোধ হয় বর্ত্তমান রাজপুতেরা উহাদেরই বংশ হইবেক, তাহারা ক্ষত্রিয়দিগকে পরাজয় এবং গ্রাস করিয়া আপনারাই যোদ্ধাদিগের স্থানে নিবিষ্ট হয়। তাহারা হিন্দুদিগের সহিত সম্মিলিত ও হিন্দুধর্ম্ম এবং সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া উত্তর হিন্দুস্থানের লোকদিগের প্রাকৃতিক ও রাজনীতি বিষয়ক চরিত্র সংপূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করে। তদ্দেশের বর্ত্তমান হিন্দু অধিবাসী এবং হিন্দী ভাষাই তাহার ফল স্বরূপ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা এবং তাহাদিগের নিকৃষ্ট প্রজা শূদ্রেরা ভিন্নদেশ হইতে আসিয়া বসতিকারী রাজপুতগণের দ্বারা তাড়িত হইয়া বাঙ্গালা দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক, কতকগুলি আদি নিবাসী জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালি লোকের ও

বাঙ্গালা ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিল। অন্যান্য দলস্থ ব্রাহ্মণেরা এবং রাখালেরা, যাহারা ব্রাহ্মণদিগের অনুগামী অথচ অত্যন্ত যুদ্ধ ব্যবসায়ী, তাহারা দক্ষিণ নিবাসী জাতিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বর্ত্তমান দক্ষিণাত্য লোক সমূহে পরিণত হইয়াছে। খৃষ্টীয় শকের প্রায় সমারম্ভে বিক্রমাদিত্যের সময় অবধি মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক এরাজ্য পরাজিত হওনের কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে রাজপুত্তদিগের পরাক্রম অটল ছিল।

প্রথমতঃ আরব, তাতার, তুরক, আফগান এবং মোগল বংশ প্রসূত মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল। তাহারা ক্রমিক সৈন্যসামন্ত সহকারে এতদ্দেশে সমাগত হইয়া ক্রমান্বয়ে বসতি করিয়াছিল, এবং পশ্চিম হইতে অনবরত নূতন নূতন সৈন্যদল আগমন করাতে এবং অনেক হিন্দুগণকে স্বধর্ম্মে সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক মুসলমান অধিবাসী হইয়া উঠিল।

আরবেরা অষ্টশত খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশে এক ক্ষুদ্র এবং ক্ষণিক অধিকার প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মধ্য-আসিয়ার তুরক দলভুক্ত গজনির মহম্মদ ১০০১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, এবং ক্রমে ক্রমে মুসলমানেরা অস্ত্রবলে অগ্রসর হইয়া সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদিগকে পরাস্ত করিয়া নিখিল ভারতবর্ষের অধিপতি হয়। আলাউদ্দীন প্রায় ১৩০০ খৃষ্টাব্দে ডেকান দেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে।

১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরলঙ্গ নামক মোগল ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং যদিও তিনি অগৌণেই স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের চিরাবনততা তাহাতেই সুসিদ্ধ হয়। সমুদয় ১৫ শত এবং ১৬ শত খৃষ্টাব্দের কিয়-

দংশে অনেক রাজারা দেশ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, অথচ তাঁহাদিগের মধ্যে ঐক্য বাক্য মাত্রই ছিলনা। প্রায় ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগল বংশীয় বাবর উত্তর হিন্দুস্থানের অধিকাংশ জয় করিয়া মোগল রাজ্যের মূল পত্তন করেন। ১৬ ষোড়শ শত খৃষ্টাব্দ হইতে শিকেরা উদয় হইয়া দেখা দেয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা দক্ষিণ রাজ্যের রাজকর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিয়া তাহাদিগের প্রথম অস্ত্রবল পরীক্ষায় কৃত কার্য্য হয় এবং পোর্ত্তগিসেরা পরাক্রান্ত হইয়া পশ্চিমদিগে সমুদ্র তটে উদয় হওনের সুবিধা প্রাপ্ত হয়।

বাবরের পৌত্র আকবর মোগলদিগের রাজত্ব সুস্থির রূপে সংস্থাপন করিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ সৌভাগ্যে রাজ্যভোগ করেন, তিনি প্রথমতঃ উত্তর হিন্দুস্থান, তাহার পরে ক্রমান্বয়ে বাঙ্গালা, মালব, গুজরাট, খান্দেস, কাশ্মীর এবং অন্যান্য মুসলমান রাজ্য জয় করেন, কিন্তু ডেকান প্রদেশস্থ রাজ্য সমূহের উপর আক্রমণ করেন নাই, শেষোক্ত রাজ্য সমুদয় ১৭ শত খৃষ্টাব্দ ব্যাপিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া চরমে দক্ষিণ দেশীয় গোলকণ্ডা এবং বিজয়পুরের প্রশস্ত মুসলমান রাজ্য আরঙ্গজেব কর্ত্তৃক নিঃশেষিত রূপে পরাজিত হয়, তৎকালে মোগল রাজ্য অত্যন্ত উন্নত অবস্থাগ্রস্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অব্যবহিত পর হইতেই ক্রমশঃ হ্রাসতাকে আশ্রয় করিতে লাগিল।

সমুদয় জাতিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়া সাধারণ সমাজবদ্ধ করণ জন্য আকবরের প্রধান মনন ছিল, এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিরা সেই সোপানের অনুগামী হওয়াতে হিন্দুও

মুসলমানদিগকে এক জাতি করিয়া লওনের পক্ষে অনেক কৃতকার্য্য হইয়াছিল। মুসলমানেরাই হিন্দীভাষার চলন এবং প্রয়োজন অনুসারে আরব্য ও পারস্য শব্দ সকল তাহাতে নিবিষ্ট করিয়া হিন্দুস্থানী ভাষার সৃষ্টি করে তাহাই উত্তর পশ্চিম দেশের সাধারণ ভাষা। রাজপুতেরা অত্যন্ত অনুগ্রহ পাত্র হইয়া দেশাধ্যক্ষতা ও প্রধান সেনাপতিত্ব পদে নিযুক্ত এবং সম্রাটদিগের সহিত বিবাহসূত্রে সংযোজিত হওয়াতে তাহাদিগের বহুতর অধ্যক্ষেরা মধ্য হিন্দুস্থানে বৃহৎ বৃহৎ অথচ অনুর্ব্বর রাজ্যাধিকার প্রাপণের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্ম বদ্ধ মূল হইয়া অনেক হিন্দুকে তন্মতাবলম্বী করে, কিন্তু সিন্ধু দেশে সিন্ধুনদীর কূল এবং পশ্চিম পঞ্জাব ব্যতিরেকে অপরাপর সমুদয় দেশে অধিবাসিদিগের ভূরিভাগ অদ্যাপি হিন্দুই রহিয়াছে।

মোগলদিগের হ্রাসতার সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা রাজ্যের নিমিত্তে বিবাদী হইয়াছিল। তাহারা দক্ষিণ অঞ্চলে হিন্দুদিগের উপনিবেশ দ্বারা উৎপন্ন জাতির মধ্যে সমধিক সাহসিক। তাহাদিগের পরাক্রমের সৃষ্টিকর্ত্তা সাহুজী, তিনি বিজয়পুরের রাজার অধীনে কর্ম্ম করাতে তাঞ্জোরের অধ্যক্ষতা পদ পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র শিবজী স্বকীয় লোকদিগের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন অধ্যক্ষ রূপে স্থাপিত করেন, এবং তৎকালীন মূল সাম্রাজ্যের সহিত দক্ষিণ রাজ্যের যে যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, সেই অবসরে তিনি দেশ লুণ্ঠনকারী হইয়া আপনাকে অতিশয় পরাক্রমশালী ও প্রভূত রাজ্যাধিকারী করিয়া তুলিলেন।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে

পোর্ত্তুগিসেরা ও ১৭ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা এবং ইংরাজেরা শুভদিন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার অব্যবহিত পরে ওলন্দাজেরা ভারতবর্ষের আধিপত্য ইংরাজদিগকে উপার্জ্জন করিতে দিয়া আপনারা পূর্ব্ব দ্বীপ-সমূহ অধিকার করিয়াছিল, ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে আরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে বহুতর অন্তর্ব্বিবাদ ও রাজবিদ্রোহাচরণের পর মহম্মদ সাহ নামতঃ সম্রাট হইয়াছিলেন, ফলতঃ যাহারা মন্ত্রীপদ ধারণ করিত প্রকৃত রাজ-পরাক্রম তাহাদেরই হস্তে ছিল। তাহারা আপনাদিগকে আশ্রয় দিবার নিমিত্তে মহারাষ্ট্রীয় এবং রাজপুতদিগের নিয়ত উপাসনা করিত।

ডেকানের রাজপ্রতিনিধি আসফ্জা, যিনি স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা পরিত্রাণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রিপদে কিছুকালের নিমিত্তে দিল্লী নগরে অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে ১৭২০ খৃষ্টাব্দে রাজবিদ্রোহী হইয়া আপনার শাসিত ডেকান রাজ্যে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহারই বংশাবলি ডেকানের নিজাম নামে বিখ্যাত।

সাদত খাঁ প্রথমতঃ খোরাসান দেশীয় এক বণিক ছিলেন, তৎপরে সৈন্যাধিপতিত্ব পদে উন্নত হইয়া ১৭২০ খৃষ্টাব্দে দিল্লির রাজসভায় দ্বিতীয় স্থানে নিবেশিত এবং পরিশেষে অযোধ্যার রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারপুত্র তদুত্তরাধিকারিত্বে অভিষিক্ত হইয়া দিল্লির প্রধান মন্ত্রীপদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। অযোধ্যার রাজারা তাহারই বংশ।

দক্ষিণে শিবজির বংশ শক্তি বিবর্জ্জিত হওয়াতে বালাজিরাও পেশওয়া নামক ব্রাহ্মণ রাজমন্ত্রীপদ লাভ করিয়া দেশীয় লোক সমূহকে একত্রিত করিয়াছিল। তাহার পুত্র

বাজিরাও সম্পূর্ণরূপে আপন প্রভুত্ব স্থাপিত করাতে মহারষ্ট্র-দিগের প্রভূত পরাক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র রাজ্যের আর একজন পুরুষানুক্রমিক মন্ত্রী গুজরাটের অধিকার প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার মৃত্যু হওয়াতে তদীয় অবয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণার্থে রাখাল জাতীয় গৈকুমার নামে বিখ্যাত তন্নিষ্ট এক ব্যক্তি অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া পরিশেষে আপনার আধিপত্য স্থাপন করেন, তিনিই বর্ত্তমান গৈকুমার বংশের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন, প্রায় এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়-দিগের কর্ম্মে নিযুক্ত সিন্ধিয়া ও হোলকার নামা লুঠকারী অধ্যক্ষ প্রথমে যাহার একজন রাখাল এবং অপরে সামান্য ভৃত্য ছিল, তাহারা উভয়ে মালব দেশ বিভাগ করিয়া লয়, তৎকালে পুরুবজি-ভোস্না, যিনি আদিতে একজন সামান্য অশ্বারূঢ় পরে মহারাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ হয়েন তৎকর্ত্তৃক বেরার অথবা নাগপুর রাজ্য সংস্থাপিত হয়।

শিকেরা ১৭১২ খৃষ্টীয় শকে ভয়ানক হইয়া উঠিল। ফরাসিরা ১৭২০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তি স্থানে আপনাদিগকে স্থাপিত করিল। প্রায় ১৭২২ খৃষ্টাব্দীতে ভরতপুরের জাঠেরা গৌরবের উচ্চ চূড়ারূঢ় হয়। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে পারস্য দেশের রাজা নাদরসাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ ও দিল্লী নগর লুণ্ঠন এবং মোগল সম্রাটকে রাজ্যে পুনঃ স্থাপন করিয়া স্বদেশে প্রতি গমন করেন।

ডেকানের অধীনস্থ কর্ণাটের সহকারী শাসন কর্ত্তার পরলোক প্রাপ্তির পর আসফ্জা নিজাম, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিকে নিরাকৃত করিয়া আনবরুদ্দীন নামক স্বতন্ত্র পরিবারের এক জনকে তৎপদে নিযুক্ত করেন, এই আনবরুদ্দীন

কর্ণাটের বৃত্তি-ভোগী নবাবের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন, তাঞ্জোর তৎকাল পর্য্যন্ত শিবজির ভ্রাতৃ বংশের অধীন ছিল, তিনি তাঁহার পিতা হইতে আধিপত্য প্রাপ্ত হন্ এবং তাঞ্জোরের বৃত্তি-ভোগী রাজারা তাঁহারই সন্তান সন্ততি।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আসফজার মৃত্যু হইলে রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে একজন বাদী এবং কর্ণাট শাসন কর্ত্তার তাড়িত পরিজনের প্রতিনিধি ফরাসিদিগের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়, অথচ আসফজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত কর্ণাটের শাসনকর্ত্তা আনবরুদ্দীনের বংশ বৃটিস আশ্রয় যাচ্ঞা করে, ইহাতে ফরাসী এবং ইংরাজদিগের মধ্যে এক তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া পরিশেষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা পরাস্ত ও ডেকান রাজ্য হইতে তাড়িত হইলে যুদ্ধের নিবৃত্তি হয়।

ইতিমধ্যে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতৃ পৌত্র অথচ নিজ দৌহিত্র সেরাজউদ্দৌলা তৎপদাধিকারী হইয়া ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা হইতে দূর করিয়া দেন। সেরাজউদ্দৌলা তাঁহার সমুদয় কর্ম্মচারিগণের অত্যন্ত ঘৃণাপাত্র ছিলেন, তন্মধ্যে মীরজাফর বাঙ্গালা জয় করণ কালে ইংরাজদিগের সহায়তা করাতে তাঁহাদিগের আনুকূল্যে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হইলেন, ঐ মীরজাফর বর্ত্তমান বৃত্তি-ভোগী নবাবের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন।

এই সময়ে মোগল রাজ্যের বিষয় ব্যাপার ক্রমশঃ মন্দ হইয়া উঠিল। আসফজার এক পৌত্র গাজিউদ্দীন দিল্লীতে অন্যায় প্রভুত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সহায়তার নিমিত্তে মহারাষ্ট্রীয়-দিগকে,আহ্বান সম্রাটকে অন্ধ অবশেষে হত্যা পর্য্যন্ত করি-

লেন, যিনি রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী তিনি বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তৃত্বের ভার লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজদিগের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎ ধন লইয়াই প্রস্থান করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়েরা তৎকালে পরাক্রমের উচ্চ মঞ্চে অধিষ্ঠান করত জাঠ ও শিকদিগের সহিত মিলিত ছিল, কিন্তু নাদর সাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত যে আফগাণ স্থান স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল তাহার অধিপতি অহম্মদসাহ কর্ত্তৃক পানিপটের যুদ্ধে অসীম প্রাণহানির সহিত সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়। অহম্মদ সাহ মনে করিলে অনায়াসে ভারতবর্ষের রাজা হইতে পারিতেন, কিন্তু কেবল পঞ্জাব দেশ অধিকার করিয়াই কাবলে ফিরিয়া গেলেন, সাহ আলম নামতঃ সম্রাট ছিলেন, বাস্তবিক রাজকীয় ক্ষমতা তাঁহার কিছুই ছিলনা। মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনর্ব্বার পরাক্রম-শালী হইয়া উঠিল, জাঠ এবং শিকেরা যমুনা ও শতদ্রু নদীর চতুর্দ্দিগে তাহাদিগের শক্তি বিস্তার করিল, সম্রাট অযোধ্যার শাসনঃকর্ত্তার শরণাগত হইয়া রহিলেন। ইংরাজেরা বাঙ্গালার প্রভু হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং সমুদয় রাজ্যের উপর তাঁহাদিগের পরাক্রম বিস্তার হইয়া পড়িল।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্রিটিস ক্ষমতার উৎপত্তি বৃদ্ধি এবং রাজ্যলাভ।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর চরম দিনে, পূর্ব্ব ভারতবর্ষে বাণিজ্য করণ জন্য ইংলণ্ডের ইলিজেবেথ রাজ্ঞী একদল ইংরাজ বণিককে এক সনন্দ অর্থাৎ অনুমতিপত্র প্রদান করেন, তদনুসারে ঐ বণিকদল ১৬০১ খৃষ্টীয় শকে সুমাত্রার অন্তর্গত আচীন নামক নগরে প্রথম উত্তীর্ণ হয়েন। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে উক্ত দল অর্থাৎ কোম্পানি জাবার অন্তর্ব্বর্ত্তি বান্তাম নগরে কুঠী সংস্থাপন করেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দীতে মোগল সম্রাট সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ সুরট নগরে কুঠী সংস্থাপনের নিমিত্তে এবং ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে উড়িয্যার অন্তর্গত পিপলী বন্দরের দ্বারা বাঙ্গালাতে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দান করেন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে করমণ্ডল উপকূলে যে অংশে মাদ্রাজ অবস্থিত তাহার রাজা উপরোক্ত কোম্পানির বাণিজ্য দ্রব্যাদি সংরক্ষণার্থে ভাণ্ডারের নিমিত্তে সেইণ্টজর্জ্জ দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ করেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস ঐ সনন্দ পুনঃ নূতন করিয়া দিয়া সেইণ্ট হেলেনা দ্বীপ যাহা দশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই দ্বীপ যাহা পোর্ত্তগালের রাজা তাঁহার রাণীকে যৌতুক দিয়াছিল এই দুই স্থান তাহাদিগের ভোগাধিকারে দান করিলেন। এই সময়ে কোম্পানী, কেরাণী অর্থাৎ

লেখক, কুঠিপতি এবং বনিক ইহারদিগের অনুক্রম সহকারে, কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের নিয়ম স্থাপিত করাতে পরিশেষে অন্যান্য প্রেসিডেন্সি সকলে তাহাতেই বিস্তারিত হইল। দ্বিতীয় চার্লস ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে টাকা এবং পয়সা মুদ্রিত করণ কারণ বোম্বাইতে এক টঙ্কশালা প্রতিষ্ঠা করিতে আজ্ঞা দেন। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনন্দ ২১ বৎসরের নিমিত্তে পুনঃপ্রদত্ত হইলে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মের কুঠি স্থাপিত হয়। বিশেষতঃ এই বৎসরে রাজানুমতি পত্রানুসারে, "পূর্ব্ব ভারতবর্ষে বাণিজ্যকারী সাধারণ সমাজ" নামে এক নূতন কোম্পানি স্থাপিত হয়, কিন্তু উভয় কোম্পানির পরস্পর প্রতিযোগিতা বশতঃ উভয় পক্ষেরই হানি সম্ভাবনা বিবেচনা হওয়াতে ১৭০২ খৃষ্টাব্দে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে উভয় দল মিলিত হইয়া ঐ সংযুক্ত সম্প্রদায় "ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডীয়া কোম্পানি" নাম প্রাপ্ত হইল। এতৎকালে তাহারদিগের অধিকারে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা এবং সেইণ্ট হেলেনা দ্বীপ, পারস্য দেশের তিন কুঠী, সুমাত্রাতে কতক উপনিবেশ ও সুরট মছলিপাটন এবং বরণীয় দ্বীপে মাদা পুলম্ ও কোচিন চীন উপকূলে পলু কন্দর স্থানের সমুদয় কুঠী ছিল।

১৭১১ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড ইষ্ট ইণ্ডীয়া কোম্পানির সামাজিক বৃদ্ধি ও তাহাদিগের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষমতা রাজমুকুট কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও স্থিরীকৃত হয়। ইংলণ্ড দেশে কোম্পানির কর্ম্ম নির্ব্বাহক সমাজ, যাহা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কোর্ট অফ কমিটী নামে খ্যাত ছিল, তাহা কোর্ট অফ ডিরেক্টর নাম ধারণ করিল। সেই সময়ে তিন প্রেসিডেন্-

সির রাজকর্ম্মের ভার প্রত্যেক স্থানে এক একজন সভাপতি ও মন্ত্রণা সভার প্রতি সমর্পিত ছিল, এবং ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অধীন কর্ম্মচারিগণের দ্বারা নাগর্য্য কার্য্য সম্পাদিত হইত, তাঁহাদিগের সচরাচর এই নিয়ম ছিল যে, তাঁহারা সকল আজ্ঞাই মান্য ও সমুদয় ঋণ পরিশোধ এবং ভারতবর্ষ নিবাসী লোকদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন। প্রত্যেক সভাপতির অধিকার মধ্যে যে সকল সেনা সামন্ত অবস্থিতি করিত, কার্য্যকালে তাঁহারাই তাহার প্রধান সেনাপতি হইতেন। কোম্পানির "সিভিল সরভ্যাণ্ট" অর্থাৎ নাগর্য্য কার্য্যকারকেরা ন্যূন বেতন পাইতেন বলিয়া আপনাদিগের নিমিত্তে স্বতন্ত্র বাণিজ্য করিতে অনুমতি পাইতেন।

১৭১৬ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট, বাণিজ্য বিষয়ক প্রয়োজনীয় স্বত্বাধিকার এবং বাঙ্গালাতে ৩৮ গ্রামের প্রভুত্ব ক্রয় করণ জন্য রাজদত্ত কোন কোন বিশেষ ক্ষমতার সহিত অনুমতি প্রদান করেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাসির যুদ্ধে বাঙ্গালা রাজ্য ইংরাজদিগকে দত্ত হয়, এবং বাঙ্গালার সাহায্য ক্রমে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ রাজ্য পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ডেকান হইতে ফরাসিরা তাড়িত এবং দক্ষিণ দেশে বৃটিস আধিপত্য স্থাপিত হয়।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের সন্ধির দ্বারা দিল্লির সম্রাট কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বেহার এবং উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রতি বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা রাজকর প্রদানের নিয়মে কোম্পানিকে দেওয়া যায়, কিন্তু উক্ত কর কেবল ৫ বৎসর মাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল, ঐ বৎসরে কর্ণাটের নবাবের নিকট হইতে মান্দ্রাজের চতুর্দ্দিগস্থ এক প্রদেশ গৃহীত হয় এবং নৈজাম

ইংরাজদিগের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য প্রাপণের নিয়মে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর সরকার প্রদেশ দান করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাবের বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিয়া তত্রত্য সমুদয় রাজকার্য্য কোম্পানী বাহাদুর আপনাদিগের হস্তগত করিয়া লয়েন।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্ট ভারতবর্ষের রাজশাসন কারণ প্রথম নিয়ম প্রস্তুত করিয়া বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নাগর্ব্য এবং সৈন্য সম্বন্ধীয় সমুদয় রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে এবং অধীন প্রেসিডেন্সির দ্বয়ে অর্থাৎ বোম্বাই ও মাদ্রাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করণজন্য একজন গবর্ণর জেনরল ও চারিজন কৌন্সিলর ৫ বৎসরের নিমিত্তে নিযুক্ত করেন। বাঙ্গালাতে ফোর্ট উইলিয়ম সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হওয়াতে কলিকাতায় এক সুপ্রিমকোর্ট প্রস্তাবিত হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির স্বত্বাধিকার ১০ বৎসরের নিমিত্তে দূরীকৃত হইয়া কথিত হয় তাহার পর ৩ বৎসরের নিমিত্তে সংবাদ দিয়া পুনঃ নির্দ্ধারিত হইবেক। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সচরাচর পিটের নিয়ম নামে বিখ্যাত ব্যবস্থার দ্বারা ইংলণ্ডের মহারাজা ভারতবর্ষের রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ কারণ ৬ জন প্রিভি কৌন্সিলর অর্থাৎ রাজমন্ত্রিকে বোর্ড অফ কণ্ট্রোল আখ্যান কমিস্যনর নিযুক্ত করণে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কোর্ট অফ ডিরেক্টর সভার সভ্যগণ কতকগুলিন উচ্চ কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করণের ক্ষমতায় বিভূষিত হইলেন, এবং সমুদয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণ কারণ লিপ্যাদি প্রেরণ করিবার এবং তাহা অপ্রকাশ রাখিবার নিমিত্তে কোর্ট অফ ডিরেক্টর হইতে এক গোপন সমাজ মনোনীত করিয়া লওয়া

গেল। কলিকাতার সুপ্রিম কৌন্‌সিল একজন গবর্ণর জেনরল তিন জন কৌন্‌সিলর এবং ক্ষমতাতে দ্বিতীয় গণ্য প্রধান সেনাপতি এই পাঁচজনে নিবেশিত হইল।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে মহীসুরের যুদ্ধ সমাপ্তিতে, টেপুসুল্‌তান কর্ত্তৃক দত্ত তাঁহার রাজ্যের অনেকাংশ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্‌সি ভুক্ত হয়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্য সম্বন্ধীয় অধিকার ও রাজস্ব এবং বাণিজ্যের ক্ষমতা পুনরায় ২০ বৎসরের নিমিত্তে কোম্পানিকে প্রদত্ত হয় এবং বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টেপুসুলতানের সহিত পুনর্যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে তাঁহার রাজধানী গৃহীত এবং পরাক্রম বিলুপ্ত হয়, তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ মাদ্রাজের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়, এবং একাংশে টেপুর পিতা কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট এক ক্ষুদ্র রাজ্যের হিন্দু রাজাকে সহযোগির নিয়মাধীনে সংস্থাপিত করা হয়, তিনি সর্ব্বতোভাবে ইংরাজদিগের বশীভূত। নেজাম নিজকর্ম্মে নিবিষ্ট ইংরাজ সৈন্যগণের বেতন প্রদানার্থে টেঁপুর লুণ্ঠিত রাজ্যের যে অংশ তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল, তাহা ইংরাজদিগকে দান করেন। এই সময়ে তাঞ্জোরের রাজা বৃত্তি ভোগী হয়েন এবং তাঁহার রাজ্যের সমুদয় রাজকীয়কর্ম্ম বৃটিস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতে থাকে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটরাজ্য বৃটিস শাসনাধীনে গৃহীত হইল, এবং অযোধ্যার রাজা বৃটিস গবর্ণমেণ্ট হইতে আশ্রয় প্রাপণ এবং ভুদ্ধারা অন্তর্বাহ্য সংরক্ষণ কারণ এলাহাবাদ রোহেল-

খণ্ড এবং অন্তর্ব্বেদের অর্থাৎ দোয়াবের সমধিক ভাগ দান করেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট গৈকুমারকে যে সৈন্য সাহায্য করিয়াছিলেন তদর্থে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সৌরাষ্ট্র দেশ প্রাপ্তি হয়। ১৮০৫ সালে তিনি যে সহকারী সন্ধি করেন, তদ্দ্বারা বৃটিস সৈন্যের বেতন বিধানার্থে বিস্তর দেশ দান করেন।

পেশওয়া ১৮০৩ সালে কতকগুলিন সাহায্যকারী সৈন্য গ্রহণ করিতে এবং তাহাদের বেতন দিতে সম্মত হয়েন, এবং প্রধান প্রধান জায়গিরদার অর্থাৎ বৃত্তি ভূমি ভোগী সিন্ধিয়া হোলকার এবং নাগপুরের রাজা তদর্থে আপত্য উত্থাপন করাতে এক তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সিন্ধিয়া এবং নাগপুরের রাজা সমুদয় অন্তর্ব্বেদ অর্থাৎ দোয়াব এবং দিল্লির রাজ্য, যাহা সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত ছিল, বন্দেল খণ্ডের কিয়দংশ বিশেষতঃ কটক ও বোম্বায়ের পার্শ্বস্থ কতক প্রদেশ বৃটিস গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে বাধিত হয়েন। জাঠেরা আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া যমুনার পশ্চিম পারে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা ভগ্ন পরাক্রম হয়, দিল্লী গ্রহণ করা যায় এবং বৃদ্ধ ও অন্ধীকৃত সম্রাট সাহআলম ইংরাজদিগের বৃত্তি ভোগী হয়েন।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি অন্যান্য সমুদয় বাণিজ্য-কার্য্য বর্জ্জিত হইয়া কেবল চীন দেশের সহিত চার ব্যবসায় এবং তাহাদিগের অধিকৃত রাজ্যাধিকার সম্ভোগ করণ কারণ আর বিংশতি বৎসরের নিমিত্তে স্থিরতর রহিলেন, এই বৎসরে ভারতবর্ষে একজন বিশাপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও দুইজন

আর্চডিকন অর্থাৎ সহকারী ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়াতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নিয়ম এদেশে প্রথম স্থাপন করা হয়।

১৮১৬ সালে শতক্রু হইতে কালী নদী পর্য্যন্ত সমুদয় পর্ব্বতাঞ্চল এবং গিরি পাদ লগ্ন অধিকাংশ উর্ব্বরভূমি গোরখাদিগের নিকট হইতে জয় করিয়া লওয়া যায়, এবং নেপালের রাজা একজন রেসিডেণ্টকে গ্রহণ করিতে ও কোন ইউরোপীয় লোককে কর্ম্ম না দিতে এবং ভিন্ন দেশীয়দিগের সহিত কোন সংশ্রব না রাখিতে প্রতিজ্ঞা করেন।

১৮১৭ সালে পেশওয়া যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বৃত্তি-ভোগী হয়েন এবং তাঁহার রাজ্যের ভূরিভাগ বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ভুক্ত হয়। পিণ্ডারিদিগের প্রধান অধ্যক্ষ আমীর খাঁ পরাজিত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বতন প্রভু হোলকারের ব্যয়ে এক দশাধিকার প্রাপ্ত হয়। বন্দেল খণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধ্যক্ষেরা ব্রিটিস প্রাধান্য স্বীকার করে। নর্ম্মদা অঞ্চলের এবং বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তি অনেক ভূভাগ নাগপুর হইতে বলপূর্ব্বক দাওয়া করিয়া লওয়া যায় এবং অপ্রাপ্ত ব্যবহার এক রাজাকে ব্রিটিস কর্ত্তৃত্বের অধীনতা স্বীকার করাইয়া ঐ রাজ্যে স্থাপিত করা হয়। হোলকারের রাজ্য অতিশয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ব্রিটিস তত্ত্বাবধারণের বশবর্ত্তি হয়। সিন্ধিয়া কি ক্ষতিজনক কি লভ্যকর উভয় সম্বন্ধে সম্বন্ধী হইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পালিত ঠিকা সৈন্যের বেতন যোগাইবার নিয়মে বন্ধী হয়েন। গৈকুমারের উপর প্রাধান্য যাহা পূর্ব্বে পেশওয়া বিস্তার করিতেন, তাহা এক্ষণে ব্রিটিস হস্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসে এবং তিনি সমধিক রাজ্য দান ও

তাঁহার সাহায্যকারী সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিয়ৎ পরিমাণে উপকার প্রাপ্ত হয়েন।

এই সময়ে মধ্য ভারতবর্ষের রাজপুত এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর প্রভুত্ব ও তাহাদিগের দত্ত রাজকর বৃটিস গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হইল। আজমিরের চতুর্দ্দিক-বর্ত্তি এক ক্ষুদ্র রাজ্য আয়ত্ত করা গেল, এবং কচ্ছের রাজা সহযোগিতা স্বীকার করিয়া লইলেন। মহারাষ্ট্রদিগের আদি রাজ-পরিবারের সন্তানকে দুরবস্থা হইতে আকর্ষণ করিয়া পেশওয়া হইতে গৃহীত রাজ্যের একাংশে সেতারা প্রদেশে অধীন রাজার ন্যায় স্থাপিত করা গেল।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কি ইংরাজেরা কি মুসলমান রাজারা মোগল সম্রাটের নাম মাত্র দান দ্বারা তাহাদিগের কর্ত্তৃত্ব স্বত্ব প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহার নামেই সকল মুদ্রা মুদ্রিত হইত, এক্ষণে বৃটিস গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকারের পরি-বর্ত্তে স্বয়ং রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং অযোধ্যায় শাসন-কর্ত্তা রাজা উপাধিতে খ্যাত হইলেন।

১৮২৪ সালে ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে সিঙ্গাপুর ক্রীত এবং সুমাত্রা স্থিত বেঙ্কুলনের বিনিময়ে মালাক্কা গৃহীত হইল। ১৮২৬ সালে ব্রহ্ম-দেশীয় রাজার সহিত শান্তি সন্ধির দ্বারা আরাকান, মারগুই, তাভয় এবং তানা-সরিম রাজ্য লব্ধ এবং আসাম রাজ্য আয়ত্তীকৃত হয়।

১৮৩৩ সালে কোম্পানির চার্টর অর্থাৎ রাজানুমতি পত্র ২০ বৎসরের নিমিত্তে পুনরায় দেওয়া যায় তদ্দারা তাঁহা-দিগের চীন দেশে একাকী রূপে চা বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় সমুদয় কর্ম্ম এক কালে রহিত হয়,

এবং বোর্ড অফ কণ্ট্রোল অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, অধিকন্তু স্থানীয় রাজ্য শাসনের ভার যাহা এতাবৎকাল ব্যাপিয়া তিন প্রেসিডেন্সির ৩ জন গবর্নরের উপর অর্পিত ছিল, এই অবধি তাহার অনেক পরিবর্ত্ত হইল। ১৮৩৩ সালের নিয়ম দ্বারা নিখিল ভারতবর্ষের সমুদয় নাগর্য্য ও সৈন্য সংক্রান্ত শাসন কর্ত্তৃত্বের ভার গবর্নর জেনরল এবং চারিজন কৌন্সিলর অর্থাৎ মন্ত্রণা দায়কের প্রতি অর্পিত হয় এবং ইহাও আদিষ্ট হয় যে চারিজন কৌন্সিলরের মধ্যে তিনজন ভারতবর্ষের নাগরিক, কিম্বা সৈনিক রাজপুরুষ এবং চতুর্থ জন ব্যবস্থাপক সমাজের জনৈক সভ্য হইবেন, কিন্তু কোম্পানির পূর্ব্বকার কোন ভৃত্য হইবেন না, এবং তিনি কেবল ব্যবস্থা রচনার সময়ে আপনার মতামত প্রকাশ করিবেন। কৌন্সিল অর্থাৎ মন্ত্রণা সভা কোর্ট অফ ডিরেক্টরের অজ্ঞাতসারে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে পারিবেন, গবর্নর জেনরল এবং কৌন্সিলের তিনজন সভ্য একত্রিত হইলেই বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, কিন্তু ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং ধন দান করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ মাদ্রাজে এবং বোম্বাইতে বিশপ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করণের এবং আগ্রাতে অন্য এক অধীন গবর্নমেণ্ট স্থাপনের নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, এই সময়ে সেইণ্ট হেলেনা দ্বীপ মহীপতিকে প্রদত্ত হইল।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কূর্গ রাজ্য ইংরাজদিগের অধিকারভুক্ত হয়।

১৮৩৫ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টর আগ্রায় এক স্বতন্ত্র অধীন গবর্নমেণ্ট সংস্থাপন স্থগিত রাখিবার এবং এই

নিবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম রাজ্যের লেফ্‌টেনণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা গবর্ণর জেনরল ইন্‌-কৌন্‌সেলের প্রতি অর্পণ করেন। মহীশূর রাজ্য সমিচীন রূপে বৃটিস শাসনাধীনে গৃহীত হয়। ১৮৪১ সালে করনৌল দেশ ইংরাজ রাজ্যে সম্মিলিত এবং ১৮৪৩ সালে সিন্ধুরাজ্য জয় লব্ধ হয়।

১৮৪৫ সালে পঞ্জাবের রাজা রণজিত সিংহের বংশ শতদ্রু এবং ব্যাস নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ এবং তাঁহার রাজ্যের অপর কতক ভাগ ইংরাজদিগকে দান করেন। ১৮৪৮ সালে সেতারার রাজার অধিকার বৃটিস শাসনের সম্পূর্ণ অধীন হয়। ১৮৪৯ সালে সমুদয় পঞ্জাব রাজ্য বৃটিস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। ১৮৫২ সালে ব্রহ্ম রাজার নিকট হইতে পেগু রাজ্য জয় লব্ধ হয়। ১৮৫৩ সালে রাজার মৃত্যু হওয়াতে বেরার রাজ্য বৃটিস অধিকার ভুক্ত হইল।

১৮৫৩ সালে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল যে কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাদিগের ভারতবর্ষীয় রাজ্যাধিকারে তদবধি দৃঢ়ীভূত থাকিতে পারিবেন যে পর্য্যন্ত উক্ত মহাসভা অন্যবিধ প্রণালীতে কার্য্য করিতে আদেশ বিধান না করেন, এই সময়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরদিগের সংখ্যা ন্যূন হইয়া ২৪ জনের পরিবর্ত্তে ১৮ জন হয়, তাহার মধ্যে ৬ জন রাজকর্ত্তৃক নিয়োজ্য। ভারতবর্ষের কৌন্‌সিল পুনঃ সংশোধিত হয়। চতুর্থ নিয়মিত সভ্য সমুদয় কর্ম্মোপলক্ষে আসন পাইতে এবং মতামত প্রকাশ করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, এবং কেবল আইন অর্থাৎ ব্যবস্থা করণীয় সমাজে বসিবার এবং তদ্বিষয়ে আপনাদিগের সম্মতি

সম্মতি অসম্মতি জানাইবার নিমিত্তে ছয়জন বিধি বিধায়ক কৌন্সিলর অর্থাৎ মন্ত্রী বৃদ্ধি করা গেল, তাহার মধ্যে চারি জন সিভিল অর্থাৎ নাগর্য্য রাজকর্ম্মচারী, তাঁহাদিগের প্রত্যেক ক্রমান্বয়ে বোম্বাই মাদ্রাজ বাঙ্গালা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অন্যূন দশ বৎসর ব্যাপিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট দুই জনের একজন কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান জজ্ এবং অন্য এক জন কণিষ্ঠ জজ্।

কোর্ট অব ডিরেক্টরকে আরো এই সমস্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল যে গবর্ণর জেনরলের কৃত মনোনীত দুই জন অধিক সভ্য কৌন্সিলে নিবেশন, এক অভিনব রাজধানী নিরূপণ, একজন নূতন লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিয়োজন এবং বিদ্যমান রাজধানীর সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। ততোঽধিক নিরূপিত হইয়াছিল যে সুপ্রিম কৌন্সিলের এবং তদধীন সমস্ত রাজধানী-স্থিত কৌন্সিলের সমুদায় সভ্যগণের নিয়োগ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নির্ব্বাচনের অধীন হইবেক। সিভিল সর্ব্বিস অর্থাৎ চিহ্নিত কর্ম্ম এবং সৈন্য দলের সহকারী চিকিৎসকের পদ স্বরূপ দ্বার সর্ব্বসাধারণ প্রতিযোগিদিগের নিমিত্তে বিমুক্ত হইল। ১৮৫৬ সনের ফিব্রুয়ারি মাসে অযোধ্যা রাজ্য বৃটিস অধিকারভুক্ত হয়।

১৮৫৮ সনের ১ লা নবেম্বরে ভারতবর্ষের রাজ্যভার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তান্তর হইয়া ঐ বৎসরের ২রা আগষ্টের নির্দ্ধারিত শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া মহারাণীর ২১ এবং ২২ বিধানের ১০৬ অধ্যায়ের নিয়মানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর

অধীন হইয়া অবধারিত হয় যে উক্ত রাজ্য মহারাণীর দ্বারা এবং তাঁহার নামে শাসিত হইবেক, এবং মহারাণীর এক জন প্রধান "সেক্রেটরি" অর্থাৎ কর্ম্ম সম্পাদক এক কৌন্সিল অর্থাৎ মন্ত্রণা সভার সহকারে "সেক্রেটরি অব ষ্টেট ইন্-কৌন্সিল" উপাধি-বিশিষ্ট হইয়া যে সমস্ত ক্ষমতা ও কার্য্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কিম্বা কোর্ট অব ডিরেক্টরের অথবা উক্ত কোম্পানির অধ্যক্ষগণের দ্বারা স্বতন্ত্র রূপে অথবা বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সম্মতি ক্রমে আচরিত কিম্বা সম্পাদিত হইত, তৎসমুদায় তিনি করিতে পারিবেন। পরন্তু ১৫ জন সভ্যের দ্বারা ঐ কৌন্সিল অর্থাৎ মন্ত্রণা সমাজ স্থিরীকৃত হইবেক, তন্মধ্যে তৎসময়ে যাঁহারা কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন তাদৃশ ৭ জন কোর্ট অব ডিরেক্টর কর্ত্তৃক মনোনীত এবং অবশিষ্ট ৮ জন মহারাণী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। শেষোক্তগণের পদশূন্য হইলে মহারাণী তৎপদে লোক নিযুক্ত করিবেন অন্যেরা কৌন্সিলের মনোনীতানুসারে নিবেশিত হইবেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে দশবৎসর কর্ম্ম কিম্বা বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্য হইতেই অধিকাংশ সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন এবং যদবধি তাঁহাদের চরিত্রে কোন দোষ দৃষ্ট না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা পদস্থ থাকিবেন। ভারতবর্ষের রাজকীয় বিষয় সম্বন্ধে যাবতীয় কর্ম্ম ইংলণ্ডে নির্ব্বাহিত হইবেক এবং ভারতবর্ষের সহিত যে সকল লিখন পঠন করা যাইবেক তাহা সেক্রেটরি অব ষ্টেটের অভি-মতানুসারে কৌন্সিল কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবেক। সেক্রেটরি অব ষ্টেট আপনার মতামত প্রকাশের ক্ষমতা সহকারে কৌন্সিলের অধ্যক্ষ অর্থাৎ সমাজপতি হইবেন এবং কোন

সভ্যকে সহকারী সভাপতির পদে অভিষিক্ত কিম্বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন। কৌনসিলে ভিন্ন ভিন্ন মত হইলে সেক্রেটরি অব ষ্টেট যাহা নির্দ্ধারিত করিবেন তাহাই গ্রাহ্য ও চূড়ান্ত হইবেক কোন কর্ম্মে অধিকাংশ সভ্যের অমত হইলেও তিনি তৎকরণের হেতুবাদ লিখিয়া তাহা করিতে পারিবেন। সম সংখ্য দুই দলের দুই মত হইলে সেক্রেটরি অব ষ্টেট যেমতে সম্মত হইবেন তাহাই গ্রাহ্য হইবেক। তিনি মূল সমাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সভায় বিভক্ত করিতে পারগ হইবেন এবং কর্ম্ম নির্ব্বাহের সুধারা করিবেন। সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একবার সভার বৈঠক হইবেক। ভারতবর্ষের সুপ্রিম কৌনসিল "ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের কৌনসিল" নামে বিখ্যাত হইবেক। গবর্ণর জেনরল সংপ্রতি "ভাইসরয়" এবং গবর্ণর জেনরল উপাধি ধারণ করিবেন এবং ভারতবর্ষের কৌনসিলের সাধারণ চতুর্থ সভ্য ও রাজধানী নিচয়ের গবর্ণরগণ এবং নানা রাজধানীর নিমিত্তে এডভোকেট জেনরল অর্থাৎ রাজকীয় উকিল সমূহ মহারাণী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেক। ভারতবর্ষস্থিত কৌন্‌সিলের অন্যান্য সভ্যগণ এবং নানা রাজধানীর কৌনসিলর সকল সেক্রেটরি অব ষ্টেট ইন্ কৌন্‌সিল কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেক। নানা রাজ্যের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরদিগকে গবর্ণর জেনরল নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিন্তু মহারাণীর সম্মতির অপেক্ষা করিবেক। কোম্পানির অধিকার সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল রাজকীয় কর্ম্মে লোক নিযুক্ত করিবার যেরূপ প্রথা ছিল এক্ষণেও তদ্রূপ থাকিবেক, কিন্তু জাহাজ ও যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কনিষ্ঠ পদে এবং রাজ ব্যবস্থাতে যে সকল রাজকীয় পদের

বিশেষ উল্লেখ করা যায় নাই। তত্তাবৎ কর্ম্মে মহারাণী লোক নিযুক্ত করিবেন।

১৮৫৯ সালের ১ লা জ্যানুয়ারিতে পঞ্জাব ও দিল্লী প্রদেশ এবং শতদ্রু নদীর উভয় দিকের সমুদয় স্থান লইয়া এক স্বতন্ত্র লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

———

নবম অধ্যায়।

স্থানীয় রাজকর্ম্ম।

স্থানীয় প্রধান রাজকর্ম্ম সম্পাদনের ভার গবর্ণর জেনরল ইন্‌কৌন্সিলের প্রতি অর্পিত আছে। গবর্ণর জেনরল ব্যতিরেকে সচরাচর চলিত কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে সুপ্রিম কৌন্সেল নামে এক প্রধান মন্ত্রণাসমাজ আছে। যাঁহারা নাগরিক কিম্বা সৈনিক রাজকার্য্য উপলক্ষে অভাবত দশ বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন তাদৃশ তিন জন এবং পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কখন কর্ম্ম করেন নাই এরূপ একজন এই চারিজনে ঐ সভা সংরচিত। প্রধান সেনাপতি মহোদয় ঐ সমাজের এক জন উপরি সভ্য। এই প্রকারে কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে গবর্ণর জেনরলকে লইয়া সুপ্রিম কৌন্সেলে ৬ ছয় জন সভাসদ। বিধি বিধানের নিমিত্তে ব্যবস্থাপক সমাজে ইতি পূর্ব্বে ১২ বার জন সভ্য ছিলেন তন্মধ্যে ছয় জন সুপ্রিম এক্‌জিকিউটিব কৌন্সেলের অর্থাৎ প্রধান কর্ত্তৃত্বকারী মন্ত্রণা সমাজের পারিসদ এবং অবশিষ্ট ছয় জন এক্‌জি-কিউটিব কৌন্সেলে আসন প্রাপণের কিম্বা মতামত প্রকটনের ক্ষমতা বিহীন, কেবল মাত্র লেজিস্লেটিব কৌন্সিলর, অর্থাৎ বিধি বিধায়ক সমাজের মন্ত্রী। শেষোক্ত ষট্‌ সভ্যের চারি জন অন্যূন দশ বৎসর ব্যাপিয়া ক্রমান্বয়ে বোম্বাই মান্দ্রাজ বাঙ্গালা এবং উত্তরপশ্চিম রাজ্যের নাগর্য্য রাজকার্য্যকারী, পঞ্চমে কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং ষষ্ঠে তথাকার জনৈক কণিষ্ঠ বিচারক ছিলেন।

অতঃপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর প্রতিনিধি এবং গবর্ণর জেনরল বাহা-দুরের সুপ্রিম কৌনসলে ৫ পাঁচ জন মন্ত্রি নিযুক্ত থাকিবেন, তাহার মধ্যে যাঁহারা ভারতবর্ষে দশবৎসর বাস করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্য হইতে তিন

জনকে সেক্রেটারি অব ষ্টেট ইন্ কৌন্সল সময়ে সময়ে মনোনীত করিবেন, অবশিষ্ট দুই জন মহারাণীর আজ্ঞা পত্রানুসারে নিযুক্ত হইবেন। তন্মধ্যে যিনি পাঁচ বৎসর ব্যারিষ্টর অথবা স্কটলণ্ড দেশের এডভোকেটদিগের সভার অন্তর্গত ছিলেন তাদৃশ এক জন এবং অপরে প্রধান সৈনাধিপতি মহোদয় বিশেষ সভ্যরূপে পরিগণিত হইবেন।

বর্ত্তমান ১৮৬২ সনের জ্যানুয়ারি মাসে ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন বিধিবিধায়ক সমাজের পরিবর্ত্তে যে নূতন ব্যবস্থাপক সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে ১৫ জন মন্ত্রি নিবিষ্ট হইয়াছেন, তন্মধ্যে গবর্ণর জেনরলকে লইয়া সুপ্রিম কৌনসিলের সভ্য ৬ জন তদ্ব্যতীত অতিরিক্ত সভ্য ৯ জন তদ্বিশেষ যথা সভাপতি

শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর

সুপ্রিম কৌন্সেলের সভ্য।

শ্রীযুক্ত অনরবল এচ, বি, ই, ফ্রেয়র কে, সি, বি।

" " সিসিল বিডন।

" " আর, নেপিয়ার মেজর জেনরল কে, সি, বি,।

" " এস, লেং।

" " ডবলিউ, রিচি।(১)

অতিরিক্ত সভ্য।

বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত পাতিয়ালার মহারাজা বাহাদুর।

" " এচ, বি, হারিংটন।

" " এচ, ফরবস।

" " সি, জি, আস্কির্ন।

" " ডবলিউ, এস, ফিট্জ উইলিয়ম।

---

(১)—সম্প্রতি ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

" " ডি, কাউই।
" " রাজা দেবনারায়ণ সিংহ বাহাদুর।
" " রাজা দিঙ্কর রাও রঘুনাথ বাহাদুর ।

উপরোক্ত সভ্য সমূহ সংঘটিত নূতন ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা সমুদয় ভারতবর্ষের নিমিত্তে ব্যবস্থাদি সংরচিত এবং স্থিরীকৃত হইবেক। যাঁহারা অতিরিক্ত মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা কেবল বিধি বিধায়ক সমাজের সদস্য হইবেন এবং দুই বৎসর কাল তৎপদে থাকিবেন, কিন্তু সুপ্রিম কৌন্সেলে আসন গ্রহণের কিম্বা মতামত প্রকটনের অধিকারী হইবে না। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের নিমিত্ত বিধবিধানের কারণ বাঙ্গালার শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের কৌন্সিল আখ্যানে বিখ্যাত এক স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিম্ন লিখিত মহোদয়গণ তাহার সভ্য পদে মনোনীত হইয়াছেন, তদযথা,

সভাপতি

শ্রীযুক্ত লেফ্‌ট্‌নেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর।

সভাসদ।

শ্রীযুক্ত টি, এচ, কোই।
" "এ, আর, ইয়ং।
" এচ, ডি, এচ, ফরগসন।
" ই, এচ, লশিংটন।
" বাবু রমাপ্রসাদ রায়।
মৌলবি আবদুল লতিফ।
জান, এন, বুলেন।
ডবলিউ, মেটল্যাণ্ড।
ডবলিউ, মরাল।
এ, টি, টি, পিটরসন।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ।
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর।

ভারতবর্ষে সুপ্রেম গবর্ণমেন্টের বিধিবিধায়ক ক্ষমতার দ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যে বৃটিস শাসনাধীন সমুদায় রাজ্যের এবং সমস্ত বিচারালয়ের নিমিত্তে এবং কি দেশীয় কি বৃটনীয় কি ভিন্ন দেশীয় সকল প্রকার সকল মনুষ্যের উপর ব্যবস্থাপিত সমুদায় আইন অর্থাৎ ব্যবস্থা পশ্চাল্লিখিত সীমা বিশিষ্ট হইয়া প্রচারিত হয়। বিশেষ কোন ইউরোপীয় বৃটিস প্রজা এবং তাহাদিগের সন্তান সন্ততিগণ মহারাণীর নিকট হইতে পূর্ব্ব অনুমতি প্রাপ্ত ব্যতিরেকে মহারাণীর অনুমতি পত্র দ্বারা স্থাপিত বিচারালয় ভিন্ন অন্য কোন বিচারালয়ের দ্বারা প্রাণ দণ্ডে দণ্ডী হইবে না, ঐরূপ মহারাণীর অনুমতি ব্যতীত সুপ্রিম কোর্ট উঠিয়া যাইবেক না, চতুর্থ উইলিয়মের ৩য় এবং ৪র্থ বিধানের ৮৫ অধ্যায়ের এবং ভারতবর্ষ ঘটিত পার্লিয়ামেন্টের ব্যবস্থার যাহাং স্থিরীকৃত রহিয়াছে তাহা পরিবর্ত্তন অথবা তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে পারিবেন না; মহারাণীর রাজপরাক্রমের এবং পার্লিয়ামেন্টের ক্ষমতার কিম্বা মহারাণীর প্রজাদিগের রাজপরায়ণতার বিরুদ্ধে কিছুই করা যাইবেক না, এবং ব্যবস্থা প্রস্তুত করণ ও সংশোধন এবং অন্যান্য যে কোন বিষয়ে সেক্রেটরি অব ষ্ট্রেট যে আজ্ঞা করিবেন তাহা অতর্কিতরূপে গ্রাহ্য হইবেক।

গবর্ণর জেনরলের ইন্ কৌন্সিলে যে সমস্ত বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা আছে তাহা নিম্নভাগে লিখা যাইতেছে, যথা, ভারতবর্ষের সেক্রেটরি অব ষ্ট্রেটের আদেশানুসারে ভারতবর্ষের ধনের উপর কর্ত্তৃত্ব, স্থানীয় কার্য্য সম্পাদক রাজপুরুষগণের উপর শাসনশক্তি, ইংরাজাধীন যে সমস্ত দেশ কোন রাজধানী ভুক্ত হয় নাই তাহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ; বাঙ্গালা দেশীয় সৈনাগণ শাসনের সংপূর্ণ ক্ষমতা, এবং অন্যান্য রাজধানীর সেনাদিগের উপর কেবল মাত্র সেই সকল বিষয়ে শাসন কর্ত্তৃত্ব যাহা প্রধান সেনাপতির সহযোগে নির্ব্বাহিত হইতে পারে; যে সকল রাজনীতি বিষয় সম্বন্ধের বিচার ভার অধীন গবর্ণমেন্টের প্রতি বিশেষরূপে অর্পিত হয় নাই তাহার বিবেচনা; সমুদয় ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া রাজনীতি বিষয়ক সমুদয় নিয়োগের তত্ত্বাবধান, অর্থাৎ এতদ্দেশীয় রাজাদিগের অধিকারে রেসিডেন্ট এবং

আইন বহিভূর্ত দেশে কমিসানর, এজেন্ট এবং সুপ্রেন্টেণ্ডেন্ট ইত্যাদি, এবং বাঙ্গালা উত্তর পশ্চিম রাজ্য এবঞ্চ পাঞ্জাবের লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণরদিগকে এবং এই সমস্ত রাজ্য তাদৃশ সৈনিকপুরুষদিগকে নিযুক্ত করণ যাহাদিগের কর্ম্ম সৈন্য-শিক্ষা দেওনের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখে, যেহেতু তদ্রূপ কর্ম্মে প্রধান সেনাপতি সাহেব লোক মনোনীত করিয়া থাকেন। সমুদায় বিধি বিধানে গবর্ণর জেনরল মতামত প্রকাশ করিতে কিম্বা তাহা গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। গবর্ণর জেনরলের ইন্‌কৌন্‌সিলে রাজকার্য্য পরিচালনের নিমিত্তে চারিজন সেক্রেটরি অর্থাৎ কর্ম্ম সম্পাদক নিযুক্ত আছে, যথা দেশীয়, রণসম্বন্ধীয়, বিদেশীয় এবং সৈন্যসংক্রান্ত সেক্রেটরি।

মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই এই দুই রাজধানীতে দুই জন গবর্ণর এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেকের তিন জন করিয়া মন্ত্রিসংঘটিত এক এক কৌন্সিল আছে, ঐ তিন জনের মধ্যে প্রধান সেনাপতি একজন সভ্য; তাহাদিগকে গবর্ণরের কৌন্সিল কহা যায়। উক্ত দুই রাজধানীতে তত্তদ্রাজ্যের বিধি বিধানের নিমিত্ত সংপ্রতি যে ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে নিম্ন লিখিত মহোদয়েরা সভাসদ্ পদে সন্নিবেশিত হইয়াছেন, যথা

বোম্বাই রাজ্য,

শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর সভাপতি।

সভ্য।

শ্রীযুক্ত এম, আর, ওয়েষ্ট্রপ, একটিং এডভোকেট জেনরল।
" ডবলিউ, বি, ষ্ট্রিট্যাম।
" সাভানুরের নবাব আবদুল দুলাইর খাঁ ও আবদুল খয়ের খাঁ।

" রোস্তম জি জমসেট জি জিজি ভাই।
" মাধূরাও ভিওল ভিঞ্চুর কর।
" জগন্নাথ শঙ্কর সেট।
" সেট প্রেম ভাই হেম ভাই।

মান্দ্রাজ রাজ্য।

শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর বাহাদুর, সভাপতি।

সভাসদ।

শ্রীযুক্ত টি, এস, স্মিথ, এডভোকেট জেনরল।
" টি, পাইক্রপ্‌ট, প্রধান সেক্রেটরি।
" সি, পেলি, রেবিনিউ বোর্ডের অধ্যক্ষ।
" ডবলিউ, আর, আরবথ্‌নট।
" আর, ও, কেম্বল।
" ভি, সদাগোপ চারলু।

বাঙ্গালা প্রদেশে, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে এবং পাঞ্জাব রাজ্যে এক এক জন লেফটেনেন্ট গবর্ণর আছেন। এই সমস্ত অধীন এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগের স্ব স্ব ব্যাপ্য অধিকারের সমুদায় প্রচলিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন কিন্তু তত্তাবৎ সেক্রেটরি অব ষ্টেটের এবং ভারতবর্ষের সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের অনুমতির ও উপদেশের অধীন হয় অর্থাৎ স্থানীয় গবর্ণমেন্টের কৃতকর্ম্মের উপরে তাহারা যেরূপ আদেশ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা করিতে পারেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের অনভিমতে কোন ব্যবস্থা প্রচলন অথবা পরিবর্ত্তন কিম্বা কোন নূতন পদের সৃষ্টি এবং তাহাদিগের নিরূপিত ব্যয়ের বৃদ্ধি অথবা কোন প্রকাশ্য কার্য্যোপলক্ষে দশ সহস্র টাকার অতিরিক্ত ব্যয় ভারতবর্ষের গবর্ণ

মেন্টের কিম্বা সেক্রেটরি অব স্টেটের সম্মতি প্রাপ্ত না হইলে করিতে পারেন না। তাঁহারা আপনাপন ব্যাপ্য অধিকার মধ্যে কতিপয় বর্জ্জিত বিষয় ব্যতিরেক তাবৎ পদে লোক নিযুক্ত করিতে পারেন। মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল রাজ্য স্থিত সেনাগণের উপর যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বিষয়ে ভারতবর্ষস্থ সমস্ত সৈন্যদিগের প্রতি প্রচলিতের ন্যায় শাসন বিস্তার করিতে ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু যে সকল বিষয়ে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের অনুমতির অপেক্ষা করে তাহাই বর্জ্জিত হয়।

রাজশাসনের কর্ম্মচারী।

নাগর্য্য রাজকার্য্যকারিদিগের দুই শ্রেণী, চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত। চিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগকে ইংলণ্ড দেশে পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক প্রাচীন নিয়মের দ্বারা ব্যবস্থাপিত চিহ্নিত শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে তাঁহারা সমুদায় রাজকীয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন, সমুদায় ঋণ পরিশোধ করিবেন এবং ভারতবর্ষীয় সমুদায় লোকের সদ্ব্যবহার করিবেন। তাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞা-জালে জড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষা করিতে নিবিষ্ট থাকেন। এই সকল ব্যক্তির উপর প্রধানাপ্রধান সমুদয় রাজকীয় কর্ম্মের ভার অর্পিত হয়। যাঁহারা তাঁহাদিগের অধীনে কনিষ্ঠ পদ ধারণ করেন এবং উপ-রোক্তের ন্যায় কোন প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ নহেন, তাঁহারাই অচিহ্নিত কর্ম্মচারী।

চিহ্নিত কর্ম্মচারিরা ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের শিক্ষা করণের কালাতীত হইলেই কোন পদ প্রাপণের অধিকারী হয়েন, ইতিমধ্যে তাঁহারা এত-দ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন, এবং কিয়ৎপরিমাণে বেতন পাইয়া থাকেন। দেশভাষায় প্রয়োজনীয় পরীক্ষা প্রদান করিলে পর তাঁহারা মফঃসলে যাইয়া কালেক্টর কি মাজিষ্ট্রেটের আসিষ্টাণ্ট অর্থাৎ সহকারী হয়েন। এই সময়ে তাঁহারা কালেক্টরিতে বাকি খাজানার এবং কর আদায় সম্বন্ধীয় ছোট

ছোট মোকদ্দমার বিচার করেন, এবং মাজিস্ট্রেটিতে সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ, তাহাদিগের উপরিস্থ বিচারকগণের বিচারের কারণ মোকদ্দমা প্রস্তুত এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব যে সকল মোকদ্দমা বিশেষরূপে তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন তাহার বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু মাজিস্ট্রেটের নিকট তাহার আপীল অর্থাৎ পুনর্ব্বিচার হইতে পারে। তৎপরে তাঁহারা মাজিস্ট্রেট তদন্তে কালেক্টর হয়েন।

মাজিস্ট্রেট সাহেব দুই বৎসরের এবং কোন কোন বিষয়ে তিন বৎসরের নিমিত্তে কারাবাসের দণ্ড বিধান করিতে ক্ষমতা রাখেন, কিন্তু সচরাচর ছয় মাস কারাবাস ও ২০০ দুই শত টাকা দণ্ড না দিলে আর ছয় মাস কারাগারে বাসাজ্ঞা দেন। তিনি শান্তি সংস্থাপনের রীতি বদ্ধ করেন, এবং আপনার অধীন প্রদেশস্থ সমস্ত কৃতাপরাধিগণের বিচার করিয়া থাকেন। তাঁহার অধীন কতকগুলি অচিহ্নিত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট থাকে, তাহারা কিয়ৎপরিমাণে মাজিস্ট্রেটী ক্ষমতা বিস্তার করে, তদ্ব্যতিরেকে দোষীদিগকে ধৃত করণের নিমিত্তে এবং শান্তি সংস্থাপনের জন্যে কতকগুলি দারোগা, সহকারী দারোগা জমাদ্দার এবং পোলিস বরকন্দাজ তাঁহার অধীনে আছে। প্রদেশের রাজভাণ্ডার কালেক্টর সাহেবের অধীন তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের তত্ত্বাবধান, বাকীদারদিগের প্রতিরোধক উপায় বিধান, বাকি রাজস্বের নিমিত্তে ভূম্যধিকার বিক্রয়, বাজেয়াপ্ত অর্থাৎ রাজভুক্ত, ক্রীত এবং গবর্ণমেণ্টের উপরে যে সমস্ত ভূমির ভারার্পিত হয় তত্ত্বাবতের এবং ভূমাধিকার বণ্টনের তত্ত্বাবধারণ, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করণের সুনিয়ম এবং প্রজা ও ভূমি সম্বন্ধীয় অধিকাংশ মোকদ্দমার বিচার করেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এবং উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে মাজিস্ট্রেটী ও কালেক্টরী কর্ম্ম সর্ব্বদাই একজনের দ্বারা সম্পাদিত হয়। বাঙ্গালাতে এই দুই কর্ম্ম স্বতন্ত্র দুই জন কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয় বটে, কিন্তু এখানেও এই সংযোজিত পদের প্রথম ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালাতে কালেক্টরের অধীনে কতকগুলি অচিহ্নিত সহকারী আছে তাহারা ডেপুটী কালেক্টর নামে বিখ্যাত।

তদ্ভিন্ন লবণ, অহিফেণ এবং শুল্ক সম্বন্ধীয় কর্ম্মে রাজস্বের অধীনে কালেক্টর সকল এবং তহসিলদার আখ্যানে বিখ্যাত কতিপয় ভৌমিক রাজকর সংগ্রাহক আছে।

চিহ্নিত নাগর্য্য রাজকার্য্যকারির মধ্যে দ্বিতীয় উচ্চ পদস্থ জিলার জজ। দোষ বিষয়ক এবং নাগরিক মোকদ্দমার আপীল শ্রবণ, এই দুই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম তাঁহাকে করিতে হয়। প্রথমোক্ত কর্ম্মোপলক্ষে তাহাকে শেস্যান জজ এবং পশ্চাদুক্ত কার্য্যোপলক্ষে সিভিল জজ বলা যায়। বাঙ্গালাতে শেস্যান জজের এই নিয়মিত ক্ষমতা যে মাজিস্ট্রেট সাহেব যে সকল দোষিদিগকে শেস্যানে অর্পণ করেন তাঁহারা তাহাদিগের বিচার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। মান্দ্রাজে শেস্যান জজ আর এক জন অধীন জজের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, মাজিস্ট্রেটের পরিবর্ত্তে তিনিই শেস্যানে অর্পণ করণের কর্ত্তা এবং বোম্বাইতে সহকারী শেস্যান জজ নামক এক কর্ম্মচারির দ্বারা অর্পিত হয়। শেস্যান জজ নয় বৎসর পরিমাণে এবং কোন কোন গুরুতর দোষে ১৬ ষোড়শ বৎসর কারাবাসের শাস্তি প্রদান করিতে পারেন। যে সকল দোষে উক্ত পরিমাণের অতিরিক্ত শাস্তি সম্ভবে তাহা সদর নেজামত আদালতে অর্থাৎ ভারত বর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম আপীল আদালতে অর্পিত হইয়া থাকে, এবং সদর দেওয়ানী আদালতের জজেরা তাহার বিচার করেন। সিভিল (অর্থাৎ নাগরিক) জজ, মুনসেফ, সদরআমীন এবং প্রধান সদরআমীনদিগের নিষ্পাদিত পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধ প্রথম বিচার নিষ্পত্তির উপরে আপীল শ্রবণ অর্থাৎ পুনর্বিচার করিয়া থাকেন। মান্দ্রাজ রাজধানীতে জেলার জজেরা দশ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ মোকদ্দমার বিচার করেন। সিভিল জজের নিম্ন পদস্থ সমস্ত ধর্ম্মাধিকরণেই অচিহ্নিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত এবং তত্তাবতের মধ্যে মুন্সেফ সর্ব্ব কনিষ্ঠ। বাঙ্গালাতে তাঁহারা তিন শত টাকার অনধিক দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমবান্, কিন্তু মান্দ্রাজে মুনসেফেরা এক হাজার টাকার এবং বোম্বাইতে ৫ পাঁচ হাজার টাকা পরিমিত মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। অচিহ্নিত বিচারপতিদিগের দ্বিতীয় উচ্চ পদস্থ সদর আমীন তাঁহারা বাঙ্গালাতে তিন শত টাকার ঊর্দ্ধ এবং এক হাজার টাকার অনূর্দ্ধ সমুদায় মোকদ্দমার বিচার করিতে ক্ষমতা রাখেন। আদালত অর্থাৎ

দায় বিচার সম্বন্ধীয় সর্ব্বোচ্চতম অচিহ্নিত বিচারকের পদস্থ প্রধান সদর আমীন, তাহারা এক হাজার ঊর্দ্ধ যত টাকার হউক সমুদায় মোকদ্দমার বিচার করেন

বাঙ্গালার নিমিত্তে কলিকাতায় মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজ্যের নিমিত্তে উক্ত দুই রাজধানীতে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নিমিত্তে আগ্রাতে ক্রম পূর্ব্বক এক এক সদর আদালত স্থাপিত আছে। সদর আদালতে প্রথম মোকদ্দমা শুনানি হয় না। কেবল জজদিগের এবং কোন কোন বিষয়ে প্রধান সদরআমীনদিগের কৃত প্রথম নিষ্পত্তির উপর নিয়মিত আপীল এবং নিজ আদালতের খাস আপীল গৃহীত হইয়া থাকে। দশ হাজার টাকার অন্যূন মোকদ্দমার আপীল ইংলণ্ডে মহারাণীর কৌন্সেলে হইতে পারে, কিন্তু ব্যয় বাহুল্য বিধায়ে এবং কাল বিলম্ব সম্ভব প্রযুক্ত তাহার সংখ্যা অতি অলপ হয়। সমুদায় নিম্ন আদালতের উপর সদর আদালতের কর্তৃত্ব ক্ষমতা আছে, এবং কনিষ্ঠ শ্রেণীর দায় বিচারকের পদে লোক নিযুক্ত করিতে পারেন। কলিকাতার সদর আদালতে ৫ জন এবং আগ্রাতে তিন জন জজ আছেন। মান্দ্রাজ কৌন্সিলের এক জন সভাসদ সদর আদালতের অধ্যক্ষতা করেন, তদ্ভিন্ন তিন জন নিয়মিত জজ এবং বোম্বাইতে ঐ রূপ এক জন কৌন্সিলের অধ্যক্ষ ও চারি জন নিয়মিত জজ নিযুক্ত আছেন।

পরন্তু রিভিনিউ বোর্ডের অধ্যক্ষেরাও চিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে উচ্চপদস্থ। বাঙ্গালার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং মান্দ্রাজে রিভিনিউ বোর্ড আছে। বাঙ্গালার বোর্ডে তিন জন, উত্তর পশ্চিম রাজ্যের বোর্ডে ২ দুই জন এবং মান্দ্রাজের বোর্ডে কৌন্সিলের এক জন সভ্য অধ্যক্ষ তদ্ভিন্ন নিয়মিত তিনজন সভ্য। এই সকল বোর্ডে রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমুদায় বিষয় নির্ব্বাহিত হয় এবং প্রত্যেক বোর্ডে এক এক জন সেক্রেটারির দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। বোম্বাইতে বোর্ড নাই, দুই জন রিভিনিউ কমিসানর সমুদায় রাজ্যের কার্য্য বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা গবর্ণমেন্টের সংপুর্ণ অধীন। মান্দ্রাজ ব্যতিরেকে বাঙ্গালা, এবং উত্তর

পশ্চিম প্রদেশে রেভিনিউ বোর্ডের অধীনে কতকগুলি কমিস্যনর আছেন। প্রত্যেক কমিস্যনর পাঁচ কিম্বা ছয় জেলা যাহাকে বিভাগ বলা যায় তাহার রাজস্বের এবং অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও অনেকানেক বিশেষ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ এবং যাহা বোর্ডের পক্ষে অতিরিক্ত বোধ হয় নিম্নপদস্থ কর্ত্তৃত্বকারিগণের নিষ্পত্তির উপর তাদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আপীল গ্রহণ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচার করেন। রেভিনিউ কমিস্যনরদিগকে উপরোক্ত কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মের অতিরিক্ত তাঁহাদিগের ব্যাপ্য বিভাগের মধ্যে গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিত্ব প্রকাশ্য বিষয়ের এবং প্রকাশ্য কর্ম্মচারিদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধস্তনদিগের সহিত সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ এবং কনিষ্ঠ কর্ম্মচারিদিগকে স্থাপনা করিতে হয়। তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে অনিশ্চিত ব্যয় এবং পুরস্কার প্রদান করিতে পারেন।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তাহারাই পোলিস কমিস্যনর।

পাঞ্জাব রাজ্যের রাজকার্য্য এক জন জুডিশিয়াল অর্থাৎ আদালত সম্বন্ধীয় কমিস্যনর এক জন রাজস্ব সম্বন্ধীয় কমিস্যনর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের নিমিত্তে কতকগুলি বিশেষ কমিস্যনর, কতকগুলি ডেপুটী কমিস্যনর, আসিস্টান্ট কমিস্যনর, কারাগারের তত্ত্বাবধারক, রেভিনিউ সর্ব্বেয়ার অর্থাৎ রাজস্ব সংক্রান্ত ভূমি পরিমাপক এবং অনিয়মিত আসিস্টান্টগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়।

আইন বহির্ভূত প্রদেশ যাহা সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের অব্যবহিত শাসনাধীন এবং নিয়মিত রূপে বর্ত্তমান আইনের অধীন নহে, তাহার মাজিস্ট্রেট কালেক্টর জজ ইত্যাদি সমুদায় পদের কর্ম্ম স্থানীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহকারী গবর্ণমেন্টের এক জন প্রতিনিধির দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়। আইন বহির্ভূত প্রদেশে অধিকাংশ যুদ্ধ সংক্রান্ত সৈনিক পুরুষেরাই নাগরিক রাজশাসনের এবং অন্যান্য নাগর্য্য কর্ম্মে, অধিকন্তু রাজনীতি বিষয়ক কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

বৃটিস সংজাত প্রজারা এবং ভারতবর্ষ নিবাসী তাহারদিগের সন্তানেরা কেবল বৃটিশ ব্যবস্থার অধীন, তাহা এইক্ষণে কলিকাতা বোম্বাই এবং

মান্দ্রাজের বিদ্যমান সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ে প্রচলিত, তদ্ভিন্ন তাহা-দিগের কর্তৃক এতদ্দেশীয় লোকের উপর দৌরাত্ম্য-ঘটিত মোকদ্দমা কিম্বা আদালত সংক্রান্ত প্রতারণা মোকদ্দমা নিয়মিত বিচারালয় সমূহের গ্রাহ্য যোগ্য। অধিকন্তু তাহাতে এ দেশীয় লোকের বৃটিস সংস্থানগণের সহিত দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে। যে সকল নগরে সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত আছে, উক্ত কোর্ট তন্নিবাসী সমুদায় লোকের এবং ভিন্নস্থান নিবাসী কিন্তু ঐ সকল নগরে যাহাদিগের বসত বাটী এবং কর্ম্ম পরিচারক আছে, কিম্বা যাহাদিগের কর্ম্মচারির দ্বারা বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহাদিগের দেওয়ানি আদালত কি ফৌজদারি সম্বন্ধীয় তাবৎ মোকদ্দমার উপরে আপনারদিগের ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারেন। অধি-কন্তু যাঁহারা কোন বৃটিশ প্রজার নিকটে অঙ্গীকার পত্র কিম্বা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিয়া উক্ত কোর্টভুক্ত হইয়াছেন, যদি তাহাদিগের মোকদ্দমার দাবি ৫০০ পাচ শত টাকার অধিক হয়, আর যাঁহারা কোন দানপত্র প্রমাণ করণের দ্বারা উক্ত কোর্টের অধীনতা লাভ করিয়াছেন ঐ সমস্ত লোকের উপরে ও এবং ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে বৃটিশ প্রজারা দুষ্কর্ম্ম করেন, তাঁহাদিগের উপর উক্ত কোর্টের বিলক্ষণ বিচার কর্তৃত্ব ক্ষমতা আছে। ভূম্যাদির স্বত্বাধিকারিত্বের এবং উত্তরাধিকারিত্বের, ভাড়ার, দ্রব্যাদির, উভয় পক্ষের সমুদায় চুক্তির এবং বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল মো-কদ্দমার উভয়পক্ষ হিন্দু, তাহা হিন্দুদিগের ব্যবস্থা ও ব্যবহারানুসারে, যাহাতে উভয়পক্ষ মুসলমান, তাহা মুসলমানদিগের ব্যবস্থা ও ব্যবহারা-নুসারে এবং যাহাতে এক পক্ষ হিন্দু কিম্বা মুসলমান তাহা প্রতিবাদির ব্যবস্থা ব্যবহারানুসারে বিচারিত হইয়া থাকে।

প্রত্যেক সুপ্রিমকোর্টে এক জন প্রধান ও দুই জন কনিষ্ঠ জজ আছেন।

সংপ্রতি প্রস্তাবিত হইয়াছে যে সুপ্রিম কোর্ট এবং সদর আদালত এতদুভয়ে মিলিত হইয়া "হাই কোর্ট" সর্ব্বোচ্চতম বিচারালয় সংস্থাপিত হইবেক।

পরিশিষ্ট।

এতদ্দেশীয় রাজগণ হইতে যে রাজকর এবং অর্থ সাহায্য পাওয়া যায়। তদ্যথা,

বাঙ্গালা প্রেসীডেন্সী।

কোট	৭৫,২৬৫	জয়পুর	৪০০,০০০
উদয়পুর	২০০,০০০	সিরোহী	৬,৯৪৪
মন্দী	০০,০০০	ঝাবর	৮০,০০০
বাঁসওয়ারা	২৭,৩৮৭	ডোঙ্গরপুর	২৭,৩৮৭
নানা ক্ষুদ্র রাজ্য	৪৩,২০০	মহারাষ্ট্রীয় চৌথের নিমিত্তে নেজামের রাজ্য হইতে	১০৮,০৮

সমষ্টি ১০৬৮২৯১

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী।

পেশ্‌কশ্‌ এবং কর।

মহীশুর রাজ্য হইতে প্রাপ্ত	২৪৫০,০০০
ত্রিবঙ্কোড় রাজ্য হইতে প্রাপ্ত	৭৮৩,১১১
কোচিন রাজ্য হইতে প্রাপ্ত	২০০,০০০
সমষ্টি	৩৪৩৩১১১

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী।

কচ্ছ রাজ্য হইতে প্রাপ্ত	১৮৬,৯৪৯
কাটীওয়ার রাজ্যের দত্ত কর	৫৭৯,৬৬৪
নানা ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে প্রাপ্ত	১৪,৬৬৬
সমষ্টি	৭৮১,২৭৯
সর্ব্ব সাকল্যে	৫,২৮২,৬৮১

ভারতবর্ষের আয় ব্যয়।

ব্রিটিস ভারতবর্ষের প্রধান২ ভাগ	১৮৫৯। ৬০ সনের আয়	১৮৫৯।৬০ সনেরব্যয়
সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের অধীন রাজ্য	৩৪,১০৫,০০০	১৬৪,১৪৮,০০০
বাঙ্গালার লেফ্‌টনেন্ট গবর্ণরের অধীন রাজ্য।	১২৬,৫৭৮,০০০	৪৩,৩১৬,০০০
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টনেন্ট গবর্ণরের অধীন রাজ্য।	৫৫,৩২৫,০০০	২৪,১২৫,০০০
পাঞ্জাবের লেফ্‌টনেন্ট গবর্ণরের অধীন রাজ্য।	২৯,১৭৭,০০০	১৯,২০২,০০০
মান্দ্রাজ রাজ্য।	৬৩,১৮০,০০০	৭৫,৬৪৯,০০০
বোম্বাই রাজ্য।	৬৮,৬৯৭,০০০	৮১,২৬০,০০০
সমষ্টি	৩৭৭,০৬২,০০০	৪০৭,৭০০,০০০

ভারতবর্ষে রাজস্বের প্রধান উপায় ভূমির কর, তদ্ভিন্ন অহিফেণ, লবণ, শুল্ক, ষ্টাম্প, ডাকঘর সায়র, আবকারি, টঙ্কশালা, জাহাজীয় ব্যাপার, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের উৎপন্ন, দেশীয় রাজাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য ধন সাহায্য এবং নানাপ্রকার রাজস্ব দ্বারা আয় হইয়া থাকে।

যাজক-পদ-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম।

বৃটিস প্রজাবর্গের উপকারার্থে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে যাজক সম্বন্ধীয় যে সকল নিয়োগের ভরণ পোষণ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কলিকাতা মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই এই তিন রাজধানীতে ক্রমান্বয়ে তিন জন বিশপ অর্থাৎ প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং ১৩৫ এক শত পঁয়ত্রিশ জন ইংলিস এবং স্কচ্ ধর্ম্মোপদেশক নিযুক্ত আছেন; ইহাঁরা তাবতেই চিহ্নিত কর্ম্মচারী মধ্যে গণ্য। তদ্ভিন্ন রোমানকাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী বিশপ ৩ তিন জন এবং তদ্ধর্ম্মোপদেশক ৭৮ জন আছেন, ইহাঁরা ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট হইতে প্রতি বৎসরে ৫০,০০০ টাকা দান প্রাপ্ত হইয়া বণ্টন করিয়া লইয়া থাকেন।

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম।

বৃটিস ভারতবর্ষ সমরক্ষণের নিমিত্ত বৃটিস গবর্ণমেন্ট যে সকল সৈন্য নিয়মিত রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহারা এতদ্দেশীয় যোদ্ধা ইউরোপীয় সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। তদ্ব্যতীত এতদ্দেশীয় কতিপয় রাজারা সন্ধির নিয়মানুসারে যে সমস্ত অনিশ্চিত অর্থাৎ ঠিকা সৈন্য যোগাইয়া দেন তাহারাও বৃটিস গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাধীন। এই সকল এতদ্দেশীয় যোদ্ধা ব্যতিরেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইউরোপীয় সেনা এবং ভারতবর্ষের কর্ম্মে নিবিষ্ট ও এখানকার রাজস্ব হইতে বেতন প্রাপ্ত মহারাণীর কতকগুলিন সৈন্য আছে।

বিগত বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত, সনদ প্রাপ্ত এবং সনদ বিহীন এতদ্দেশীয় সৈনিক ও সেনা সমেত সকল প্রকার অস্ত্রধারী যোদ্ধার সংখ্যা। যথা,

যুদ্ধ এবং যন্ত্রবিৎ সনদপ্রাপ্ত এবং সনদ বিহীন এতদ্দেশীয় সম্প্রদায় এবং শ্রেণী।	সৈন্যদল	সৈনিক ও সেনা।
	০	৩,৫৮
অশ্বাকৃষ্ট কামান পরিচালক	৫ ব্রগেড	১,০৭৮
পদাকৃষ্ট কামান পরিচালক	১৮ ঐ	৭,৬৭৬
অশ্বারূঢ় সেনা (নিয়মিত ও অনিয়মিত)	৫০ দল	২৬,১২৯
পদাতিক সৈন্য (ঐ * ঐ)	২৯৬ দল	২৮৯,০০৮
রণদক্ষ এতদ্দেশীয় সৈনিক এবং লোক	০	৩,৩৭৫
এতদ্দেশীয় চিকিৎসক		৮৫৮
সাকল্যে	২৬৯	২,৩২,২৭৬

এতদ্দেশীয় রাজারা যে সকল ঠিকা অথবা সাহায্যকারী সৈন্য যোগাইয়া দেন এবং যাহারা ব্রটিস সেনাপতিগণের আজ্ঞাধীন এবং ব্রটিস গবর্ণমেন্টের কর্ম্মে বাধিত, বিদ্রোহের পূর্ব্বে তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় ৩২,০০০ ছিল। যথা,

হায়দ্রাবাদের নেজামের প্রদত্ত সাহায্যকারী সৈন্য	৮,০৯৪
* গোয়ালিয়রের ঠিকা সৈন (সিন্ধিয়ার প্রদত্ত)	৮,৫০
* কোটার ঠিকা সৈন্য	২৪৮
মহীশুরের অশ্বারূঢ় (দেশীয় সেনাপতি কর্ত্তৃক চালিত)	৪০০০
* ভূপালের ঠিকা সৈন্য	৮,২৯
মালবের সম্মিলিত ঠিকা সৈন্য	২,৬২৭
গুজরাটের ঠিকা সৈন্য। গৈকুয়ারের)	৩,৭৫৬
মালবের ভীল সৈন্য	৬৪৮
* যোধপুরের সম্প্রদায়	২,২৪৬
মেওয়ারের ভীল সৈন্য দল	২০৫৪

কোলাপুরের স্থানীয় অশ্বারূঢ়	৯০৭
সামন্তবাড়ীর স্থানীয় সৈন্যদল	৬১১
	সাকল্যে ৩২,৩১১

উপরোক্ত সৈন্যদলের মধ্যে যাহারা ফুল চিহ্নে চিহ্নিত তাহারা বিদ্রোহী হওয়াতে এক্ষণে বিদ্যমান নাই, এবং বৃটিস গবর্ণমেন্টের এতদ্দেশীয় সেনা-গণের মধ্যে যাহারা রাজদ্রোহী হইয়াছিল এবং যাহাদিগকে নিরস্ত্র কিম্বা দলভঙ্গ করিয়া দেওয়া যায় তদ্বিশেষ, যথা,

লঘু অস্ত্রধারী	৯	দল
অশ্বাকৃষ্ট কামান পরিচালক	১২	ঐ
কুদ্দাল ও কুঠারধারী সৈন্য দল	...	...
গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের শরীর রক্ষক	১২	পল্‌টন
লঘু অশ্বারূঢ়	১২	ঐ
পদাতিক	৭২	ঐ
অনিয়মিত অশ্বারূঢ়	১২	ঐ

কলিকাতা মিলিটীয়া অর্থাৎ যে দেশ রক্ষার্থ যে সৈন্য নিযুক্ত সেই দেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে যাহারা না যায় ইংরাজি ভাষায় তাহারাই মিলি-টীয়া পদ বাচ্য।

রামগড়ের সৈন্যদল	...
হরিয়ানার লঘু পদাতিক দল	...

এই সমস্ত সেনাদলের যাহারা বিদ্রোহী হইয়াছিল তাহাদিগের সমষ্টি এতদ্দেশীয় সৈন্য সমূহের প্রায় অর্দ্ধাংশ হইবেক তাহারা তাবতেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত ইষ্টইণ্ডীয়া কোম্পানির যে সমস্ত ইউরোপীয়, সৈন্য ছিল, তাহার সমষ্টি। যথা,

ইঞ্জিনিয়র অর্থাৎ যন্ত্রবিৎ। ইউরোপীয় কর্ম্মকর্ত্তা ও লোক সমেত						৪৩৪
আর্টিলরি অর্থাৎ অশ্বাকৃষ্ট ও পদাকৃষ্ট কামান পরিচালক কর্ম্মকর্ত্তা ও লোক সমেত	...	...	...	...		৬,৫৮৫
অশ্বারূঢ়, ইউরোপীয় সেনাপতি ও সেনা সমেত				......		৫০৯
পদাতিক	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	...	১৩,০৩২
রণদক্ষ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	...	৪৩৬
চিকিৎসক ইউরোপীয় কর্ত্তা সমেত			ঐ	ঐ	...	১,০৫১
				সাকল্যে		২২,০৪৭

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মহারাণীর সমষ্টি সৈন্য সংখ্যা ৬৩,৫০০

বিগত ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহে মহারাণীর এবং কোম্পানির অনেক ইউরোপীয় যোদ্ধারা গতাসু হয় তদবধি ইংলণ্ড হইতে বহুতর নূতন সৈন্য সমাগত এবং ভারতবর্ষে নূতন নূতন সৈন্যদল সংগৃহীত হইয়াছে।

জাহাজ সম্বন্ধীয় কর্ম্ম।

জাহাজ সম্বন্ধীয় কর্ম্মের প্রধান শাখা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাধীন। আরব উপকূলের ও লোহিত সাগরের এবং সিন্ধু উপকূলের তত্ত্বাবধান করাই ভারতবর্ষীয় যুদ্ধ জাহাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পারস্য দেশীয় মোহানার বোম্বেটিয়াগিরী অর্থাৎ সামুদ্রিক ডাকাইতী নিবারণের জন্যে এই সকল যুদ্ধ জাহাজ বিশেষ ব্যবহার হইয়া থাকে। বিগত ১৮৫৮ সনে জাহাজ ও লোক-বল সমষ্টিতে ৫৩ খানা বাষ্পীয় পোত ও বাদামী জাহাজ এবং ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় লোক ৪২৮৬ জন ছিল। ভারতবর্ষীয় যুদ্ধ জাহাজের সহিত বিলাতে ডাক গমনাগমনের বিলক্ষণ সংশ্রব আছে, তজ্জন্য নান

বিষয়ে ইংলণ্ড হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। ঐরূপ বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনেও জাহাজী যোদ্ধার এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে।

যাঁহারা সেনাপতির কর্ম্মে নিযুক্ত তাহাদিগের কমিস্যন অর্থাৎ পদার্পণ পত্র নাই এবং সেনারাও রণ-নিয়মের কিম্বা বিদ্রোহী বিধানের অধীন নহে। তাহারা সচরাচর চীনের যুদ্ধে এবং নিয়ত পূর্ব্ব-দ্বীপ-পুঞ্জে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

বিদ্যা।

বাঙ্গালা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পাঞ্জাব, মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই ইহার প্রত্যেক রাজ্য প্রকাশ্য বিদ্যাধ্যাপনের নিমিত্ত এক এক জন ডিরেক্টর অর্থাৎ অধ্যক্ষ আছেন, এবং তাহাদিগের অধীন এত সংখ্যক ইনস্পেক্টর এবং নানা শ্রেণীভুক্ত ডেপুটী ইন স্পেক্টর আছে যে, রাজ্যের সম পরিমাণে তত্ত্বাবধান হইতে পারে।

ভারতবর্ষস্থিত ব্যবস্থাপক সমাজের বিধানানুসারে লণ্ডন ' ইউনিভর্সিটী, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শক্রমে কলিকাতা, মান্দ্রাজ, এবং বোম্বাই এই তিন রাজধানীতে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় এতাদৃশ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, যাঁহারা কোন পোষ্য বিদ্যালয়ে ও কোন বিখ্যাত স্কুলে কিম্বা প্রধান কালেজে পূর্ব্বে বিদ্যাভ্যাস করণের নিদর্শন পত্র দর্শাইবেন এবং বিশেষতঃ যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন তাঁহাদিগকে সন্মানসূচক উপাধিদান করিতে পারগ হইবেন। এই মর্য্যাদাসূচক পরীক্ষায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস-ঘটিত কোন প্রস্তাব অঙ্গীভূত করা যাইবেক না এবং পোষ্য বিদ্যালয় সমূহ যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখা যাইতে পারিবেক।

নিম্ন লিখিত পোষ্য বিদ্যালয় সকল কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধীন গবর্ণমেণ্টের অধীন যথা।

১ প্রেসিডেন্সী কালেজ, সাধারণ এবং ব্যবস্থা শিক্ষার শ্রেণী, কলিকাতা
২ মেডিকেল কালেজ ... ... কলিকাতা
৩ সিভিল ইঞ্জিনিয়রিং কালেজ ... ... কলিকাতা
৪ হুগলি কালেজ ... ... হুগলি
৫ ঢাকা কালেজ ... ... ঢাকা
৬ কৃষ্ণনগর কালেজ ... ... কৃষ্ণনগর
৭ বহরমপুর কালেজ ... ... বহরমপুর
৮ আগ্রা কালেজ ... ... আগ্রা
৯ বারাণসী কালেজ ... ... বারাণসী
১০ সাগর স্কুল ... ... সাগর

গবর্ণমেণ্টের অধীন যথা।

১১ ডভ্‌টন কালেজ ... ... কলিকাতা
১২ সেইন্ট-পালের স্কুল ... ... কলিকাতা
১৩ ফ্রি চর্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউশন ... ... কলিকাতা
১৪ লা মাটিনিয়র কালেজ ... ... কলিকাতা
১৫ লণ্ডন মিস্যনরি সমাজের স্কুল ... ... ভবানীপুর
১৬ শ্রীরামপুর কালেজ ... ... শ্রীরামপুর
১৭ কুইন্‌স কালেজ ... ... কলম্বো
১৮ বিশপস্ কালেজ ... ... ———

আসাম এবং তানাসরিম প্রভৃতি প্রদেশ সমেত নিম্ন বাঙ্গালা রাজ্যে ১৮৫৯ সালের ৩০ এপ্রেল পর্য্যন্ত যত কালেজ ও স্কুল ছিল তাহার বিবরণ।

বিদ্যালয়ের বর্ণনা।	সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা	মন্তব্য কথা।
রাজকীয়			
ইংরাজী বাঙ্গালা কালেজ	৫	২৮৪	প্রধানতঃ গবর্ণমেন্টের দান এবং ছাত্রদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বেতনের দ্বারা প্রতি-পালিত।
সংস্কৃত এবং আরব্য কালেজ	৩	৩৯০	
ব্যবহারিক বিদ্যার কালেজ	৭	৭২৮	
উচ্চ শ্রেণীভুক্ত ইংরাজি বাঙ্গালা স্কুল	৪৭	৬৫৫৪	
নিম্নশ্রেণীর স্কুল (প্রায় বাঙ্গাল	২৪৮	১১০৮০	
গোপনীয়			
কালেজ সমূহ গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানাধীন বিবরণ পত্র প্রকাশ নাই			
উচ্চ শ্রেণীর স্কুল গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানাধীন	১৮	২৪৪৬	গবর্ণমেন্টের আনুকূল্য অধ্যাপনীয় বেতন এবং স্থানীয় চাঁদার দ্বারা প্রতিপালিত।
নিম্ন শ্রেণীর স্কুল ঐ ঐ	৩৭৮	২৩৪৪৮	
ব্যবহারিক বিদ্যালয় ঐ ঐ	১	৩২	
	৭০৭	৪০৯৪২	

* এতাবৎ ব্যতিরেকে অধিকাংশ নিম্ন শ্রেণীভুক্ত গোপনীয় বিদ্যালয় বিস্তর আছে, তাহা গবর্ণমেন্টের সাহায্য প্রাপণের কিম্বা তত্ত্বাবধারণের অধীন নহে।

১৮৫৮ সনের ২৮ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উত্তর পশ্চিম প্রদেশের কালেজ ও স্কুল বিবরণ।—যথা,

বিদ্যালেয়র বর্ণনা।	সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	মন্তব্য কথা।
রাজকীয়			
কালেজ ইংরাজি ও দেশ-ভাষার	৩	৫৬২	প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের দান এবং অধ্যাপনার বেতনের দ্বারা নির্ব্বাহিত।
উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ঐ ঐ	২	৩৭০	গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য অধ্যাপনার বেতন এবং কোন২ বিদ্যালয় স্থানীয় চাঁদার দ্বারা প্রতিপালিত।
নিম্ন শ্রেণীর স্কুল (তহশিলী) দেশভাষার ...	২৩১	৪১৩০	
ব্যবহারিক বিদ্যালয় ...	৪	৩৭৩	ইংরাজী এবং দেশ ভাষার ...
হল্‌কাবন্দী স্কুল ...	১০	১৫৭৪৭	দেশভাষার প্রধানতঃ স্থানীয় চাঁদা এবং স্থানীয় করের দ্বারা নির্ব্বাহিত। কোন২ বিদ্যালয়ে রাজানুকূল্যেও প্রদত্ত হইয়া থাকে।
গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানাধীন গোপনীয় কালেজ ...	৩	৬৪৫	ইংরাজি এবং দেশ ভাষার। স্থানীয় চাঁদা এবং অধ্যাপনার বেতনের দ্বারা পরিপোষিত।
উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ...	১০	৯৯৯	দেশভাষার। অধ্যাপনার বেতন দ্বারা নির্ব্বাহিত।
নিম্ন শ্রেণীর স্কুল।	৩৯৬৩	৩৮৭১৭	
সমষ্টি	৫২৩৩	১৬৭৮৩	

১৮৫৯ সনের ৩০ এপ্রেল পর্য্যন্ত পঞ্জাব রাজ্যের কালেজ ও স্কুল সমূলের বিবরণ।

বিদ্যালয়ের বর্ণনা।	সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	মন্তব্য কথা।
গবর্ণমেন্টের কালেজ এবং স্কুল	২০৫০	৩৬,৩৮৪	
গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানাধীন গোপনীয় বিদ্যালয়	৬১৭৩	৩২০২৩	
সমষ্টি	৮২২৩	৬৮৪০৭	

গবর্ণমেন্টের বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে ৩ তিনটীতে ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায় এবং ৫ পাঁচটী উচ্চ শ্রেণীর স্কুল।

১৮৫৮ সালের ১৫ই আক্টোবর পর্য্যন্ত মাদ্রাজ রাজ্য স্থিত কালেজ ও স্কুল বিবরণ।

বিদ্যালয়ের বর্ণনা।	সংখ্যা।	ছাত্র সংখ্যা।	মন্তব্য কথা।
রাজকীয়			কতিপয় তালুকের স্কুলে কেবল দেশ ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায়, তদ্ভিন্ন এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ইংরাজী এবং দেশভাষার অধ্যাপনা হয়। গবর্ণমেন্টের দান এবং ছাত্রগণের প্রদত্ত বেতন দ্বারা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।
কালেজ	২	২৬৯	
উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ...	১০	১৭০০	
নিম্ন শ্রেণীর স্কুল ...	৯৭	৩৪৯	
ব্যবহারিক বিদ্যালয় ...	৭	৮৬৮	
গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানাধীন গোপনীয় বিদ্যালয়			ইংরাজি এবং দেশভাষা শিক্ষা হয়। গবর্ণমেন্টের আনুকূল্য স্থানীয় চাঁদা এবং অধ্যাপনের বেতনের দ্বারা পরিপোষিত।
কালেজ	১	২৯১	
উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ...	১৪	১৬৮১	
নিম্ন শ্রেণীর স্কুল ...	৩৮	৫৯৭৮	
সমষ্টি ...	১৬৮	১৪,১৮২	

১৮৫৮ সনের চরম দিবস পর্য্যন্ত বোম্বাই রাজ্যের কালেজ ও স্কুল বিবরণ।

বিদ্যালয়ের বর্ণনা।	সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	মন্তব্য কথা।
রাজকীয়			
কালেজ	২	৩২৪	ইংরাজি এবং দেশ ভাষার। প্রধানতঃ গবর্ণমেন্টের দান এবং অধ্যাপনার বেতন দ্বারা নির্ব্বাহিত।
উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ...	৪	৯৯৫	
ব্যবহারিক বিদ্যালয় ...	২১	৯৩৯	ইহার অধিকাংশে ইংরাজি এবং দেশ ভাষা শিক্ষা হয়, অবশিষ্ট কতকগুলিতে কেবল দেশভাষার অধ্যাপনা হইয়া থাকে। গবর্ণমেন্টের দান, স্থানীয় চাঁদা এবং অধ্যাপনার বেতনের দ্বারা ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়।
তহশিলী ও গ্রাম্য স্কুল সমেত নিম্ন শ্রেণীর স্কুল ...	৫৫১	২৮৩২৬	
গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানাধীন গোপনার বিবরণের			
উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ...	১	৪৬১	ইংরাজি ও দেশভাষা এবং কেবল দেশ ভাষার। গবর্ণমেন্টের আনুকূল্য, স্থানীয় চাঁদা এবং অধ্যাপনার বেতন দ্বারা পরিপোষিত।
নিম্ন শ্রেণীর স্কুল ...	৩২	১৮৯৬	
সমষ্টি	৬১১	৩২,৯৪১	

ডাকের কর্ম্ম।

ডাকের ডিরেক্টর জেনেরল সমুদায় ডাক সম্বন্ধীয় কার্য্যালয়ের কর্ত্তা অথচ সুপ্রিম গবর্ণমেন্টের অধীন। তাঁহার অধীনে প্রত্যেক রাজধানীতে এক এক জন পোষ্ট মাষ্টর জেনেরল ও বহু সংখ্যক আসিষ্টান্ট অর্থাৎ সহকারী. এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী আছে।

ডাক ঘরের এবং নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণের বিবরণ

কর্ম্ম নির্দ্দেশ।	বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীন।	মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন।	বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীন।	উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবের অধীন।	সমষ্টি।
ডিরেক্টর জেনেরল ...	১	০	০	০	১
পোষ্ট মাষ্টর জেনরল ...	১	১	২	`	৪
ইন্‌স্পেক্টিং পোষ্ট মাষ্টর	২	১০	২	১৫	৪৭
পোষ্টমাষ্টর ও ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টর	১৮৭	১৪২	১৫৮	২৭১	৭৫৮
ইংরাজী কেরাণী ...	২১৪	১৫৭	১৭৬	৩৯৩	৫৪৭ ৩৯৩
দেশ ভাষার লেখক ...	২৭	১৫	৩৪	—	৭৬
ভারবাহক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী	৪৬১	৪০৪	৪২৫,	৬২৯	১৯১৯
পথের নিমিত্ত সুপ্রেন্টেণ্ডেণ্ট, ওভরশিয়র, মুচ্ছদ্দি, ধাবক বেহারা, গাড়ওয়ান, সহীস, দাঁড়ি মাঝি এবং অন্যান্য লোক	৩১৫৯	০১৬১৬	৩৭০০	৯২৭৪	২২১৪৪
গরুর গাড়ির	•	•	•	২৬৪	২৬৪

ডাকঘরের তালিকা।

বাঙ্গালা দেশ।

আক্যাব।
আরা।
কলিকাতা।
কটক।
কাছাড়।
কাঁতি।
কৃষ্ণনগর।
ক্যাক্ফু (আরাকান)
খাজুরি।
ক্ষীরপাই।
গয়া।
গোয়ালপাড়া।
গৌহাটী।
চট্টগ্রাম।
চরাপুঞ্জী।
চাইবাস।
ছাপরা।
ছোট নাগপুর।
জলেশ্বর।
জামালপুর।

টুঙ্গ।
ডার্জ্জিলিং।
ডায়মণ্ড হারবর।
ঢাকা।
তমলোক।
তাভয়।
তেজপুর।
ত্রিপুরা।
থাইটমিউ।
দমদমা।
দানাপুর।
দিনাজপুর।
দেব্রুগড়।
নওয়াগাং।
নামযোন।
নেপাল।
পাটনা।
পাবনা।
পিনাং।
পুরী।
পুরনীয়া।

পূর্ণিয়া।
পেগু।
প্রোম।
ফরিদপুর।
ফোর্ট গ্লষ্টর।
বগুড়া।
বরিশাল।
বর্দ্ধমান।
বহরমপুর।
বাঁকুড়া।
বারাসত।
বারাকপুর।
বালেশ্বর।
বাসীন।
বোয়ালিয়া।
ভুলুয়া।
মনিপুর।
মতিহারী।
ময়মনসিং।
মালাক্কা।

মিয়াদে ।
মুজফরপুর ।
মুঙ্গের ।
মেদিনীপুর ।
মৌলমীন ।
যশোহর ।
রঙ্গপুর ।
রেঙ্গুণ ।
শিবসাগর ।
শিরঘাটী বা সহরঘাটী ।
শোয়াই গাইন ।
শ্রীরামপুর ।
শ্রীহট্ট ।
সম্বলপুর ।
সিঙ্গাপুর ।
সিন্তাং ।
সেণ্ডওায় ।
সেরওয়া বা হেঞ্জাদা ।
সেরাজগঞ্জ ।
সিউড়ী বা বীরভূম ।
হাজারিবাগ ।
হুগলি ।

মাদ্রাজ রাজ্য ।

আরকাট ।
বঙ্গলোর ।
বল্লারি ।
কলিকট ।
চিঙ্গলিপট্ট ।
চিত্রপুর ।
কোচিন ।
কোইম্বাটুর ।
কদলুর ।
কডাপা ।
গন্তুর ।
হিঙ্গলি ।
হয়দরাবাদ ।
করণৌল ।
মাদ্রাজ ।
মাদুরা ।
মঙ্গলোর বা কানাড়া ।
মছলিপাটন ।
মসিনাবাদ ।
নেল্লোর ।
উত্তকামুণ্ড ।
পালামকোটা ।
পণ্ডিচেরী ।
কুইলোন বা ত্রিবঙ্কোড়
রাজমহেন্দ্র ।
সালেম ।
সেকন্দরাবাদ ।
তাঞ্জোর ।
ত্রিচিনাপল্লি ।
তিন্নিবলি ।
বিজিগাপাটন ।

বোম্বাই রাজ্য।

আডেন। আওরঙ্গাবাদ। অহমদাবাদ (গুজরাট) বেলগাম। ভুজ। বোম্বাই। ভোপওয়াব। ধূলিয়া (খান্দেশ) ইলীচপুর। জাল্না। কোলাপুর মহাবলেশ্বর। মৌ। নাগপুর। পাহলিয়মপুর। পুণা। রত্নগিরি। সামন্তবাড়ী। সোণাপুর। তানা।

সিন্ধু। করাচি।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

আগ্রা। আজমীর। এলাহাবাদ। আলীগড়। আলমোরা। আজীমগড়। বৈতুল। বান্দা। বেরিলী। বানারস। কাণপুর। দিল্লী। হরিণপুরা। এটওয়া। ফতেগড়। গাজিপুর। গুণা। গোরক্ষপুর। গোয়ালিয়র। হামিরপুর। ঝান্সি। হোসেন।

প্রধান সেনাপতির মুখ্য ছাঁউনী।

হোসেঙ্গাবাদ।
ইন্দোর।
ঝান্সী (জালৌন)।
জয়পুর।
জোয়ানপুর।
জব্বলপুর।
কাম্পাতি।
কর্ণাল।
ল্যাণ্ডোর।
মিরাট।
মৃজাপুর।
মুরাদাবাদ।

মথুরা।
মৈনপুরী।
নীমচ।
নসিরাবাদ।
নরসিংহপুর।
নওয়া গাং।
সাহারণপুর।
সাজাহানপুর।
সাগর।
শিউনী।
শির্ষা।
শিহুর।

থানেশ্বর।
আম্বালা।
সিমলা।
ফিরোজপুর।
জলন্দর।
লাহোর।
শিয়ালকোট।
মূলতান।
ঝিলম।
রাওলপিণ্ডী।
পেশওয়ার।
নিমার।

অযোধ্যা।

লক্ষ্ণৌ।
নবাবগঞ্জ
বেরাইচ।
গোন্দা।

ফৈজাবাদ।
রায়বেরিলী।
সুলতানপুর।
প্রতাপগড়।

সীতাপুর।
হরদোই।
লক্ষীপুর।

——

ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ অর্থাৎ

তাড়িৎ বার্ত্তাবহ।

ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ অর্থাৎ তাড়িৎ বার্ত্তাবহ কার্য্যালয়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে এক জন সুপ্রিন্টেণ্ডেন্ট এবং তাঁহার অধীনে ডেপুটী সুপ্রিণ্ডেণ্টেণ্ড, আসিষ্টান্ট সুপ্রিন্টেণ্ডেন্ট, ইন্‌স্পেকটর ইঙ্গিতজ্ঞ, পরীক্ষাপাত্র অর্থাৎ শিক্ষানবিশ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় কারু, গণক অর্থাৎ হিসাবী কেরাণী চৌকিদার এবং অন্যান্য ভৃতক সমূহ নিযুক্ত আছে।

যে যে স্থানে তাড়িৎ বার্ত্তাবহের আড্ডা আছে।

তাহার বিবরণ।

কলিকাতা। (জাহাজের সমাচার নিমিত্ত)	রাজ মহল।	আগ্রা।
আচিপুর।	মুঙ্গের।	আলীগড়।
হুগলি টেঁক।	ভাগলপুর।	দিল্লী।
সাগর দ্বীপ।	পাটনা কিম্বা দানাপুর।	অম্বালা।
কুঁকড়া হাটী।		সিম্‌লা।
খাজুরি।	যশোহর।	কর্শৌলী।
মেদিনীপুর।	ঢাকা।	লুধিয়ানা।
বারাকপুর।	উত্তর পশ্চিম এবং পঞ্জাব।	ফিলুর।
বর্দ্ধমান।	এলাহাবাদ।	জলন্দর।
রাণীগঞ্জ।	কাণপুর।	অমৃত্যসর।
বরহী।	কাল্‌পী।	লাহোর।
সেরঘাটী বা সহরঘাটী।	ফত্তেগড়।	মুলতান।
সাসিরাম।	সাজাহানপুর।	রাওল পিণ্ডী।
বানারস বা বারাণসী		মুরি।

আটক ।
পেশ্‌ওয়ার ।
মিরট ।

মুরাদাবাদ ।
বেরিলি ।
লক্ষ্ণৌ ।

গোন্দা ।
ফৈজাবাদ ।

বোম্বাই ।

বোম্বাই ।
পরেল ।
মলয়াবর টেঁক ।
মথিরান ।
ডাপুরী ।
ঠান্না ।
ওয়াসিন্দ ।
নাশিক ।
মালিগ্রাম ।
ধূলিয়া ।
বলসার ।
সুরট ।
বরদা ।
বরুচ বা বারুচ ।
কায়রা ।

এই সকল কার্য্যালয় গবর্ণরের ব্যবহারার্থে একাদিক্রমে মুক্ত থাকে ।

অহমদাবাদ ।
দীশা ।
পুণা ।
ডেকর ।
অহম্মদনগর ।
সেতারা ।
মহাবলেশ্বর ।
কলোপুর ।
বেলগাম ।
সামন্তবাড়ী ।
ভিঙ্গোলা ।
গোয়া ।
ধারওয়ার ।
গাদক ।

ইন্দোর।

শিরপুর।	ইন্দোর।	গোয়ালিয়র
আকবরপুর।	বেউরা।	গোয়ালিয়র।
মৌ।	সিপ্রী।	——

মাদ্রাজ।

মাদ্রাজ।	পামেরন।	মরকরা।
গুণ্টুর।	পুণামল্লী।	কানানোর।
মোন্ট।	ভেলুর।	ক্যালিকট।
পণ্ডিচেরী।	বঙ্গলোর।	কোচিন।
নেলাপাটন।	মহীশুর।	মীরা।
পুটু কোটা।	উত্তকামণ্ড।	বল্লারি।

মধ্য হিন্দুস্থান।

করণৌল।	চান্দা।	শিউনি।
হয়দরাবাদ।	চিম্মুর।	জব্বলপুর।
সেকন্দরাবাদ।	নাগপুর।	রেওয়া বা রেবা।
ওয়ারঙ্গোল।	কাম্পাতী।	মণ্ডাপুর।

পূর্ব্ব উপকূল।

জলেশ্বর।	চত্রপুর।	কোকনদ।
বালেশ্বর।	ভিজিগাপাটম।	ওঙ্গোল।
কটক।	দোবিশ্বরম।	নেল্লুর।
বহরমপুর।	মছলিপাটন।	——
সিকাকোল।	বেজওয়ারা।	

সিন্ধু।

করাচি।	বন্দীনা।	জেকোবাবাদ।
কেয়ামারি।	নগর পকর।	কুশ্মারী।
গিজ্জরি।	তকশা।	রাজন্পুর।
কোত্রী।	সক্কর।	দেরা গাজি খাঁ।
হয়দরাবাদ।	শিকারপুর।	——

পেগু।

রাঙ্গুণ	সোয়াং থিয়ন।	থাইট মিউ।
হেঙ্গাদা।	প্রোম।	পেগু।
মেংঘাই।	টংঘু।	——

সিংহল বা সীলোন।

পালির টেঁক।	কাণ্ডী।	মান্নার।
কলম্বো।	মহিন্তলি।	——

সমাপ্তঃ।

টীকা।

বৈদ্যনাথ	এইখানে বৈদ্যনাথ নামে এক শিবলিঙ্গ আছে, তথায় শিবরাত্রিতে মেলা হয়। উহা হিন্দুদিগের এক তীর্থস্থান,
গয়া	গয়া হিন্দুদিগের এক প্রধান তীর্থস্থান, তথায় পিতৃ উদ্দেশে অবশ্যই পিণ্ডদান করেন একারণ সময়েং মহা জনতা হইয়া থাকে।
আলাহাবাদ	এইখানে প্রয়াগনামে বিখ্যাত হিন্দুদিগের এক মহাতীর্থ স্থান, তথায় পবিত্রকেরা মস্তকাদি মুণ্ডন করে।
পুষ্কর	ইহা হিন্দুদিগের এক মহাতীর্থ।

শুদ্ধাশুদ্ধ পত্র।

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শোধন
৮	৭।৮	সাফল্যে	সাকল্যে
১৬	১০	বাম্বে	বোম্বে
১৭	২১	ক্ষুদ্রকার	ক্ষুদ্রকায়
২০	৮	অনুভূত হয় না	অনুভূত হয়
২১	১	হত বিলোকিত	হত বল বিলোকিত
২২	১৭	আটান্	আটাল
২৪	১৭	হাঙ্গর	হাজারে
[illegible]	৯	খর্ব্বকার	খর্ব্বাকার
[illegible]	২৯	দীর্ঘকার	দীর্ঘাকার
৩৯	১৬	দিল্লাবার	দিল্লাবার
৪৩	১৭	অন্তিকতম	অন্তিকতম
৪৫	৯	নির্ধরেক	নির্ধারক
৫৩	২৩	বক্তপ্রেমী	বাতপ্রেমী
৫৬	২২	জাগুলী	জাগুলী
৫৭	৯১	কুলবেড়িয়া	ফুলবেড়িয়া
ঐ	ঐ	ধারমাই	ধামরাই
৫৯	১৮	বেতাসগড়	রোতাসগড়
৬০	৬	হাজারিগড়	হাজারিবাগ
৬১	১২	নদীমাত্রা	নদীমাত্র
ঐ	১৪	মান্দীভূত	মন্দীভূত
৭২	১	মৃগাদান	মৃগাদন
ঐ	২৩	সেগুণ সিমুল ও	সেগুণ সিমুল ও খদির প্রভৃতি অনেক অনেক বৃক্ষ আছে এবং সাল পাকা
৭৮	৭	ভিন্ন	ভীল